www.YaNabi.in

QURANE KARIM
AUR BUKHARI SE JAWAB

BY: Maulana Shabbir Alam Misbahi

ISLAMIC PUBLISHER
447, GALI SAROTEY WALI MATIA MAHAL
JAMA MASJID DELHI-6, Ph.: 011- 23284316, 23284582

www.YaNabi.in

কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

মূল লেখকঃ-
মাওলানা মালিক মুহাম্মাদ শাব্বীর আলাম মিস্বাহী

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান

কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

১ম খন্ড

মূল লেখক
মাওলানা মালিক মুহাম্মাদ শাব্বীর আলাম মিস্বাহী

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

ভাষান্তর
মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল লতিফ
মিসবাহী

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"

فَسْئَلُوْۤا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

উচ্চারণঃ- ফাসআলু আহ্লায যিকরি ইনকুনতুম লা তা'লামুন

পারা নং-১৭ সুরা ; আম্বিয়া আয়াত নং ৭

অর্থঃ- সুতরাং হে লোকেরা! জ্ঞানবানদেরকে জিজ্ঞাসা করো যদি তোমাদের জ্ঞান না থাকে। (কানজুল ঈমান বাংলা)

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

১ম খন্ড

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল লতিফ মিস্‌বাহী

M:No- 9647273451

শিক্ষক জে, আর, কে, (আরবী ইউনিভারসিটি)
রণজিত পুর, সন্মতি নগর, থানা, রঘুনাথগঞ্জ
জেলা, মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ)
পিন কোড, নং-৭৪২২১৩

হাদিয়া:- ৪০/

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রকাশনায়ঃ

ইসলামিক পাবলিশার	ISLAMIC PUBLISHER
৪৪৭ গলি সারোতে ওয়ালি মাটিয়া মহল জামে মসজিদ দেহলী ১১০০০৬	447,GALI SAROTEY WALI MATIA MAHAL JAMA MASJID DELHI-6 PH. 23284316 FAX: 23284582.

প্রকাশকাল:-

ইংরেজি ডিসেম্বর ২০১৪ সাল
আরবী স্বফর ১৪৩৬ সাল

মূল লেখকঃ-

মাওলানা মালিক মুহাম্মাদ শাব্বীর আলাম মিস্বাহী

ভাষান্তরঃ-

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল লতিফ মিস্বাহী

প্রাপ্তিস্থানঃ

কালিমীয়া বুক ডিপো
রণজিত পুর, সন্মতি নগর, থানা, রঘুনাথগঞ্জ
জেলা, মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ) পিন কোড, নং-৭৪২২১৩
মোবাইল নংঃ- ৯৮০০৮৭৯০১৯

পরিবেশনায়ঃ-

নতুন হবিপুর মিস্বাহী লাইব্রেরী

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

-ঃউপহারঃ-

আমার----------

----------কে

স্নেহের/ ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ

এই বই খানি উপহার দিলাম

Nicher link e click koren:
website: www.yanabi.in
whatsapp group: www.wa.yanabi.in
facebook page: www.fb.yanabi.in
youtube: www.yt.fb.yanabi.in

আপনারইঃ-

তারিখঃ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

-ঃ উৎসর্গ ঃ-

আ-ফাক মে ফাইলেগী কাব তাক না মাহাক তেরী।
ঘার ঘার লিয়ে ফিরতী হ্যায় পায়গাম সাবা তেরা।।

আমার এই,লেখনীর দ্বারা সঞ্চিত ও অর্জিত সকল নেকী, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং শিক্ষা দীক্ষার গৌরবময় প্রতিষ্ঠান, গবেষণা ধর্মীয় বিদ্যার জননী, আলজামেয়াতুল আশরাফিয়া মুবারাক পুর ইউ.পি. যে আহ্‌লে সুন্নাত অলজামাতের গাম্ভির্য বজায় রেখে জ্ঞান চর্চা ও চিন্ত্মা ধারার প্রতিনিধির, ও অনুবাদ, ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষনের গুরুদায়িত্ব বিশ্বব্যাপী বহন করে চলেছে আমি আমার এই প্রচেষ্টাকে তারই জন্য উৎসর্গ করছি।

অত:পর মূল লেখকের পিতা, মাতার জন্যও উৎসর্গ করছি

তৎসহ- আমার দাদা, দাদী, আব্বাজান, সমস্ত্ম শিক্ষক মন্ডলী ও সমস্ত্ম মুসলমান নর ও নারীর রুহের মাগফিরাত কামনার্থে উৎসর্গ করছি

আবরে রাহমাত উনকে মারক্বাদ পার গাহরবারী কারে।
হাশার তাক শানে কারিমী নাজ বারদারী কারে।।

ইতি

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল লতিফ মিস্বাহী
শিক্ষক জে, আর, কে, (আরবী ইউনিভারসিটি)
রণজিত পুর, সন্মতি নগর, থানা, রঘুনাথগঞ্জ
জেলা, মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ)
পিন কোড, নং-৭৪২২১৩

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

-ঃ অভিমতঃ-

যুক্তিবাদী ও অনুবাদিত অধ্যাপক জনাব আল্লামা ও মাওলানা মুফতী মুহাঃ আব্দুল ক্বাইউম মিস্বাহী সাহেব, শাইখুল হাদীষ ও অধ্যক্ষ জামেয়া রাজ্জাকিয়া কালিমীয়া (আরবী ইউনিভারসিটি) রণজিত পুর, সন্মতি নগর, মুর্শিদাবাদ পঃ বঃ এর নিজ কলমে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিমঃ-

নাহ্‌মাদুহু অনুস্বাল্লী আলা রাসুলিহিল কারিম, আপনার হাতে শোভা পাওয়া পুস্ত্মক বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ, হাজরাতুল আল্লাম জনাব মাওলানা মুহাঃ আব্দুল লতিফ সাহেব কেবলার কঠোর পরিশ্রমের ফল স্বরূপ, আল্লামা নিজ চরম চেষ্টা সাধন ও বিশেষ পরিশ্রম দ্বারা অতি সহজ সাধ্য বাংলা ভাষায় লেখার প্রাণপন চেষ্টা করেছেন। পুস্ত্মক খানি সরল ও সহজ ভাষায় হওয়ার সাথে সাথে পূর্ণতা ও প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আছে এবং যেমন নাম তেমনই তার মধ্যে বিষয় গুলি সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়েছেন।

আমার ধারণা প্রথম খন্ডে (৩০০) তিন শত পৃষ্ঠার কাছা কাছি হবে, আশা রাখছি, যা তিনি সাধারণের হাতে তুলে দিতে চলেছেন ইনশা আল্লাহুল আজিজ সময় অভাবে জায়গা জায়গা বিষয় গুলি শ্রবণ করে অত্যধিক খুশী হলাম, অবশ্যই তিনি লক্ষ লক্ষ ধন্যবাদের যোগ্য, যিনি মুসলমান সমাজকে বাংলা ভাষায় এমনই ধর্ম ও জ্ঞানের ধন দিলেন যা ইসলামের আসল আত্মা আর ঈমানের শক্ত ভিত। যার মধ্যে তিনি অধিকাংশ মাস আলার প্রমাণ কুরআন শরীফ এবং বুখারী শরীফ থেকে আর সেটা এমনই প্রমাণ যা বাতিল পন্থির জন্য দাঁত ভাঙ্গা উত্তর এবং লোহা নির্মিত ছোলা চিবানোর মতো। যদি পক্ষ পাতিত্য না করে এই পুস্ত্মকটি পাঠ করা হয় তাহলে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অবশ্যই একটিই সুর ভেসে আসবে যে

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

অর্থ নিজের প্রমাণ হাজির করো যদি তোমরা সত্যবাদী হও। এই সত্যনিষ্ঠা বাহু বলে অর্জিত হয়নি বরং আল্লাহ তা'আলার করুনায় অর্জিত হয়েছে।

লোক সমূহ নশ্বর পৃথিবী থেকে চলে যায়, জন সাধারণ কিছু দিন পরে তাদের ভূলে যায়। এমন কী নিজের সন্তানাদি ও অল্প দিনের মধ্যেই তাদের মায়া মমতা ত্যাগ করে ফেলে। কিন্তু লেখকের লেখনী যদি পৃথিবীতে রেখে যায় তাহলে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পরেও দুনিয়া বাসী তাকে স্বরণ করে সূর্য উদিত হয় অস্তমিত হয় এই ভাবে বয়স সম্পূর্ণ হয়, মানুষের মুখ থেকে বাক্য নির্গত হয়ে পবনের সঙ্গে মিশ্রীত হয়ে যায় কিন্তু জন কল্যাণের স্বার্থে যদি লেখনী ও পুস্তক রেখে যায় তবে দিবারাত্রী সর্বদায় অবশিষ্ট থাকবে।

যেমন হুজুর আলা হজরত বেরলবী এমনই এক সংবিধানের পুস্তক তথা "আল আতাইয়ান নবাবিয়া ফিল ফাতুয়ায়ে রাজাবিয়া" মুসলমানদের জন্য মহা অনুদান দিয়েছেন যা কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত অব্বাহত থাকবে।

লেখনীর দ্বারা কুরআন ও হাদীস সংরক্ষিতের যে গুরুত্ব ও গুন বর্ণনা করা হয়েছে তা লিপি বদ্ধ করে শেষ করা যাবে না।

কাল মহা প্রলয়ের দিবসে যখন শহীদ গণের রক্ত উলামাগণের কলমের কালির সঙ্গে ওজন করা হবে তখন উলামাগণের কলমের কালি শহীদগণের রক্তের চেয়ে অতি ভারী হবে

আমাদের পূর্বের মুহাদ্দিষীন ও ফোকহায়ে কেরামগণ অগত মুসলমানদের জন্য এই শিক্ষাই দিয়েগেছেন যে ইসলাম ধর্ম সংরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে সব চেয়ে অতি উত্তম পদ্ধতি হল লেখনী, তাই সেই

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

দিকে লক্ষ্য রেখে এই মওলানা সমস্ত প্রকারের দুঃখ কষ্ট অতিক্রম করে পদদয় অগ্রসর করেছেন। আমি দোওয়া করি, যেন আল্লাহ তা' আলা নিজের হাবিব স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ওসিলায় এই পুস্তক খানিকে জনগণের নিকট গ্রহণ যোগ্যতা দান করেন এবং লেখক কে আরও বেশী বেশী লেখনীর দ্বারা ইসলামের খেদমত করার তৌফিক দান করেন

ইতি

মুফতী আব্দুল ক্বাইউম স্বাহেব মিস্ববাহী
প্রধান শিক্ষক ও শাইখুল হাদীষ, জামিয়া
রাজ্জাক্বিয়া কালিমীয়া
(আরবী ইউনিভারসিটি)
রণজিত পুর, সন্মতি নগর, থানা,
রঘুনাথগঞ্জ জেলা, মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ)
মোবাইল নং ঃ- ৯৮০০৮৭৯০১৯

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

-ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ-

পরম করুনাময় আল্লাহ পাকের অশেষ কৃপা ও হুজুরে পাক রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর দোওয়া মাথায় নিয়ে লেখক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ মিস্ববাহী সাহেব অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠায় "বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ" গ্রন্থটি রচনা করায় আমি আন্তরিকতার সহিত ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। তার সাথে প্রকাশের জন্য, ইসলামিক পাবলিশার দেহলীকেও ধন্যবাদ জানায়।

বর্তমানে ইসলাম ধর্মের কতিপয় মানুষ কোরআন ও হাদীষের সঠিক ব্যাখ্যা থেকে সরে এসে হুজুরে পাক (সাঃ) এর আদর্শ ও সুন্নাত মোতাবেক পথ অনুসারীদের ভুল, বিদআত, শিরক আখ্যা দিয়ে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা ও চক্রান্ত চালাচ্ছে।

আমি আশারাখি এই গ্রন্থটি পাঠক পাঠিকাদের বিতর্কিত মাসায়েল ও আহ্‌লে সুন্নাতের চিন্তা ধারাকে সঠিক ভাবে জানতে সাহায্য করবে। আল্লাহ্ পাক আমাদের শুভ বুদ্ধি ও সঠিক জ্ঞানের দিশা দিন, যাতে আমরা ইহলোক ও পরলোকের আসল উপার্জন কারী হই।

ইতি

মুস্তাক আহমেদ

শিক্ষক মাদ্রাসা হুসেনিয়া হাই মাদ্রাসা

(উঃ মাঃ) নাচনা, মুর্শিদাবাদ

তারিখ-২৩/১১/ ২০১৪

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

-ঃ অভিমতঃ-

هَامِدًا وَمُصَلِّيًا

স্নেহবর মওলানা মোহাম্মাদ আব্দুল লাতীফ মিসবাহী সাহেবর প্রকাশিত "বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ"

পুস্তকটি দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। সময়ের অভাবে লেখনিটি যথাযত দেখিতে না পারিলেও লেখক পূর্ণ দায়িত্বের সহিত বইটি লিপি বদ্ধ করিয়াছেন ইহাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর কোরান পাক ও বুখারী শরীফ থেকে সঠিক প্রমানাদি পেশ করিয়া اَلْاِسْمُ بِالْمُسَمّٰى আল ইসমু বিল মুসাম্মা নাম যেমন গ্রন্থটি সাব্যস্ত করিয়াছেন, এই ধরনের বই বর্তমান যুগে অত্যন্ত জরুরী ও উপযোগী। লেখকের জন্য প্রাণ ঢালা দোওয়া রইল আল্লাহ তায়ালা করুক যেন তিনি আরও বেশি বেশি দ্বিনী খিদমত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন

ইতি। তাং 25/11/14

মুফতী মোহাম্মাদ লোকমান

আশরাফী (ওফেয়া আনহু)

শিক্ষক দারিয়া পুর সেরাজুল উলুম

এস, আর, মাদ্রাসা (উঃ মাঃ)

জেলা: মালদা

মোবাইলঃ- 9733161871

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

-ঃ অভিমতঃ-

৭৮৬/৯১৭

৯২

"বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ" ১ম খন্ডের পান্ডুলিপি আদ্যপ্রান্ত পড়লাম খুবই ভালো লাগলো, সে ভাষা আমার কাছে নাই। সাধারণ সুন্নী মুসলমান তো দূরের কথা সাধারণ আলেমের ও জ্ঞানের খোরাক ও ঈমান তাজা হবে এবং বাতিলদের ও যোগ্য জবাব দেওয়া হইবে।

আল্লাহ্ পাক, নবী মোস্তাফার অসিলায় যেন লেখক কে 'দীর্ঘায়ু করেন, আর সুন্নীদের ঈমান তাজার জন্য আরও কিতাব লেখার তৌফিক দান করেন আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন-

খাক পায়ে রেজা
মহম্মদ শফিকুল ইসলাম রেজবী
খাদেম জামেয়া গওসিয়া রেজবীয়া
(গাড়ীঘাট মাদ্রাসা' রঘুনাথ গঞ্জ-
মুর্শিদাবাদ- তারিখ ঃ-২৭-১১-১৪
মোবাইল নং-৯৭৩২৭০৮৫৭০

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

সূচী পত্র — পৃষ্ঠা নং

১ এই বই সম্পর্কে কিছু কথা.....১৬
২ খুৎবা.....১৭
৩ মূল লেখকের কথার সারমর্ম.....২০
৪ মূল লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়.....২২
৫ মূল লেখকের ভূমিকা হাজরাত আল্লামা অব্দুল মুবীন নৌমানী সাহেবের কলমে.....২৪
৬ ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ আলাইহির রহমার সংক্ষিপ্ত পরিচয়.....২৭
৭ জামে স্বাহীহ বুখারী শরীফের সংক্ষিপ্ত বিবরণ.....৩১
৮ মূল বইয়ের খুৎবা.....৩৩
৯ আমলের ভিত্তি নিয়তের উপর.....৩৬
১০ নবী ও রাসুলগণের বর্ণনা.....৩৭
১১ নবীগণ জীবিত আছেন.....৩৯
১২ খাতমে নবুয়ত ও রেসালাত কুরআনের আলোতে.....৪৪
১৩ খাতমে নবুয়ত সম্পর্কে অক্বীদার প্রথম হাদীষ.....৪৭
১৪ " " " " দ্বিতীয় হাদীষ.....৪৯
১৫ " " " " তৃতীয় হাদীষ.....৫০
১৬ নামায ও নামাযের আহ্কামের বর্ণনা.....৫৪
১৭ তাকবীরে তাহ্রিমার বর্ণনা.....৫৫
১৮ আমীন বলার বর্ণনা.....৫৭
১৯ আমীন বলার সম্পর্কে হাদীষ.....৫৭
২০ আমীন আস্তে বলার হুকুম বুঝা যাচ্ছে.....৬০
২১ আত্তাহিয়াতু পড়ার জন্য বসার পদ্ধতি.....৬২
২২ সালাম ফেরানোর পর তকবীর পাঠ করা সুন্নাত.....৬৩
২৩ এবারে দলীল হাদীষ থেকে.....৬৪
২৪ হাত তুলে দুয়া করা সুন্নাত.....৬৬

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সূচী পত্র — পৃষ্ঠা নং

২৫ হাত তুলে দুয়া করার দ্বিতীয় বর্ণনা..... ৬৮
২৬ হাত " " করার তৃতীয় বর্ণনা..... ৭০
২৭ ফজর ও আস্বরের ফরজ নামায আদায় করার পর সুন্নাত পড়া নিষেধ..... ৭১
২৮ জামার হাত গুটিয়ে নামায পড়া ঠিক নয় ৭৪
২৯ টুপি ছাড়া নামায পড়া ঠিক নয়..... ৭৬
৩০ সালাম ফেরানোর পর মোক্তাদীদের দিকে মুখ করা সুন্নাত.....৭৮
৩১ শরীয়তে (ইসলাম ধর্মে) সফরের মুদ্দাত এবং তার আহ্কাম...৭৯
৩২ শরীয়ত সম্মত সফরের প্রতি সন্দেহের নিরসন.....৮০
৩৩ উভয় হাদীষে যে সন্দেহ হলো তার নিরসন.....৮১
৩৪ শরীয়ত সম্মত সফরের প্রতি আরো এক সন্দেহের নিরসন..... ৮২
৩৫ সফর অবস্থায় ক্বসর করা ওয়াজিব ৮৩
৩৬ দুই ওয়াক্তের নামায এক ওয়াক্তে পড়া বৈধ নয়.....৮৮
৩৭ এক ওয়াক্তের দলীল সম্পর্কে কিছু কথা.....৯০
৩৮ গ্রীষ্ম কালে জোহর সূর্য ঢলে গেলে আর শীত কালে, দুপুর গড়িয়ে গেলে ৯৪
৩৯ মুয়ানাক্বাহ (আলিঙ্গন) ও মুস্বাফাহ্ করার বর্ণনা ৯৭
৪০ মুস্বাফাহ্ করা সুন্নাত ৯৯
৪১ দুই হাতে মুস্বাফাহ সুন্নাত.....১০০
৪২ মুস্বাফাহ সম্পর্কে প্রশ্ন ও উত্তর ১০২
৪৩ তাবেঈনগণ দুই হাতে মুস্বাফাহ করতেন.....১০৩
৪৪ ইয়াদুন শব্দের ব্যাখ্যা.....১০৩
৪৫ গায়ের মাহ্রাম মেয়েদের (পর নারীর) সাথে মুস্বাফাহ করা বৈধ নয় ১০৭
৪৬ মুস্বাফাহ করার জন্য যে কোন সময়কে ধার্য করতে পারে ১০৯

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

সূচী পত্র — পৃষ্ঠা নং

৪৭ বাইআত ও তার আহ্কামের বর্ণনা ১১৪
৪৮ দ্বিতীয় বার বাইআত গ্রহণ করাও জায়েজ ১১৮
৪৯ মহিলারা বাইআত গ্রহণ করতে পারে.....১১৯
৫০ পর নারীর হাত ধরে বাইআত করা অবৈধ.....১২১
৫১ পীর মুর্শিদের ছবি টাঙ্গানো জায়েজ নয়, (অবৈধ).....১২৫
৫২ ঈলমে গাইবের বর্ণনা ১২৭
৫৩ ঈলমে গাইব সম্পর্কে শরীয়তের বিধান.....১২৭
৫৪ ঈলমে আতাঈ "দে;য় জ্ঞান".....১৩১
৫৫ একটি সন্দেহ জনক প্রশ্নের উত্তর.....১৩৩
৫৬ একটি বিশেষ সন্দেহ দুরী করণ..... ১৩৬
৫৭ হাজরাত ঈসা আলাইহিস সালামের ঈলমে গাইব..... ১৩৭
৫৮ হুজুরের ঈলমে গাইব কুরআনের আলোতে..... ১৪০
৫৯ হুজুরের ঈলমে গাইব হাদীষের আলোতে।..... ১৪৩
৬০ চোখের সামনে হাওযে কাউসার..... ১৪৪
৬১ হুজুরকে সৃষ্টি জীবের জন্মের জ্ঞানও আছে ১৪৫
৬২ হুজুর প্রত্যেক মানুষের পিতা মাতার নামও জানেন..... ১৪৬
৬৩ জাহান্নামী কে? সে খবর নবীকে আছে ১৫০
৬৪ দ্বিতীয় ও তৃতীয় খলিফার শাহাদাতের খবর..... ১৫৩
৬৫ গুপ্ত পত্রের জ্ঞান..... ১৫৫
৬৬ মানুষের বিনয় ও শিষ্টতা নবীর চোখের সামনে..... ১৬১
৬৭ যুদ্ধ দর্শন..... ১৬২
৬৮ কবরের আযাব দর্শন ১৬৩
৬৯ জান্নাত এবং জাহান্নাম দর্শন..... ১৬৫
৭০ খাইবার বিজেতা হাজরাত আলী হবেন..... ১৬৭
৭১ উল্লিখিত ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা..... ১৭০
৭২ ক্বইস্বার ও কিসরা ধংসের খবর..... ১৭২
৭৩ মিলহান কণ্য সাগর যাত্রা করবে..... ১৭৪
৭৪ অদৃশ্যের জ্ঞান দর্শন..... ১৭৭

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সূচী পত্র — পৃষ্ঠা নং

৭৫ শহীদ হওয়ার ইঙ্গিত দিলেন..... ১৭৮
৭৬ হাজরাত আম্মাবের শহীদ হবার সংবাদ..... ১৮১
৭৭ হাজরাত হারিসাহ ফিরদৌসে আ'লাতে..... ১৮৩
৭৮ ভবিষ্যত সামনে..... ১৮৪
৭৯ জয়ের ভবিষ্যত বানী ১৮৬
৮০ অদৃশ্যের সংবাদ দাতা নবীর ভবিষ্যদ্বানী..... ১৮৭
৮১ সত্য সংবাদিকের সংবাদ আর বর্তমান কালের বিশ্বাস ১৯০
৮২ নবী ছাড়া আল্লাহর পছন্দনীয় অন্য ব্যক্তিদের গুপ্ত ঈলম ইলহাম দ্বারা হয়..... ১৯১
৮৩ বাতেনী ঈলমের দলীল ১৯১
৮৪ রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম এর ক্ষমতার বর্ণনা..... ১৯৫
৮৫ অল্প বয়সের ছাগলের কুরবানী স্বাহাবীর জন্য জায়েজ করলেন..... ১৯৫
৮৬ হাতের ইশারাই (ঈঙ্গিতে) বৃষ্টি বর্ষণ ১৯৭
৮৭ যাকে চাইলেন "হারাম" (নিষিদ্ধ) করে দিলেন..... ২০১
৮৮ ইযখির কাটা জায়েজ করে দিলেন ২০৩
৮৯ ভূগর্ভের ধনা গারের মালিক ২০৫
৯০ হাজরাত স্বিদ্দীকে আকবারের জন্য বিশেষ অনুগ্রহ..... ২০৬
৯১ হাজরাত স্বিদ্দীকে আকবরের লেখনী থেকে স্বাধীনতার দলীল..... ২১০
৯২ ক্ষমতা আছে তাইতো হারাম করেননি..... ২১১
৯৩ যাকে ইচ্ছা তাকেই পূর্ণ দেন ২১৩
৯৪ মৃত ব্যক্তিদের বর্ণনা ২১৬
৯৫ মৃত ব্যক্তি শুনতে পায় তার আরও একটি বর্ণনা ২১৮
৯৬ উল্লিখিত কথার বিস্তারিত বর্ণনা..... ২১৯
৯৭ নিম্নে বর্ণিত আয়াতে মাওতা বলতে ক্ববরের মৃতকে বুঝানো হয়নি..... ২২০
৯৮ মৃত ব্যক্তিও কথা বলে..... ২২৩
৯৯ মৃত ব্যক্তির দেখারও শক্তি আছে..... ২২৫

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

১০০ কবরে দেহ খারাপ (নষ্ঠ) না হওয়ার বর্ণনা ২২৮
১০১ কবরে দেহ খারাাপ (নষ্ট) না হওয়ার আরো একটি প্রমান.....২২৯
১০২ কবরের উপরে ফুল, পাতা দেওয়া জায়েজ..... ২৩১
১০৩ ফাতিহা আর ইস্বালে সাওয়াবের বয়ান, মৃত বাক্তিদের নামে স্বাদক্বা (দান) করার বর্ণনা..... ২৩৩
১০৪ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ করার বর্ণনা..... ২৩৪
১০৫ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে স্বাদক্বাহ করা জায়েজ।..... ২৩৬
১০৬ একটি সন্দেহ দুরী করণ..... ২৩৮
১০৭ কবর জিয়ারত করা জায়েজ..... ২৩৯
১০৮ সমস্থ মুসলমান জান্নাতী..... ২৪০
১০৯ সম্মুখে কিছু রেখে ফাতিহা পড়ার বর্ণনা। ২৪২
১১০ সামনে কিছু রেখে বরকতের দুয়া করার ১ম হাদীষ।..... ১৪২
১১১ ফাতিহার মাধ্যেমে দুয়া করার ২য় হাদীষ..... ২৪৯
১১২ ফাতিহার মাধ্যমে বরকতের দুয়া করার ৩য় দলীল.....২৫৩
১১৩ বরকতের দুয়া করার চতুর্থ হাদীষ..... ২৫৬
১১৪ চিন্তার বিষয়..... ২৫৮
১১৫ অনুষ্ঠানে কিছু বন্টন করার উদ্দেশ্য..... ২৬০
১১৬ খুশীর সময় জায়েজ কাজে মাল খরচ করা বৈধ (জায়েজ)... ২৬২
১১৭ দিন ধার্য করা জায়েজ কুরআনের আলোতে.....২৬৩
১১৮ দিন ধার্য করা জায়েজ হাদীষের আলোতে ২৬৮
১১৯ রাসুলের স্বাহাবী নাস্বীহতের জন্য দিন ধার্য করেছেন..... ২৬৮
১২০ হুজুর নস্বিহতের জন্য দিন ধার্য করেছেন.....২৬৯
১২১ হুজুর বৃহস্পতিবার যাত্রা আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।.....২৭১
১২২ নেক অর্থাৎ ভালো কাজ ধারাবাহিকতার সাথে করা আল্লাহ ও
১২৩ তিনার রাসুল পছন্দ করেন..... ২৭২

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(এই বই সম্পর্কে কিছু কথা)

১। পূর্ণ বই প্রশ্ন ও, উত্তর আকারে লিখা হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর কুরআন ও বুখারী শরীফ থেকে দেওয়া হয়েছে।

২। প্রত্যেক আয়াতে এরাব(জাবার, জের, পেশ) দেওয়া হয়েছে এবং পারা নং সুরার নাম ও আয়াত নং দেওয়া হয়েছে।

৩। আয়াতের উচ্চারণ বাংলা ভাষায় করে দেওয়া হয়েছে। এবং হাদীস শরীফেও এরাব(জাবার, জের, পেশ) লাগিয়ে উচ্চারণ করে দেওয়া হয়েছে, তার সাথে সাথে পাঠ নং পৃষ্ঠা নং অধ্যায় বর্ণনা ও হাদীষ নং দেওয়া হয়েছে যাতে করে পাঠকের খুঁজতে সুবিধা হয়।

৪। আয়াতের অর্থ বাংলা কাঞ্জুল ঈমান থেকে দেওয়া হয়েছে আর বুখারী শরীফ মাজলিসে বারকাত জামেয়া আশরাফিয়ার ছাপানো, বই থেকে দেওয়া হয়েছে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

খুৎবা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ نَبِيَّهٗ بِنُوْرِهٖ وَ خَلَقَ كُلَّ الْخَلَائِقِ بِنُوْرِ حَبِيْبِهٖ وَ اَعْلٰى مَنْزِلَتَهٗ بِشَرْفِ كَلَامِهٖ وَرَفَعَ دَرَجَةَ سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ بِتَعْلِيْمِ قُرْاٰنِهٖ وَخَصَّهٗ بِمَعْرِفَتِهٖ وَ شَرَّفَ لِقَائَهٗ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَرُسُلِهٖ وَجَمِيْعِ اَصْحَابِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَاَوْلِيَاءِ مُحَبَّتِهٖ وَ مَعَهُمْ عَلٰى سَيِّدِنَا الْاِمَامِ الْاَعْظَمِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اَحْبَابِهٖ وَمُتَّبِعِهٖ اَجْمَعِيْنَ. اَللّٰهُمَّ اٰمِيْنَ بِوَسِيْلَةِ حَبِيْبِكَ يَارَبَّ الْعَلَمِيْنَ

উচ্চারণ:- আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী খালাক্বা নাবীয়াহু বিনূরিহি, অ খালাক্বা কুল্লাল খালা-ইক্বি বিনূরি হ্বাবীবিহি, অ আ'লা মানজিলাতাহু বিশারফি কালামিহি, অ রাফায়া দারাজাতা সাইয়িদিল আম্বিয়ায়ি বি তা'লিমি কুরআনিহি, অ খাস্বস্বাহু বি মি'রাজিহি অ শারফি লিক্বায়িহি, অস্বস্বালাতু অসসালামু আলা মুহাম্মাদিন, সাইয়িদিল আম্বিয়ায়ি অ রুসুলিহি, অ জামিয়া আস্বহাবিহি, অ আহ্‌লি বাইতিহি অ আউলিয়ায়ি মুহাব্বাতিহি, অ মায়াহুম আলা সাইয়িদিনাল ইমামিল আ'জামি আবী হানীফাতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, অ আহ্‌বাবিহি অ মুত্তাবিয়িহি আজমাঈন

অর্থ:-আল্লাহ তা'আলার নামে আরম্ভ করছি যিনি পরম করুনাময় অতিশয় দয়ালু আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা যিনি আপন নবীকে সৃষ্টি করেছেন নিজের নূর দ্বারা এবং সমস্ত বস্তুকে সৃজন করেছেন

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আপন পছন্দনীয় হাবীবের নূর দ্বারা আর তিনাকে সু-মাহান মর্যদার আসনে অধিষ্টিত করেছেন নিজ কথাবার্তার দ্বারা, এবং নবী ও রসুল কূলের শিরোমনিকে পবিত্র কুরআনের অমৃত বানী দ্বারা সু-সম্মানে ভূষিত করেছেন আর তাঁকে সু-নির্দিষ্ট ভাবে মেরাজ (উর্দ্ধগমন) সাক্ষাৎদান করেছেন, করুনা ও শান্তির ধারা প্রবাহিত হোক আল্লাহর নাবী ও পয়গম্বরদের সর্দার (নেতা) মুহাম্মাদ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এবং তাঁহার সমস্ত সঙ্গি, সাথী, আহলে বাইত, সন্তানাদি ও তিনার উম্মাতের ওলীগণের প্রতি সুনির্দিষ্ট ভাবে আমাদের নেতা ইমাম আজাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইহের প্রতি ও তিনার সমস্ত সঙ্গি, সাথী শিক্ষক, ছাত্র ও অনুসারীদের প্রতি, আল্লাহুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন, হে ইহকাল ও পর কালের মালিক তুমি এই দুয়া কবুল করো।

মহান আল্লাহ তা'লার হাজার হাজার প্রশংসা, ও তিনারই দান যা ভেবে কূল পায় না, যিনি এই নগন্য অধম পাপীর দ্বারা এত বড় কাজ নিলেন,যা আমি নিজে কোন দিন কল্পনাও করতে পারিনি, কারণ নাই ভাষা জ্ঞান, ভাষার পান্ডিত্য তো দুরের কথা, যখন কোন মানুষ কোন একটি কাজ করে তখন তার মধ্যে সেই কাজের জ্ঞান থাকা অবশ্যই প্রয়োজন না হলে কাজটি পরিপূর্ণ তো হবেই না,বরং বহুমুখি ক্ষতির মধ্যে পড়তে হয়, আমি বাল্য অবস্থা থেকে যে টুকু বিদ্যা অর্জন করেছি তা সবই আরবী, উর্দু ভাষায় আমি ইহাও অনুভাব করতে পারছিনা যে আরবী, উর্দুই বা কত টুকু জানি। ইং ১৯৭৩ সালে গ্রামের মকতবে পাঠ আরম্ভ করি পরে রণজিত পুর জে, আর, কে,(আরবী ইউনিভারসিটি) ও শেষে আলজামেয়াতুল আশরাফিয়া মিসবাহুল উলুম উত্তর প্রদেশ ইং ১৯৮৭ সালের প্রথম ফেব্রুয়ারী সুদীর্ঘ ১৪টি বছর লিখা পড়ার মধ্যে দিয়ে কাটে।

অত:পর ইং ১৯৮৭ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী মানুষের শিক্ষা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সেবায় নিযুক্ত হই, যাহা আজ পর্যন্ত অব্বাহত আছে। বহু জ্ঞানী গুনি ব্যক্তির নৈকট্য লাভের সুভাগ্য অর্জন করেছি, আলাপ আলোচনা হয়েছে, লেখনী সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কলম ধরার সাহস পায় নি, ইং ১৯৯০ সালে একটি বিষয়ে চিন্তা এলো যে আজ পর্যন্ত মানুষ মত গুলি, আমার নিকট প্রশ্ন নিয়ে এসেছে, তাহা সবই নামায, রোজা, হজ্জ যাকাৎ বিবাহ তালাক সম্পর্কে তার প্রায় সকল প্রশ্নের উত্তর, কানুনে শরিয়াত ও বাহারে শরিয়াত নামক ফেকাহর বই থেকেই দেওয়া সম্ভব হয়েছে তাই সেখান থেকেই কিছু লেখার ভাবনা হয়, এবং তাহা আরম্ভও করে শারায়েতে নামায সম্পূর্ন করে ফেলি ইতি মধ্যে কারণ বশত; স্থান পরিবর্তন করতে হয়।

ইং ১৯৯২ সালের প্রথম জুন, জামেয়া রাজ্জাক্বিয়া কালীমিয়া (আরবী ইউনিভারসিটি) রণজিত পুর সন্মতি নগর রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদে শিক্ষক রুপে পরিবর্তন হয়ে আসি যেখানে আজ পর্যন্ত শিক্ষা সেবাই করে আসছি। আশারাখি আল্লাহ তা'আলা যত দিন সুস্থ রাখবেন ও জ্ঞান সঠিক রাখবেন, ততদিন মানুষের শিক্ষা সেবায় নিযুক্ত থাকবো ইনশা আল্লাহুল আজিজ!

মানুষ দ্বারা ভুল হওয়া স্বাভাবিক, আমার এই লেখনী তেও অনেক ভূল ক্রুটি থাকতে পারে, তাই স্বহৃদয় পাঠক পাঠিকার নিকট আমার বিনয়ী আবেদন, যে ভাষা ও বানানগত ক্রুটি সমূহ গুলি চিহ্নিত করে জানাবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে সকল প্রকার ক্রুটির জন্য পাঠক পাঠিকার নিকট ক্ষমা চাইছি **ইতি**

মাওলানা মুহাঃ আব্দুল লতিফ মিস্ববাহী

সহকারী শিক্ষক জে, আর, কে, (আরবী ইউনিভারসিটি)

রণজিত পুর, সন্মতি নগর, থানা, রঘুনাথগঞ্জ

জেলা, মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ)

পিন কোড, নং-৭৪২২১৩

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

'মূল লেখকের কথার সারমর্ম,

মূল লেখকের বই উর্দু ভাষায়, কুরআনে কারিম আউর বুখারী শরীফ সে জাওয়াব প্রথম প্রকাশ পায় ইং ২০০৮এ ইসলামিক পাবলিসার দেহলী থেকে।

পরে উনারই লেখা বই উর্দূ ভাষায় প্রকাশ পায় যার নাম (বুখারী শরীফ কে ঈমান আফরোজ ওয়াক্বেয়াত) অধম মাওলানা মোঃ আব্দুল লতিফ মিস্বাহী উল্লিখিত পুস্তক দ্বয়ের মধ্যে প্রথম খানা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার জন্য অনুমতি চাইলে তিনি বলেন যে আমার প্রথম সংস্কারের বই প্রকাশ করবেন না কারণ তার মধ্যে কিছু ত্রুটি আছে। যা আমি পূর্ণ করার চেষ্টা চালাচ্ছি, পূর্ণ হলেই আমি নিজে, আগে আপনার হাতে তুলে দেব পরে আমি প্রেসে দেব তিনি এই অঙ্গিকার খুব অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণ করেছেন।আলহামদু লিল্লাহ ইহা আল্লাহ তা'আলারই প্রশংসা তিনার এই উর্দু লেখনী এতই মন মুগ্ধকর যে, ভারত বর্ষের প্রসিদ্ধ ওলামায়ে কেরাম বর্তমানে তিনার প্রশংসাই এই উর্দূ বইয়ে কয়েক জন অভিমত পেশ করেছেন। যার মধ্যে আছেন ১। হাজরাত আল্লামা মাওলানা মুফতি আহ্মাদুল কাদেরী স্বাহেব মিস্বাহী

২।হাজরাত আল্লামা মাওলানা মুফতি আলে মুস্ত্মাফা স্বাহেব মিস্বাহী

৩। হাজরাত ইমাম সাইয়্যেদ বাদিউদ্দীন সাহার অরদী স্বাহেব

৪। মৌলানা মুহাঃ সাদেক পাটেল স্বাহেব ক্বেবলা

৫। হাজরাত আল্লামা মাওলানা মুফতি আব্দুল মুবীন নৌমানী স্বাহেব ক্বেবলা বানিয়ে দারুল উলুম কাদরীয়া

৬। হাজরাতুল আল্লাম মুফতি মুহঃ আহ্মাদ মিস্বাহী স্বাহেব প্রধান শিক্ষক আলজামেয়াতুল আশরাফিয়া মুবারক পুর আজাম গড় উত্ত

প্রদেশ।

উল্লিখিত ওলামাদের অভিমতের বাংলা করে যদি এই বইয়ে জায়গা দেওয়া হয় তবে সেগুলোই একখানা বইয়ের আকার ধারন করবে সেই কারনেই আমি তাহা দিলাম না। তাইএই ত্রুটির জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী

ইতি

মাওলানা মুহা: আব্দুল লতিফ মিস্বাহী

সহকারী শিক্ষক জে, আর, কে, (আরবী ইউনিভারসিটি)

রণজিত পুর, সন্মতি নগর, থানা, রঘুনাথগঞ্জ

জেলা, মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ)

পিন কোড, নং-৭৪২২১৩

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(মূল লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়)

নামঃ- ***মালিক মুহাম্মাদ শাব্বির আলাম***
পিতাঃ- মালিক মুহাম্মাদ স্বিদ্দীক আলাম
দাদুঃ- মোলভী মালিক মুহাম্মাদ ফেদা হোসেন ক্বাদরী বিন মালিক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসেন বিন মালিক মুহাম্মাদ হিম্মত আলী
জন্মস্থানঃ- নাওয়াদা বিহার, ভারত জন্ম তারিখ ঃ- ইং ২৫শে সেপ্টেম্বর সন ১৯৬৯

সিলসিলার নাসাবঃ- মাদারুল মালিক হাজরাত মালিক বাইয়া রহমাতুল্লাহ আলাইহি গাজনবী, যিনি ফিরোজ শাহ বাদশার রাজত্বকালে ভারতে এসেছেন, বাদশাহী সিপাহীদের প্রধান ছিলেন। রাহতাস কেল্লা জেলা সাহসারাম বিহারের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। শাহাদাতের তারিখ আরবী ১৩ই জিলহজ্জ ৭৫৩ হিজরী।

তিনার মাজার শরীফ বিহার শরীফে অবস্থিত, যা পুরাতন দর্শনীয় স্থানের অন্তর্ভূক্ত। এবং ভারত সরকার দ্বারা সংরক্ষিত ও পরিচালিত।

প্রাথমিক লেখা পড়া মুর্শিদাবাদ জেলার সদর শহর বহরমপুর, খাগড়ার বড় মসজিদে, জামেয়া আরবিয়া গাওসে আজাম কলকাতা, জামেয়া আরবিয়া প্রতাপ গড়ে হয়েছে।

পরে ইং১৯৮৪ সালে হিফজও ক্বেরাত বিভাগে ভর্তি নিয়ে ১৯৯৪ সালে ফজিলত পর্যন্ত দারসে নেজামিয়ায় শিক্ষা অর্জন করেছেন, তাই তিনার শিক্ষাগত যোগ্যতা বেসরকারী হিসেবে হাফিজ, ক্বারী, আলিম ফাজিল, আর সরকারী হিসাব অনুযায়ী, মুন্সি, মৌলভী, আলিম, কামিল, ফাজিল,ফাজিলে দীনিয়াতের সাথে সাথে ফাজিলাতে ত্বিবও অর্জন করেছেন, তাই তিনি একজন ডাক্তারও তিনার ডাক্তারী ডিগ্রি,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জি, এ, এম,এস পুরত্তাঁচাল আয়ুরবেদিক মেডিকেল কলেজ মউ উত্তর প্রদেশ।

ধর্মীয় সেবা করে আসছেন ইং ১৯৯৫ থেকে ২০০০ পর্যন্ত মুবারক পুরে, ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত কর্নাটকে ২০০৭ থেকে ২০১০ পর্যন্ত কলকাতা ও বাহির দেশে ২০১১ থেকে আজ পর্যন্ত টুরনাটু কানাডায় কর্মরত তিনার লেখনী পুস্তক-

১। গুল দাস্তা নাক্বাবাত,
২। তাজাল্লীয়াতে কুরআন,
৩। তাজাল্লীয়াতে রমাযান,
৪ ।তাজাল্লীয়াতে শবে ক্বাদার,
৫। তাকবীর কা মাসলা,
৬। মুস্বাফা কা সুন্নাত তারীক্বা,
৭ কুরআন কারীম আওর বুখারী শারীফ সে জাওয়াব,
৮। জাশনে আমাদে রাসুল,
৯। হাজরাত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম আওর কুরবানী ও আক্বীক্বা কে ফাজায়েল ও মাসায়েল,
১০। বুখারী শরীফকে ঈমান আফরোজ ওয়াকেয়াত,

Nicher link e click koren:
website: www.yanabi.in
whatsapp group: www.wa.yanabi.in
facebook page: www.fb.yanabi.in
youtube: www.yt.fb.yanabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মূল লেখকের ভূমিকা হাজরাত আল্লামা আব্দুল মুবীন নৌমানী স্বাহেবের কলমে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বহুনিত্য নতুন পুস্তক প্রনেতা, দার্শনিক, পীরে তরীক্বাত হাজরাত আল্লামা আব্দুল মুবীন নৌমানী স্বাহেব প্রতিষ্ঠাতা দারুল উলুম ক্বাদরিয়া চিরিয়া কোট এবং আলমাজমুউল ইসলামী মোবারক পুরের এক শক্ত স্তম্ভ

নাহ,মাদুহু অনুস্বাল্লী অনুসাল্লিমু আলা রাসুলিহিল কারীম অ আলিহি অ স্বুহুবিহি আজমাঈন।

আপনার হাতে শোভা পাওয়া পুস্তক কুরআন কারীম এবং বুখারী শরীফ থেকে উত্তর আমার স্নেহের মাওলানা, হাফিজ, ক্বারী মালিক মুহাম্মাদ শাব্বির আলাম মিস্ববাহী স্বাহেবের লেখা এমনই গ্রন্থ যে নিজের পদ্ধতিতে দুষপ্রাপ্য ও স্বল্পতা নিয়ে আছে।

বর্তমানে কিছু মানুষ যারা ফিকহার বিপরীত এবং ধর্মের সম্মানীয় ব্যক্তি বর্গের সম্মান বজায় রাখা তো দুরের কথা ইসলাম ধর্মের বড় বড় পন্ডিত গণকে কাফির ও বিদয়াতী বলতে দিধাবোধ করে না।! আজ কাল তাদের ইহা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে যে, কোন বিষয় সম্মর্কে ইহাই বলে থাকে যে কুরআনে কি আছে? অথবা হাদীষের মধ্যে কোথাও কি বর্ণনা করা হয়েছে যদি কোন হাদীষ তার সামনে তুলে ধরা হয় তবে ততক্ষনাৎ বলে যে, ইহা জঈফ, জাল হাদীষ, এই বলে মানুষকে সাবধান করতে চাই যে ইহার কোন ভিত্তি নাই, এর দ্বারা কোন আদেশ বা নিষেধ বুঝা যায় না।।

হাদীষ বিদ গণের নিকট যা হাসান সে গুলি কেও বানাঅটি বা জাল হাদীষের স্থানে নিয়ে এসে রেখে দেয় এতে তারা বিন্দু মাত্র চিন্তা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

করার প্রয়োজন মনে করেনা

এদিকে সাধারণ মানুষের অবস্থা এই যে দুনিয়ার প্রত্যেকটি কর্ম এত সুক্ষতার সহিত করে যে তাতে যেন বিন্দু পরিমান ক্ষতি না হয় কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে কোন প্রকার খোঁজ খবর নেওয়ার বা জানার কোন প্রয়োজন বোধ করে না, যারা ধর্মের নামে যা কিছু করে সেটাকেই সত্য মনে করে বসে আছে, নিজের নৈকট্য কোনো মৌলভী মাওলানার কাছে জানার কষ্ট টুকু ও করতে ইচ্ছুক নয়। তাই পথ ভ্রষ্টতা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে, যার সমাধান হওয়া অবশ্যক।

এরকম অনেকেই বলে থাকে যে, স্বেহাহে সিত্তা অর্থাৎ ছয় খানা স্বহিহ হাদীষে দেখাও, যদি স্বেহাহে সিত্তার কোন এক হাদীষের উদ্ধৃতি দিয়ে দেওয়া হয় তবে পুনরায় বলে যে, বুখারী অথবা মুসলিম শরীফে দেখাও? এমন মনে হয় যে স্বেহাহে সিত্তা অথবা তার মধ্যে বুখারী ও মুসলিম সম্পর্কে তার জন্য নির্দিষ্ট ভাবে কোন আয়াত অবতীর্ন হয়েছে, যাহা ব্যতীত অন্য হাদীষের বই গুলি হাদীষের বইই নয় ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত্ম ধারনা।

ইহা সম্পূর্ণ সত্য এবং সর্বজন বিদিত যে অন্যান্য পুস্তক গুলির মধ্যে স্বিহাহে সিত্তার স্থান উচুঁ এসবের মধ্যে আবার বুখারী মুসলিম শরীফের স্থান সবার উর্দ্ধে উভয়ের ভেতর আবার বুখারী শরীফকে সমস্ত্ম স্বহিহ হাদীষের মধ্যে সবার চাইতে অধিক স্বহিহ স্থানে রাখা হয়েছে, ইহা এতই সত্য যে তার অস্বীকার কারী মনে হয় কেউ নেই, তবে ইহা মনে করা একেবারেই ভুল যে যাহা কিছু বুখারী এবং মুসলিমে আছে তাহাই সঠিক, ও দলীলের জন্য উপযুক্ত, উহার দ্বারাই যাহা কিছু আদেশও নিষেধ প্রতিয়মান হয় তাহাই গ্রহনের যোগ্য, বাকী হাদীষের বই সমূহ, সবই গ্রহনের অযোগ্য।

তাই এ রকম ধোকাবাজদের উত্তর দেওয়ার জন্য লেখক কলম

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ধরেছেন আর মতভেদের কিছু মসলা মাসায়েল গুলিকে প্রশ্ন আকারে তুলে ধরে, তার উত্তর গুলি পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং স্বহিহ বুখারী শরীফের হাদীষ থেকে দেওয়ার পূর্ণ চেষ্টা করেছেন, যাতে করে সাধারণ মানুষকে পথ ভ্রাষ্টতা থেকে বাচানো যায়।

এই কাজ এত সহজ ছিলোনা, বরং খুবই কষ্টের এবং দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিলো, তবুও মাওলানা মুহাম্মাদ শাব্বির আলাম সাহের মিস্ববাহী নিজ দক্ষতার সহিত এই দুর্গম পথ অতিক্রম করে এক ধর্মীয় খিদমত করার সুভাগ্য অর্জন করেছেন।

আমি আশা রাখি যে, এই বই দ্বারা খুবই উপকার হবে ভুল বোঝা বুঝি কিছুটা হলেও দুর হবে, এবং আহ্‌লে সুন্নাত অল জামায়াতের মত ও পথের উপর চলার দিকটিও মজবুত ও শক্ত হওয়ার খুবই সহায়ক হবে।

তাই এই বই খানা বাড়ি বাড়ি পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা এবং তাহা পাঠ করার জন্য আহব্বান করার দায়িত্ব প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বর্তায় যাতে করে লেখকের উদ্দেশ্য সাধিত হয়, আর পথ ভ্রষ্টরা সুপথের পথিক হয়।

আল্লাহ তা'আলা যেন লিখককে অতি উত্তম প্রতিদান দেন, আর বিদ্যা, বুদ্ধি, বয়স ইখলাস ও আমলে বরকত দান করেন, আমীন বিজাহি সাইয়্যেদিল মুরসালীন আলাইহি অ আলিহি অ সুহবিহি স্বালাতু অত তাসলিম

ইতি

মুহাম্মাদ আব্দুল মুবীন নৌমানী স্বাহেব ক্বাদরী

দারুল উলুম কাদরীয়া মৌ, উত্তর প্রদেশ,
তারিখ আরবী ৭ ই রবিউল আখির ১৪২৮ হিজরী
ইং, তাং, ২৫ এপ্রিল ২০০৭ খৃষ্টব্দ রোজ বুধবার-

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ আলাইহির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হাজরাত আল্লামা মুফতী শারীফুল হক্ব আমজাদী রহমাতুল্লাহ আলাইহির রহমার কলমে,

ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ আলাইহি হিজরী সন ১৯৪, ১৩ই শাওয়াল জুম্মাবারে বিখ্যাত শহর বুখারাই জন্ম গ্রহণ করেন তিনার নাম রাখা হয় মুহাম্মাদ, আর পারিবারিক নাম অর্থাৎ কুন্নিয়াত আবু আব্দুল্লাহ

আমিরুল মুঃমিনীন ফিল হাদীষ অর্থাৎ হাদীষ শাস্ত্রে মুমিন দীগের নেতা, বুখারী, নাসিরুল আহাদীষিন্নাবা বিয়াহ,, অর্থাৎ (নবী স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বহু হাদীস বিস্তারে সহায়ক। নাসিরিল মুআরিসিল হামদিয়া, অর্থাৎ প্রশংসিত ওয়ারিশের প্রচারক উপাধিতে ভূষিত হন।

শৈশবে ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ আলাইহ দৃষ্টি শক্তি হারান, বহু চিকিৎসা করিয়েও ঔষধ ব্যবহার করেও উপকার হয়নি।

একদা তিনার সম্মানীয় আম্মাজান স্বপ্নের মাধ্যমে সাইয়েদেনা হাজরাত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে তাঁহার নিকট উপস্থিত দেখলেন, এবং বলতে শুনলেন যে তোমার দুয়া আল্লাহ তা'আলা কবুল করে নিয়েছেন। এবং তোমার ছেলের দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন সকাল বেলাই ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ আলাইহি দর্শন শক্তি নিয়ে জাগেন। অত:পর দেখা গেল যে তিনার দৃষ্টি শক্তি এত বেড়েছে যে চাঁদের আলোতে লেখা পড়া করতেন।

প্রথানুযায়ী ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ আলাইহি মকতবে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন, যখন তাঁর বয়স দশ বৎসরে পৌছাল তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহার অন্তরে হাদীষের জ্ঞান অর্জন করার কৌতুহল সৃষ্টি করলেন তাই তিনি তখনকার বিখ্যাত মোহাদ্দীষগণের নিকট উপস্থিত হয়ে হাদীষ বিদ্যা অর্জন করতে লাগলেন, স্মরণ শক্তি এত তীক্ষ্ণ ছিলো যে, যা একবার শুনতেন বা একবার পড়তেন তা এমন ভাবে স্বরণ থাকতো যে, তা কখনো ভুলেননি যেমন তিনার সহপাঠী হাশীদের পুত্র ইসমাঈল বর্ণনা করেন আমরা মোহাদ্দিষগণের নিকট যা শ্রবণ করতাম তা লিপিবদ্ধ করে নিতাম কিন্তু ইমাম বুখারী শুধু শুনে চলে আসতেন, আমরা তাঁকে বার বার বলতাম যে, আপনি যা শ্রবণ করছেন তা লেখে রাখুন অযথা সময় নষ্ট করে লাভ কি? তথাপিও তিনি সে দিকে কোন মনযোগ দিতেন না! ১৬ ষোল দিন পর ইমাম বুখারী আমাদেরকে বললেন, তোমরা আমাকে অনেক তিরস্কার করেছো অতএব আজপর্যন্ত তোমরা যে সমস্ত হাদীস লিপিবদ্ধ করে রেখেছো, সে গুলি আমাকে শুনাও তখন পর্যন্ত আমরা ১৫০০০ পনের হাজার হাদীষ লেখে ছিলাম তা আমরা নিজ নিজ লেখা দেখে শুনাতে থাকি আর ইমাম বুখারী শুনতে থাকেন, অবশেষে দেখা গেল যে, আমাদের লেখনীতে লেখতে ভুল হয়েছে কিন্তু ইমাম বুখারীর স্মৃতিতে কোনো ত্রুটি নাই। সেই কারনে আমরা তাঁহার স্মরণীয় হাদীষ থেকে আমাদের লেখনীগুলি সংশোধন করে নিলাম।

২১০ হিজরী সন (১৬) ষোল বৎসর বয়সে আপন বড় ভাই, ইসমাঈল পুত্র আহ্‌মাদ ও সম্মানীয়া জননীর সাথে মক্কা নগর হজ্জ আদায় করতে যান, আর সেখানে থেকেই জ্ঞান অর্জন, লেখনী, ও অনুবাদ আর বিশেষ করে ধর্মীয় বিদ্যা চর্চায় আত্ম নিয়োগ করেন, (১৮) আঠারো বৎসর বয়সে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাজার শরীফের পার্শে বসে নিজের বিখ্যাত বই

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

(কিতাবুত্তারীখ) লিখেছেন (তাবকাতুল কুবরা তৃতীয় খন্ড পৃষ্ঠা নং ৫)ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির আব্বাজান অনেক মাল ধন রেখে গিয়ে ছিলেন তবুও তিনি বাদশাহী (বিলাস বহুল) জীবন যাপনের পরিবর্তে সহজ সরল একজন দরবেশের মত বসবাস করেছেন ৪০ চল্লিশ দিন ব্যাপী শুষ্ক রুটি খাবার কারনে অসুস্থ হয়ে পড়ায় ডাক্তার পরীক্ষা করে বলল যে শুধু শুকনো খাবার খেয়ে তার নাড়ী ভূঁড়ি শুকিয়ে গেছে, কিন্তু এখন তরল খাবারের প্রয়োজন, তাই অনেক ফুসলানো ও তোষামদের পর আঙ্গুরের রস দিয়ে রুটি খেতে রাজী হয়ে ছিলেন,

তিনি একজন উৎকৃষ্টমানের, ন্যায়পরায়ন ব্যবসায়ীও ছিলেন, একদা তাঁহার নিকট কিছু ব্যবসার মাল এসেছিল, অন্য ব্যবসায়ী জানতে পেরে তাহা ক্রয় করার জন্য রাত্রীতেই ইমাম বুখারীর নিকট হাজির হলো এবং বলল যে আমি আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা লাভ দিবো ইহা শুনে ইমাম বুখারী বললেন, এখন রাত্রী, আপনি সকালে এসে কথা বলুন, এদিকে সকাল বেলায় অন্য ব্যবসায়ী এসে বললো, আমি আপনাকে দশ হাজার টাকা লাভ দেবার জন্য প্রস্তুত আছি, আপনি আপনার মাল আমাকে দিয়ে দেন, ইহা শুনে ইমাম বুখারী বললেন, আমি রাত্রেই নিয়ত করেছি যে পাঁচ হাজার টাকা লাভেই এই মাল বিক্রি করে দেব, তাই আমার নিয়ত পরিবর্তন করা পছন্দ করছিনা হাদীষ অনুসন্ধান করার এত বেশী উৎসাহ ছিলো যে, তিনি নিজেই বলেন, আমি হাদীষ অনুসন্ধানের জন্য ছয় বৎসর পর্যন্ত হেজাজে ছিলাম, দুই বার মিশর, দুই বার শাম, দুই বার আলজেরীয়া চার বার ইরাকের বাস্বরা শহরে গমন করেছি, বোগদাদ কতবার গেছি তার কোনহিসাব নাই।

ইমাম বুখারী নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের, কথা কর্ম অবস্থা ও

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দৈহিক জীবন ও গঠনের ছবি গুলি অনুসন্ধান করেছেন। এবং তাহা পৃথিবী ময় ছড়িয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টায় অতিবাহিত করেছেন ইমাম বুখারী বিরানব্বই হাজার জন মানুষকে বুখারী শরীফ শুনিয়েছেন ও বাষষ্টি (৬২) বছর বয়স পর্যন্ত তিনার এই ধারা অব্বাহত থেকেছে।

হিজরী সন ২৫৬তে প্রথম শাওয়াল অর্থাৎ ঈদুল ফেৎরের দিন এই উজ্জল নক্ষত্র চিরদিনের জন্য অস্ত হয়েছে, ইন্না লিল্লাহি অ ইন্না ইলাইহি রাজিউন, এবং সেই দিনেই তিনাকে কবরস্থ করা হয়েছে।

দাফনের পরে কবর থেকে মুশ্‌ক ও আম্বারের মত সুগন্ধি ছড়াতো বহু দুর দুরান্ত থেকে মানুষ এসে তিনার কবরের মাটি নিয়ে যেত মৃত্যুর পর সমর কান্দে (একটি দেশ) দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো সেখান কার মানুষেরা ইস্তেস্কার নামায আদায় করে পানির জন্য দুয়া করেছিলো কিন্তু বৃষ্টি হয়নি, একজন আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তি শহরের কাজীর নিকট গিয়ে বললেন আপনি শহরবাসীকে নিয়ে ইমাম বুখারীর মাজারে গিয়ে দুয়া করুন, আশারাখি আপনাদের দুয়া আল্লাহ তা'আলা কবুল করবেন ইহা শুনে শহরের কাজী শহরবাসীকে সঙ্গে নিয়ে ইমাম বুখারীর মাজারে উপস্থিত হলেন এবং ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ আলাইহির ওসিলা নিয়ে দুয়া করলেন, আল্লাহ তা'আলা এবারে তিনার দুয়া কবুল করলেন, (তাবকাতুশ শাফীয়াতুল কুবরা তাকীউদ্দীন সুবকী মোকাদ্দামা ফাতহুল বারী পৃষ্ঠা নং ৪৯৪ ইহা সংগ্রহ কারী মালিক ***মুহাঃ শাব্বির আলাম মিস্ববাহী*** বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা নুজহাতুল কারী হতে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জামে স্বাহীহ বুখারী শরীফের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বুখারী শরীফের নাম ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ আলাইহ আলজামিউল মুসনাদুল স্বাহীহুল মুখতাসার মিন আমরি রাসুলিল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম অ সুনানিহি অ আয়ামিহি রেখে ছিলেন, যা জামে স্বহীহ বুখারী নামে খ্যাতি অর্জন করেছে, অধিকাংশ মোহাদ্দিস গণের নিকট স্বহীহ বুখারী, স্বহীহ মুসলিম সুনানি ইবনে মাজাহ নাসাঈ, জামে তিরমিযী, সুনানি আবিদাউদ, ইহা ব্যতীত হাদীষের অন্য বই গুরির মধ্যে বুখারী শরীফের স্থান সবার উর্দ্ধে।

এই প্রবাদ বাক্যটি যথা সম্ভব সর্বজন বিদিত আস্বাহ হুল কিতাবে বা'দা কিতাবিল্লাহি, আস সাহিহুল বুখারী ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন আমি আমার ১৬ (ষোল) বছরের জীবনে ছয় লক্ষ হাদীষের মধ্যে থেকে বাছাই করে বুখারী শরীফে শুধু মাত্র সহীহ হাদীষ গুলি লিপি বদ্ধ করেছি, আর ইহা ব্যতীত অন্য সহীহ হাদীষ গুলি, এর চেয়ে ও অধিক পরিমানে আছে যা পুস্তকে বৃহৎ থেকে বৃহত্তম হওয়ার ভয়ে বাদ দিয়েছি, প্রত্যেকটি হাদীষ লিখার পূর্বে গোসল করতাম, দুই রাকাত নামায আদায় করতাম, এবং অন্তরে একাগ্রতা করে যে হাদীষের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিত তবেই সে হাদীষটি বইয়ে লিপি বদ্ধ করতাম

আল্লাহ তা'আলা স্বহীহ বুখারী শরীফকে যা গ্রহণ যোগ্যতা দান করেছেন, আজ পর্যন্ত কোন অন্য বই তা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র হোক বা বেইসলামী, বুখারী শরীফ তার প্রভাব বহন করে চলেছে, হাদীষ শরীফের পুস্তক সমূহের মধ্যে বুখারী শরীফের যতগুলি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অন্য কোনো পুস্তকের তা হয়নি, শুধু আরবী ভাষায় ৫০ পঞ্চাশের অধিক এবং ফারসী ও উর্দু ভাষায় সব মিলিয়ে শতাধিক হয়ে যাবে।

দুয়া কবুল বালা মসিবত দুরীভূত, প্রয়োজন পূর্ণ হইবার জন্য বুখরী শরীফ পূর্ণ পাঠ করা বা করানো এক পরীক্ষনীয় মহা ঔষধ, কেননা ইমাম বুখারীর দুয়া সর্বদা কবুল হতো আর তিনি বুখারী শরীফ পাঠ কারীর জন্য দুয়া করে গেছেন।

Nicher link e click koren:
website: www.yanabi.in
whatsapp group: www.wa.yanabi.in
facebook page: www.fb.yanabi.in
youtube: www.yt.fb.yanabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মূল বইয়ের খুৎবা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উচ্চারণ:- *"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"*

অর্থ:- আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি যিনি পরম দয়ালু, ও করুনাময়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ

وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ اَجْمَعِيْنَ

উচ্চারণ:- আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, আর রাহমানির রাহীম, অস্বসালাতু অসসালামু আলা রাসুলিহিল কারিম অ-আলা আলিহি, অ-আস্বহাবিহি অ-আজওয়াজিহি অ-আহলি বাইতিহি আজমাঈন।

অর্থ:- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মালিক সমস্ত জগত বাসীর এবং দরুদ ও সালাম, অবতীর্ন হোক তিনার দয়াবান রসুলের প্রতি এবং তিনার সমস্ত আল ও সন্তানাদি, সাহাবীগণ ও পবিত্র সন্তানাদি, স্ত্রীগণ এবং পবিত্র আহলে বাইতের প্রতি

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا

لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ۝

উচ্চারণ:- আম্মাবা'দু ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রাজিম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, অ নাজ্জালনা আলাইকাল কিতাবা তিবইয়ানান লিকুল্লি শাইইওঁ অ হুদাওঁ অ রাহমা তাওঁ অ বুশরা লিল মুসলিমীন, (পারা নং ১৪ সুরা নাহাল আয়াত নং ৮৯।

অর্থ:- আর আমি আপনার উপর এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যা প্রত্যেক বস্তুর সম্পষ্ট বিবরণ. হিদায়াত. দয়া ও মসলমানদের জন্য সুসংবাদ, يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ

رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾

উচ্চারণ:- ইয়াআইউ হান্নাসু ক্বাদ জায়াকুম বুরহানুম মিররাব্বিকুম-অ আনজালনা ইলাইকুম নূরাম মুবীনা- ।পারা নং ৬ সূরা নিসা আয়াত নং ১৭৪

অর্থ:-হে মানবকূল, তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমান এসেছে, এবং আমি তোমাদের প্রতি উজ্বল নূর (আলো) অবতীর্ণ করেছি।

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَ

مَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ

উচ্চারণ:- ইন্না আনজালনা আলাইকাল কিতাবা লিন্নাসি বিলহাক্বি ফামানিহ্ তাদা ফালিনাফসিহি অ-মান- দাল্লা ফাইন্নামা ইয়াদিল্লু আলাইহা। পারা নং ২৪ সূরা জুমার আয়াত নং ৪১

অর্থ:-নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি একিতাব মানুষের হিদায়াত নিমিত্ত সত্য সহকারে অবতীর্ণ করেছি সুতরাং যে সৎপথ পেয়েছে তবে সে নিজের মঙ্গলের জন্য এবং যে পথ ভ্রষ্ট হয়েছে সে নিজেরই অনিষ্ঠের জন্য পথ ভ্রষ্ট হয়েছে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن

تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

উচ্চারণ:- ইয়া আইউ হাল্লাযীনা আমানু ...আত্বীউল্লাহা অ-আত্বীউর রাসূ-লা অ-উলিল আমরি মিনকুম, ফাইন তানাজা'তুম ফীশাইঈন ফারুদ্দুহু ইলাল্লাহি অর রাসুলি, ইনকুনতুম তুমিনূনা বিল্লাহি অলইয়াওমিল আখিরি যালিকা খাইরুঁ অ আহ্সানু তাবিলা।
পারা নং -৫ সূরা নিসা আয়াত নং-৫৯

অর্থ:-হে ঈমানদারগন, নির্দেশ মান্য করো আল্লাহর এবং নির্দেশ মান্য করো রাসুলের আর তাদের ও যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। অত:পর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটে, তবে সেটাকে আল্লাহ ও রাসুলের সম্মুখে রুজু করো যদি আল্লাহও কিয়ামতের উপর ঈমান রাখো এটা উত্তম এবং এর পরিণাম সবচেয়ে উৎকৃষ্ট।

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

উচ্চারণ:- অ মা- আতাকুমুর রাসুলু ফাখুযুহু অ মা নাহা কুম আনহু ফানতাহু অত্তাকুল্লাহা ইন্নাল্লাহা শাদীদুল ইক্বাব। পারা নং-২৮ সূরা হাজার আয়াত নং-৭

অর্থ:-আর যা কিছু রাসুল তোমাদের দেন তা সাদরে গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো, এবং আল্লাহকে ভয় করো নিশ্চয় আল্লাহর শক্তি কঠিন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

উচ্চারণ:- ফাসআলু আহলায যিকরি ইনকুনতুম লা-তা'লামুন, পারা নং-১৭ সূরা আম্বিবা আয়াত নং-৭

অর্থ:-সুতরাং হে মানুষ সকল জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো, যদি তোমার জানা না থাকে।

আমলের ভিত্তি নিয়তের উপর

প্রশ্নঃ- নিয়ত সম্পর্কে কোন হাদীষ বর্ণনা করুন?

উত্তরঃ- বুখারী শরীফের প্রথম হাদীস নিয়ত সম্পর্কেই আছে, হাজরাত উমর রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লামকে বলতে শুনেছি।

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَ اِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّانَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَأَةٍ يَّنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ

উচ্চারণ:- ইন্নামাল আ'মালু বিন্নীয়াতি অ ইন্নমা লি কুল্লি ইমরাইম মা-নাঅ ফামান কানাত হিজরাতুহু ইলা দুনিয়া ইউস্বীবুহা আও ইলা ইমরাআতিঁও অ ইয়ানকিহুহা ফা হিজরাতুহু ইলা মা হাজারা ইলাইহি।

বুখারী শরীফ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং-২ বাবু কাইফা কানা বাদউল ওহী হাদীষ নং-১

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ:- আমলের ভিত্তি নিয়তের উপর প্রত্যেক ব্যক্তি তাহাই পাবে যার সে নিয়ত করবে সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়া অর্জনের মানসে, অথবা কোন নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে হিজরাত করলো, তবে তার হিজরত সেই কাজের জন্যই হয়ে থাকে, যার নিয়তে সে হিজরাত করেছে।

উপকার:- এই হাদীষ দ্বারা ইহাই বোঝা গেল যে, বান্দা যে কাজ করে, তার সুফল ও কুফল তার নিয়ত অনুযায়ী পাবে, যেমন কোন মানুষ খুব নামায পড়ে, কিন্তু তার উদ্যেশ্য শুধু ইহাই যে মানুষ যেন তাকে নামাযী বলে অথবা কোন মানুষ শুধু দেখাবার জন্য কুরবানী করে তাহলে এই সমস্ত ব্যক্তির আমল বাহ্যিক হিসাবে ভালো, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট তা গ্রহন যোগ্য নয় উর্দু ভাষায় একটি প্রবাদ বাক্য আছে যেমন নিয়ত তেমন বরকত।

(নবী ও রাসুল গণের বর্ণনা)
নবীদের মধ্যে এক অপরের ফজীলত

প্রশ্ন:- এক জন নবীর ফজীলত অন্য নবীর চাইতে কিরূপ?

উত্তর:- নবীগণ নবী হওয়ায় সব সমান কেউ ছোট বড়ো নেই যেমন মানুষ মানুষ হওয়ায় সব সমান যেমনকি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ

উচ্চারণ:- লানুফাররিকু বাইনা আহাদিম মির রুসুলিহি

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(পারা নং-৩ সূরা বাকারা আয়াত নং ২৮৫।

অর্থ:- আমরা আল্লাহর কোনো রাসুলের প্রতি ঈমান আনতে পার্থক্য করিনা। কিন্তু কিছু নির্দিষ্ট গুনের জন্য পার্থক্য বুঝাই যেমন একএকজন মানুষের মধ্যে এক এক রকমের গুন আছে, যেমন কি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلٰى بَعْضٍ

উচ্চারণ:- অলাকাদ ফাদ্দালনা বা' দান্নাবীইনা আলা বা'দ। পারা নং-১৫ সুরা বানী ইস্রাঈল আয়াত নং-৫৫

অর্থ:- আর অবশ্যই আমি একজন নবীকে আর একজন নবীর উপর ফজিলত দান করেছি। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ

উচ্চারণ:- তিলকার রুসুলু ফাদ্দালনা বা'দাহুম আলা বা'দিন মিনহুম মান কাল্লামাল্লাহু অ রাফায়া বা'দা হুম দ্বারাজাত। পারা নং-৩, সূরা বাকারা আয়াত নং-২৫৩

অর্থ:- এরা সবাই রাসুল, আমি তাদের মধ্যে একজনকে অপরের উপর ফজিলত দান করেছি, তাদের ভেতর কারো সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন আর কেউ এমনও আছেন যাকে সবার চাইতে উচ্চ আসন দান করা হয়েছে।

উপকার:-উল্লিখিত দুই খানা আয়াত দ্বারা ইহাই জানা গেল যে এক এক জন নবীর মর্যাদা ভিন্ন (এক এক রকম) তাঁদের মধ্যে এক এক জনকে আলাদা আলাদা মর্যদা দান করা হয়েছে।

উপকার:- এই আয়াত দ্বারা ইহাও জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

সাল্লাম কে সমস্ত নবীর উপরে মর্যাদা দান করেছেন, যা অ রাফায়া বা'দাহুম দ্বারাজাত দ্বারা জানা গেল।

(নবীগণ জীবিত আছেন)

প্রশ্ন:- *আম্বিয়ায়ে কেরাম ইন্তেকালের পরেও কী জীবিত আছেন?*

তাঁহাদের জিন্দেগির ব্যাপারে কিছু দলীল পেশ করুন?

উত্তর:- হাজরাত ইবনে হাজম আর হাজরাত আনাস বিন মালিক রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা মেরাজের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ - عَلٰى أُمَّتِيْ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً فَرَجَعْتُ بِذٰلِكَ حَتّٰى مَرَرْتُ عَلٰى مُوْسٰى فَقَالَ مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَكَ عَلٰى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ فَرَضَ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً قَالَ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ۔

উচ্চারণ:- ক্বালান্নাবীয়ু স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামা ফা-ফারাদাল্লাহু আজ্জা ও জাল্লা আলা উম্মাতী খামসীনা স্বালাতান ফা রাজা'তু বিযালিকা হাত্তা মাররতু আলা মুসা ফা-ক্বালা মা ফারাদাল্লাহু লাকা আলা উম্মাতিকা? ক্বলতু ফারাদা খামসীনা স্বালাতান ক্বালা ফারজি ইলা রাব্বিকা। বুখারী শরীফ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং-৫১ কিতাবুস স্বালাত বাবু কাইফা ফুরিদাতিস স্বালত ফীল ইসরা। হাদীষ নং-৩৪৯

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ:- নবী স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আমার উম্মাতের জন্য পঞ্চাশ অয়াক্তের নামায আল্লাহ তা'আলা ফরজ করেছেন আমি সেই আদেশ নিয়ে ফিরে এলাম, পথে হাজরাত মুসা আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ তা'আলা আপনার উম্মাতের প্রতি, কী ফরজ করেছেন? আমি বললাম পঞ্চাশ ওয়াক্তের নামায, তিনি বললেন, আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যান কারণ আপনার উম্মাত পঞ্চাশ ওয়াক্তের নামায আদায় করার শক্তি রাখে না।

আবার এই হাদীষটি বুখারী শরীফ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৫৪৯ আছে কিতাবু মানাকিবিল আনসার বাবুল মেরাজ হাদীষ নং-৩৮৮৭ এই হাদীষেরই কিছু অংশ আগে বর্ণনা করা হচ্ছে।

فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ اِلَى مُوْسٰى قُلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا فَقَالَ اِرْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذٰلِكَ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ اِرْجِعْ اِلٰى رَبِكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَاتُطِيْقُ ذٰلِكَ فَرَجَعْتُهُ فَقَالَ هِىَ خَمْسٌ وَهِىَ خَمْسُوْنَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ.

উচ্চারণ:- ফারাজ'তু ফাঅদায়া শাত্বরাহা ফা রাজা'তু ইলা মুসা কুলতু অদায়া শাত্বরাহা ফাক্বালা ইরজে: ইলা রাব্বিকা ফাইন্না উম্মাতা লা তুত্বিকু যালিকা ফা রাজা'তু ফা অদায়া শাত্বারাহা ফারজাতু ইলাইহি ফাক্বালা ইরজি ইলা রাব্বিকা ফাইন্না উম্মাতা লা তুত্বিকু যালিকা ফা রাজা'তু ফা অদায়া শাত্বারাহা ফারজা'তু ইলাইহি ফাক্বালা হিয়া

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

খামসুন অ হিয়া খামসূ না-লা ইয়ু বাদ্দালুল ক্বাওলা লাদাই-ইয়া।

অর্থ:- অত:পর আমি ফিরে গেলাম সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তার কিছু অংশ কমিয়ে দিলেন, যখন, আমি হাজরাত মুসা আলইহিস সালামের নিকট গেলাম, আর বললাম নামাযের কিছু অংশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, তিনি বললেন আপনি আপনার প্রতি পালকের নিকট ফিরে যান, আপনার উম্মত এই শক্তিও রাখে না, আবার ও আমি গেলাম, তাই আল্লাহ তা'আলা নামাযের কিছু অংশ কমিয়ে দিলেন, যখন আমি তিনার নিকট এলাম তখন তিনি আগের ন্যায় আমাকে বললেন, আপনি আপনার রবের নিকট ফিরে যান কারণ আপনার উম্মত ইহারও শক্তি রাখেনা তাই আবারও আমি ফিরে গেলাম এই রূপ কয়েক বার আসা যাওয়া করলেন এবারে আল্লাহ তা'আলা বললেন বাহ্যিক ইহা পাঁচ ওয়াক্তের নামায কিন্তু আসলে পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই আছে, কারণ আমার এখানে কথা বদলানো যাই না! এই কথার সার মর্ম হলো যে এই পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করলে পঞ্চাশ ওয়াক্তের নেকী পাওয়া যাবে।

فَرَجَعْتُ مُوْسٰى فَقَالَ اِرْجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ اِسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّىْ

উচ্চারণ:- ফারাজাতু মুসা ফাক্বালা ইরজে রাব্বাকা ফা কুলতু ইসতাহাইতু রাব্বী।

অর্থ:- অত:পর আমি হাজরাত মুসার নিকট এলাম সুতরাং তিনি আমাকে বললেন, আপনি আপনার রবের নিকট ফিরে যান, অবশেষে রাসুলুল্লাহ বললেন, আর কিছু আমার রবের নিকট বলতে লজ্জা বোধ হচ্ছে।

উপকার:- উল্লিখিত হাদীষ থেকে ইহাই বোঝা গেল যে হাজরাত মুসা আলাইহিস সালাম ও অনান্য নবীগণ হুজুরের নবুয়তের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পূর্বে যাহাঁরা ইন্তেকাল করে গেছেন, মেরাজের রাত্রে তাদের সঙ্গে হুজুরের সাক্ষাৎ হয়েছে এবং হাজরাত মুসা আলাইহিস সালামের সুপারিসে নামায ও কম করে দেওয়া হয়েছে, তাই ইন্তেকালের পরেও নবীগণের জীবিত থাকার পরিস্কার প্রমান পাওয়া যাচ্ছে।

এবং কুরআন পাক দ্বারাও তার সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন। وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿۱۵۴﴾

উচ্চারণ:- অ লাতাকুলু লিমাঁই ইউক্তালু ফী সাবী লিল্লাহি আমওয়া তান,বাল আহ্ইয়াউঁ অলাকিল লাতাশউরুন। পারা নং-২ সূরা বাকারা আয়াত নং ১৫৪

অর্থ:- এবং যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলোনা, বরং তারা জীবিত; হাঁ, তোমাদের খবর নেয় ।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴿۱۶۹﴾ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۱۷۰﴾

উচ্চারণ:-অলা তাহ্সাবান্নাল্লাযীনা কুতিলু ফী সাবীলিল্লাহি আমওয়াতান বাল আহ্ইয়াউঁ ইন্দা রাব্বীহিম ইয়ুর জাকুন, ফারিহীনা বিমা আ-তাহুমুল্লাহু মিন ফাদলিহি অ ইয়াস তাবশিরুনা বিল্লাযীনা লাম ইয়ালহাকু বিহিম মিন খালফিহিম আল্লা খাওফুন আলাইহিম, অলাহুম ইয়াহ্জানুন। পারা নং-৪ সূরা আল ইমরান আয়াত নং ১৬৯,১৭০

অর্থ:- এবং যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে,তাদেরকে কখনো মৃত বলে ধারণা করো না, বরং তারা নিজ রবের নিকট জীবিত

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

রয়েছে জীবিকা পায়, তারা উৎফুল্ল এরই উপর যা আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ ক্রমে দান করেছেন এবং আনন্দ উদ্যাপন করছে, তাদের পরবর্তীদের জন্য, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি এজন্য যে তাদের না কোন আশংকা আছে এবং না আছে কোন দুঃখ।

উক্ত আয়াত দ্বারাই তিন রকমের উপকার বুঝা গেল

১। উপকার:- উল্লিখিত দুইটি আয়াত দ্বারাই ইহাই বুঝা গেল যে, শহীদগণ শাহাদাত বরণ করার পর জীবিত আছেন, এবং তিনাদেরকে রুজিও দেওয়া হয়, তাঁদেরকে মৃত বলা তো দূর আস্ত্ম মৃত মনে করতেও কুরআন নিষেধ করেছে, ইহা অন্য কথা যে তাহাঁদের জিন্দেগী কিরূপ আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় অর্থাৎ চোখ, কান, নাক রসনা ও ত্বক তাহা অনুভাব করতে পারে না কিন্তু যে বাক্তিকে আল্লাহ সে শক্তিদান করেছেন সে অবশ্যই পারে।

২। উপকার:-যখন শহীদগণ জীবিত আছেন, আর তিনাদের জীবিত থাকার সম্পর্কে কুরআন পাকের আয়াতও বলছে তখন নবীগণ যাঁহারা শহীদগণ ও সমস্ত্ম সৃষ্টি থেকে উত্তম তখন তিনাদের জীবিত থাকা সম্পর্কে সন্দেহ কি রূপে করা যাই? নবীগনের জীবিত থাকা তো শহীদ গণের চাইতেও উর্দ্ধেও উঁচু, আল্লাহ পাকের অঙ্গিকারের সত্যতার জন্য, এক মূহুর্তের জন্য নবীগণ কেও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছে। অত:পর তিনারা পূর্বের ন্যায় জীবিত হয়েগেছেন, তিনারা যেখানে ইচ্ছা যাতায়াত করেন আর মানুষের সাহায্য করেন যেমন ইতি পূর্বে মেরাজের হাদীষ শরীফ থেকে জানা গেছে

৩। উপকার:-নবীগণ সমস্ত্ম সৃষ্টির চাইতে উত্তম, সমস্ত্ম নবীর প্রতি ঈমান রাখা অবশ্যই জরুরী, প্রত্যেক নবীর সম্মান বজায়

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রাখা ফরজ, আর কোন নবীর বিন্দু মাত্র অসম্মান করা এবং তিনাদের সম্মর্কে মিথ্যা ধারণা করা কাফেরের পরিচয় ।

খাতমে নবুয়ত ও রেসালাত কুরআনের আলোতে

প্রশ্ন:- *খাতমে নবুয়ত ও রেসালাতের ব্যাপারে আর শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সম্মর্কে কিছু দলীল পেশ করুন?*

উত্তর:- রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাতেমুন নবীঈন। আল্লাহ তা'আলা নবীী ও রাসুল গণের আগমনের দরজা চির দিনের জন্য বদ্ধ করে দিয়েছেন, তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে অথবা তিনার পরে কোন নতুন নবী ও রাসুল আসতে পারে না। যে ব্যক্তি তিনার সময় কালে বা তিনার পরবর্তি কালে কোন নবীর আগমনকে বৈধ মনে করে সে ব্যক্তি কাফের! দলীল নীচে পড়ুন, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন।

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

উচ্চারণ:-ইন্নাদ দ্বীনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম, পারা নং-৩ সূরা আলে ইমরান আয়াত নং ১৯

অর্থ:- নিঃসন্দেহ, আল্লাহ্‌র নিকট ইসলামই (এক মাত্র) ধর্ম।

উপকার:- এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জীনের জন্য শুধু ইসলাম ধর্মকেই পছন্দ করেছেন

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উচ্চারণ:- হুঅল্লাযী আরসালা রাসুলাহু বিল হুদা অ দ্বীনিল হাক্কি লি ইয়ুজ হিরাহু আলাদ দ্বীনি কুল্লিহি, পারা নং-২৮ সূরা আস-সাফ আয়াত নং-৯

অর্থ:- তিনিই, যিনি আপন রাসুলকে হিদায়াত ও সত্যদ্বীন সহকারে প্রেরণ করেন, যেন সেটাকে সমস্ত ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ

উচ্চারণ:- আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম অ আতমামতু আলাইকুম নে'মাতী অ রাদীতু লাকুমূল ইসলামা দ্বীনা- পারা নং-৬ সূরা আলমায়েদাহ আয়াত নং-৩

অর্থ:-আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন মনোনীত করলাম।

উপকার:- এই আয়াত দ্বারা ইহাই জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বদার জন্য ইসলাম ধর্মকেই পূর্ণতা দান করেছেন আর তাকে পছন্দও করেছেন তাই আর কোন নবীর আগমনের প্রয়জনই নাই, আর এই ধর্মের পূর্ণতা একমাত্র রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামার দ্বারাই ঘটিয়েছেন, এই জন্যই তিনি সর্ব শেষ নবী, আর তিনার পরে অন্য কোন নবীর আগমন অসম্ভব, যা কোন মতেই সম্ভব নয় যেমন আর কোন নতুন ধর্ম আসা সম্ভবপর নয়,

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উচ্চারণ:-কুল ইয়া আইউহান্নাসু ইন্নী রাসুলুল্লাহি ইলাইকুম জামীয়া আল্লাযী লাহু মূলকুস সামাওয়াতি অল আরদি, লাইলাহা ইল্লা-হু অ ইয়ুহ্ই অ ইয়ুমিতু ফাআমিনু বিল্লাহি অরাসুলিহিন্নাবীইল উম্মীইল্লাযী ইয়ুমিনু বিল্লাহি অ কালিমাতিহি অ ত্তাবায়ুহু লায়াল্লাকুম তাহ্ তাদুন। পারা নং-৯ সূরা আল আ'রাফ আয়াত নং-১৫৮

অর্থ:- হে মাহবুব আপনি বলুন! হে মানুষ কুল! আমি তোমাদের সবার প্রতি ওই আল্লাহর রসুল যে, আসমান ও যমীনের বাদশাহী একমাত্র তাঁরই; তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই; তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান; সুতরাং ঈমান আনো আল্লাহ এবং তাঁর পড়া বিহীন, অদৃশ্যের সংবাদ দাতা রসুলের উপর যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণী সমূহের উপর ঈমান আনেন এবং তাঁরই গোলামী করো, তবেই তোমরা পথ পাবে।

উপকার:- এই আয়াত দ্বারাই ইহাই জানা গেল যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্ব ও বিশ্বের সমগ্র সৃষ্টির জন্য রসুল হয়ে এসেছেন, তাই এখন অন্য কোন নবী আসার প্রয়োজনই নেই তিনিই হচ্ছেন সর্ব শেষ নবী, নবুওত ও পয়গাম্বারের পদ তিনার দ্বারাই পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝

উচ্চারণ:- মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম অ-লা কিঁন রাসুলাল্লাহি, অ খাতামান্নাবীঈন, অ কানাল্লাহু বি কুল্লি শাইঈন আলিমা। পারা নং-২২ সূরা আল আহ্জাব আয়াত নং-৪০

অর্থ:- মুহাম্মাদ স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মধ্যে কারো পিতা নয়; হ্যাঁ আল্লাহর রসুল এবং সমস্ত নবীর মধ্যে সর্বশেষ। আর আল্লাহ সবকিছু জানেন।

উপকার:- এই আয়াত শরীফ দ্বারাই ইহাই জানা গেল যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্ব শেষ নবী, যদি তা অস্বীকার করা হয় বা সন্দেহ পোষন করা হয় তবে আসলে এই আয়াত কেই অস্বীকার ও আয়াতকে অমান্য করা হবে আর কুরআন পাকের কোন একটি আয়াতকে অমান্য করা বা অস্বীকার করা অথবা সন্দেহ পোষন করা, কুফরী কাজ!

খাতমে নবুয়ত সম্পর্কে আক্বীদার প্রথম হাদীষ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ قَالَ اِنَّ مَثَلِىْ وَ مَثَلَ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِىْ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى
بَيْتًا فَاَحْسَنَهٗ وَاَجْمَلَهٗ اِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ

উচ্চারণ:-আন আবী হুরাইরাতা আন্না রাসুলাল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বালা, ইন্না মাষালী অ মাষালাল আম্বীয়াই মিন ক্বাবলী কা মাষালি রাজুলিন বানা বাইতান ফা আহ্ সানাহু অ আজমালাহু ইল্লা মা-ওদেয়া লাবিনাতিন মিন জাবিয়াতিনা

বুখারী শরীফ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৫০১ কিতাবুল মানাক্বিব বাবু খাতামিন্নাবীঈন হাদীষ নং-৩৫৩৫।

অর্থ:- হাজরাত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, আমার উদাহরণ আর আমার পূর্বের নবীগণের উদাহরণ সেই

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ব্যক্তির ন্যায়, যে একখানা বাড়ি নির্মান করলো, আর সেই বাড়ি খানা অতি চমৎকার তৈরী করলো কিন্তু এক কোনে একখানা ইটের জায়গা ছেড়ে দিলো।

فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهٖ وَيَعْجَبُوْنَ لَهٗ فَيَقُوْلُوْنَ هَلاَّ وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ؟

উচ্চারণ:- ফা জায়ালান্নাসু ইয়াতুফুনা বিহি অ ইয়া জাবুনালাহু ফ ইয়াকুলুনা হাল্লা উদিয়াত হাযীহিল্লাবিনাতু?

অর্থ:- মানুষ সেই বাড়ির চতুর্দিক ঘুরে, আর সেই খালি জায়গা দেখে আশ্চর্য হয়ে বলে, এই খালি জায়গায় এক খানা ইঁট কেন দেওয়া হয়নি? قَالَ فَاَنَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ۔

উচ্চারণ:- ক্বালা ফাআনাল লাবিনাতু অ আনা খাতিমুন্নাবীইন।

অর্থ:- সুতরাং তিনি বললেন, আমি সেই ইঁট আর আমিই আখেরি পয়গম্বর!

উপকার:- এই হাদীষ দ্বারাও জানা গেল যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাতেমুন্নাবীঈন আর নবুয়ত ও পয়গম্বরের পদের যে ধারা বাহিকতা তা তিনার দ্বারাই শেষ করে দেওয়া হয়েছে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

খাতমে নবুয়ত সম্পর্কে আক্বীদার

দ্বিতীয় হাদীষ

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَرَجَ اِلٰى تَبُوْكَ وَ اسْتَخْلَفَ عَلِيًّا۔

উচ্চারণ:-আন মুস্বায়াব বিন সা'দিন আন আবীহি আন্না রাসুলাল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামা, খারাজা ইলা তাবুকা অসতাখলাফা আলীয়ান। বুখারী শরীফ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং-৬৩৩ কিতাবুল মাগাজী তাবুক যুদ্ধের বর্ণনা হাদীষনং-৪৪১৬।

অর্থ:- হাজরাত মুস্বায়াব আপন পিতা হাজরাত সায়াদ বিন আবু ওক্কাস্ব রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুকের যুদ্ধের জন্য যখন বের হলেন তখন হাজরাত আলী রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে নিজ স্থানে আপন প্রতিনিধি ধার্য করে ছিলেন।

فَقَالَ اَتُخَلِّفُنِيْ فِي الصِّبْيَانِ وَ النِّسَاءِ؟

উচ্চারণ:- ফাক্বালা আ: তুখাল্লিফুনী ফীস্ব স্বিব ইয়ানি অন নিসায়ী

অর্থ:- সুতরাং হাজরাত আলী বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ; আপনি কী আমাকে মেয়েদের এবং ছোট বাচ্চাদের নিকট রেখে যাচ্ছেন? قَالَ اَلاَ تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى ؟

উচ্চারণ:- ক্বালা আলা তারদা আন তাকুনা মিন্নী বিমানজিলাতি হারুনা মিন মুসা?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ:- হুজুর বললেন তুমি কি এতে খুশী নও যে, আমার সম্পর্ক তোমার সাথে ঐ রূপ হোক যে রূপ হাজরাত হারুন আলাইহিস সালামের সম্পর্ক হাজরাত মুসা আলাইহিস সালামের ছিল?

আর্থাৎ যে ভাবে হাজরাত মুসা আলাইহিস সালাম তুর পর্বত যাবার পূর্বে হাজরাত হারুন আলাইহিস সালামকে নিজ আসনে বসিয়ে ছিলেন ওই ভাবে আমিও তোমাকে নিজের জায়গায় বসাচ্ছি। اِلَّا اَنَّهٗ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِىْ

উচ্চারণ:- ইল্লা আন্নাহু লাইসা নাবীউন বা'দী

অর্থ:- কিন্তু ইহাই পার্থক্য যে আমার পরে আর কেউ নবী আসবে না ।

উপকার:- এই হাদীষ থেকেও ইহাই প্রমান হলো যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী, এবং নবুয়াত ও পয়ম্বরীর পদ তিনি পর্যন্তই শেষ!

খাতমে নবুয়ত সম্পর্কে আক্বীদার তৃতীয় হাদীষ

كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهٗ نَبِيٌّ وَاِنَّهٗ لَا نَبِيَّ بَعْدِىْ۔ وَسَيَكُوْنَ خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُوْنَ قَالُوْا: فَمَا تَا مُرُنَا؟

উচ্চারণ:-কুল্লামা হালাকা নাবীয়ুন খালাফাহু নাবীয়ুন অ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

ইন্নাহু লা নাবীয়া বা;দী অ সাইয়াকুনু খুলাফায়া ফাইয়াকসুরুনা, ক্বালুঃ ফামা তা'মুরুনা?

বুখারী শরীফ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৪৯১ কিতাবুল আম্বিয়া বানী ইস্রাঈলদের সম্পর্কে বর্ননা হাদীষ নং-৩৪৫৫

অর্থ:- হাজরাত আবু হুরাইরা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আগের সময়ে বানী ইস্রাঈলদের নবীগণ মানুষের প্রতি হুকুম চালাত।

যখন একজন নবী পর্দা করতেন তখন দ্বিতীয় নবী তাদের খলিফা হতেন, কিন্তু স্মরণ রেখো, আমার পরে আর কেউ নবী হবে না!

তবে হাঁ অতি নিকটে খলিফা হবে, এবং তা হবে খুব বেশী, মানুষেরা জিজ্ঞাসা করল; আপনি সেই খলিফাদের সম্পর্কে কী নির্দেশ দিচ্ছেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, একের পর এক প্রতিটির হাতে বাইআত করতে থাকিবে, আর তাঁদের অনুস্মরনের হক্ব আদায় করতে থাকবে, সুতঃরাং আল্লাহ তা'আলা যাকে খলিফা করবেন তিনিই তাকে মানুষের হক্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।

উপকার:- যে রূপ "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ"র অর্থ এই যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ মাবুদ নাই অর্থাৎ জিল্লীওঁনা মিষলীওঁনা আর আদনাও না অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকার অন্য কোন মাবুদ হওয়া অসম্ভব যা সম্ভবপর নয়, তদ্রুপ রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের বানী "লা-নাবীয়া বা'দী" আমার পরে কেউ নবী হবে না অর্থ ইহাই যে, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে, আরজী, জিল্লী, মিষলী আদনা, অর্থাৎ নবীর নামে কোন প্রকার নবী হওয়া, বা মান্য করা অসম্ভব যা সম্ভবপর নয়

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উপকার:- উল্লিখিত আয়াত ও হাদীষ শরীফ গুলির দ্বারাই ইহাই প্রমাণিত হল যে, নবুয়ত ও পয়গম্বরীর পদ হাজরাত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত শেষ করে দেওয়া হয়েছে, তাই তিনিই শেষ নবীও পয়গম্বর তিনাকে মান্যকরা দ্বীনের জরুরী বিষয়, আর তাঁকে অমান্য করা অথবা তিনার নবী হওয়াতে কোন রূপ সন্দেহ পোষন করা কুফরী কাজ।

আদনা অর্থাৎ কমা আদনা নবী অর্থাৎ নবীর চাইতে কিছু কমা নবী আরজী নবী অর্থাৎ কিছু সময়ের জন্য নবী আর এও অর্থ হতে পারে যে, অন্যের নবুয়ত তার উপর এসে পড়েছে, এরূপ নবী মোটেই হতে পারে না।

জিল্লী নবী অর্থ ছায়া নবী। অবশ্য ইসলাম ইহার সমর্থন করে না! অর্থাৎ তাদের দাবি হলো তিনি পুরাপুরি নবী নন, বরং তার উপর নবীর ছায়া পড়েছে। এমন আজগুবী দাবী করেছিল পাকিস্থানের গোলাম আহ্মাদ কাদিয়ানী। অবশেষে সে পায়খানায় ডুবে মরে ছিল। তার অনুসারী দেরকে আহমদী বা ক্বাদিয়ানী বলা হয়।

মিষলী নবী অর্থ নবীর মতো নবীর সদৃশ্য এর আরো একটি অর্থ হয় মিষলী - পুরাতন পাপী মিষলী নবী অর্থাত পুরাতন পাপী নবী

প্রশ্ন:- যখন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামই হচ্ছেন শেষ নবী, তবে তিনার দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহনের পর হাজরাত ঈসা আলাইহিস সালাম, কিয়ামতের নিকট বর্তি সময়ে কিরুপে দুনিয়াতে আসবেন?

উত্তর:- হাজরাত ঈসা আলাইহিস সালামকে সম সমায়িক কালের জন্য আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, এবং কিয়ামতের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

নিকটবর্তী সময়ে পুনরায় যে তিনি এই পৃথিবীতে আসবেন তা তিনি নতুন ভাবে নবী হয়ে আসবেন না বরং তিনি আগে থেকেই নবী হয়ে আছেন।

উপকার:- আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন।

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ۝

উচ্চারণ:- অ ইমমিন আহ্লিল কিতাবি ইল্লা লাইউ মিনান্না বিহি ক্বাবলা মাউতিহি অ ইয়াওমাল কিয়ামাতি ইয়াকুনু আলাইহিম শাহীদা - পারা নং-৬ সূরা নিসা আয়াত নং ১৫৯

অর্থ:- কোন কিতাবী এমন নেই, যে তার মৃত্যুর পূর্বে তার উপর ঈমান আনবে না এবং ক্বিয়ামত দিবসে সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।

এই আয়াতের তফসীরে মুফাস্সির গণ লিখেছেন যে, যখন হাজরাত ঈসা আলাইহিস সালাম আসমান থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, তখন ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী মানুষকে আমল করার আদেশ করবেন ইসলাম ধর্মের একজন ইমামের মত মুহাম্মাদ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধর্মের প্রসার ও প্রচার করবেন, আর সেই সময়ের সমস্থ কিতাবী, তিনার প্রতি ঈমান গ্রহণ করে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করবে, তাদের বিশ্বাস ইহাই হবে যে, হাজরাত ঈসা আলাইহিস সালাম, আল্লাহর একজন বান্দা আর তার পয়গম্বর। তাফসীরে আলকাশফুল বায়ান সা'লাবী থেকে ৪২৭ হিজরী তাফসীরে মোয়ালেমুত তানজীল এমাম বাগবী থেকে ৫১৬ হিজরী খাজায়েনুল

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইরফান জিয়াউল কুরআন।

নামায ও নামাযের আহ্কামের বর্ণনা

পাগড়ীর উপর মসাহ করার বর্ণনা,

প্রশ্ন:- *ওজু করার সময় মাথার মসাহ না করে পাগড়ীর উপর মসাহ করা কি বৈধ?*

উত্তর:- কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা মাথার মসাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন পাগড়ীর নয় সুতরাং আল্লাহ পাক বলেছেন।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

উচ্চারণ:-ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানু ইযা কুমতুম ইলাস স্বালাতি ফাগসিলু অজুহাকুম অ আইদিয়াকুম ইলাল মারাফিক্বি অমসাহু বিরউসিকুম অ আরজুলাকুম ইলাল কাবাইন।

পারা নং ৬ সূরা আল মায়িদাহ আয়াত নং-৬

অর্থ:- হে ইমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য দাড়াঁতে চাও তখন নিজ মুখ মন্ডল ধৌত করো এবং কনুই পর্যন্ত হাতও; আর মাথা মাসাহ করো; এবং পায়ের গিঁট পর্যন্ত ধৌত করো।

উপকার:- এই আয়াত দ্বারা ইহাই জানা গেল যে, মাথার

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

মসাহ করা ফরজ এই জন্যই পাগড়ীর উপর মসাহ করলে ওজু হবে না

উপকার:- যদি পাগড়ীর উপর মাসাহ করার ব্যাপারে কোন খাবরে অহিদ হাদীষ থাকেও তবুও কুরআনের এই নির্দেশের বিপরিত করা চলবে না কেন না , খাবরে অহিদ (হাদীষ) দ্বারা কুরআনের আয়াতের বিরোধিতা বৈধ নয়।

উপকার:- পাগড়ী পরিধান করা সুন্নাত সুনির্দিষ্ট ভাবে যে নামায পাগড়ী পরিধান করে আদায় করা হয় তার নেকী বেশী, পাগড়ী পড়লে ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, তার নিচে যেন টুপি অবশ্যই থাকে, আর পাগড়ীর যেন শিমলা থাকে তা পিঠের দিকে ঝুলবে, শিমলা বিহীন পাগড়ী সুন্নাতের পরিপন্থি, পাগড়ী কম পক্ষে ৭ হাত, অতিরিক্ত ১২ হাত হওয়া ভালো।

তাকবীরে তাহ্ রিমার বর্ণনা

প্রশ্ন:- *নামায আরাম্ভ করার প্রনালী কী? এবং তাকবীরে তাহরিমা ও সানা পাঠ করার পর আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম কিরূপে পাঠ করতে হয়?*

উত্তর:-নিয়ত করার পর আল্লাহু আকবার বলে নামায আরম্ভ করবে যা, কুরআনের শিক্ষা, আল্লাহ বলেন

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ

উচ্চারণ:- অ যাকারাসমা রাব্বিহি ফা সাল্লা।

পারা নং-৩০, সূরা আল আ'লা আয়াত নং-১৫

অর্থ:-এবং আপন রবের নাম নিয়ে নামায পড়েছে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উপকার:- এই আয়াত দ্বারা ইহাই বুঝা গেল যে, আল্লাহু আকবার বলে নামায আরম্ভ করতে হবে।

আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম আস্তে বলা সুন্নাত, আর আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন দ্বারা ক্বেরাত পাঠ আরম্ভ করার নির্দেশ আছে। বুখারী শরীফ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং-১০২

আযান অধ্যয় তকবীরের পর কি, বলবে তার বর্ণনা হাদীষ নং-৭৪৩

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ كَانُوْا يُفْتَتِحُوْنَ الصَّلٰوةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

উচ্চারণ:- আন আনাসিন আন্নান নাবীয়া স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম অ আবা বাকরিন অ উমারা কানু ইয়াফতাতিহুনাস স্বালাতা বিলহামদি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

অর্থ:- হাজরাত আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আর হাজরাত আবু বাকর স্বিদ্দীক ও হাজরাত উমার ফারুক রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা নামাযে কেরাত আরম্ভ করতেন আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন দ্বারা।

উপকার:- নামায শুরু হয়ে যাই তকবীর দিয়ে, তকবীরে তা'হরিমার পর, দুনিয়ার সব কিছু একজন নামাযীর জন্য হারাম হয়ে যায় তাই এখানে কেরাতকেই বুঝা অবশ্যক।

www.YaNabi.in
বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

আমীন বলার বর্ণনা

প্রশ্ন:- *নামাযে আমীন চুপিসারে বলবে না উচ্চস্বরে? কিছু লোক উচ্চ স্বরে আমীন বলার জন্য কঠোরভাবে পক্ষপাতি?*

উত্তর:- বুখারী শরীফে আমীন বলার সম্পর্কে যে বর্ণনা আছে, তা থেকে আপনি নিজেই ফয়স্বালা করুন যে নামাযে উচ্চস্বরে আমীন বলার কথা যথার্থ হচ্ছে কি না?

আমীন বলার সম্পর্কে হাদীষ

১। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১০৮ কিতাবুল আযান, ইমাম স্বাহেবের আমীন উচ্চ স্বরে বলার বর্ণনা হাদীষ নং-৭৮০ হাজরাত

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ اَنَّهُمَا اَخْبَرَاهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَاْمِيْنُهُ تَاْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

উচ্চারণ:- আন সাঈদ ইবনিল মুসাই ইব, আন্নাহুমা আখবারাহু আন আবি হুরাইরাতা আন্না রাসুলাল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামা, ক্বালা ইযা আম্মানাল ইমামু ফা আম্মিনু ফা ইন্নাহু মান ওয়াফাক্বা তা'মিনুহু তামীনাল মালাইকাতি গুফিরা লাহু মা-তাকাদ্দামা মিন যামবিহি

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ:- হাজরাত সাঈদ বিন মুসাইব, আর হাজরাত আবু সালমা বিন আব্দুর রাহ্মান, আবু হুরাইরাহ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট থেকে বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন যখন ইমাম আমীন বলবে তখন তুমিও আমীন বলো, কেন না যার আমীন ফিরিশতার আমীনের সাথে মিল হবে, তার অতীতের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

২। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং- ১০৮ কিতাবুল আযান, আমীন বলার ফজীলতের বর্ণনা। হাদীষ নং-৭৮১।

عَنْ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: اِذَا قَالَ اَحَدُكُمْ اٰمِيْنَ وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِى السَّمَاءِ اٰمِيْنَ فَوَافَقَتْ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ

উচ্চারণ:- আনিল আ'রাজি আন আবী হুরাইরাতা আন্না রাসুলাল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামা ক্বালা, ইযা ক্বালা আহদুকুম আমীনা, অ ক্বালাতিল মালাইকাতু ফীস সামায়ি আমীনা, ফা অয়াফাক্বাত ইহদাহুমাল উখরা গুফিরা লাহু মা-তাকাদ্দামা মিন যামবিহি-

অর্থ:- হাজরাত আ' রাজ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বর্ণনা করেন, হাজরাত আবু হুরাইরার নিকট থেকে, তিনি বলেন যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ আমীন বলে, তখন ফিরিশতারা আসমানে আমীন বলে, সুতরাং যদি

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

উভয়ের আমীন একমত হয় তবে তার পূর্বের পাপ মোচন করে দেওয়া হবে।

৩। বুখারী শরীফ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং -১০৮ কিতাবুল আযান, মুক্তাদীগণের উচ্চস্বরে আমীন বলার বর্ণনা হাদীষ নং- ৭৮২

عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ- فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ فَاِنَّهٗ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهٗ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ

উচ্চারণ:- আন আবী স্বোয়ালিহীন, আন আবী হুরাইরাতা আন্না রাসুলাল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামা ক্বালা, ইযা ক্বালা-ল ইমামু গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম আলাদ্দোয়াল্লীন। ফাকুলু আমীন, ফাইন্নাহু মান ওয়া ফাক্বা ক্বাওলুহু কাওলাল মালায়িকাতি গুফিরালাহু মা তাক্বাদ্দামা মিন যামবিহি।

অর্থ:- হাজরাত আবু স্বোয়ালেহ, হাজরাত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন ইমাম গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম অলাদ্দোয়াল্লীন বলবে তখন তোমরা আমীন বলবে, কেননা যাদের বুলি ফিরিশতাদের বুলির মতো হবে তাদের অতিতের গোনাহ কে মিটিয়ে দেওয়া হবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উপকার:-পর পর তিনটি হাদীষেরই বর্ণনা কারী হাজরাত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, যার দ্বারা আমীন বলার ফাজিলত তো বুঝা যাচ্ছে কিন্তু উচ্চস্বরে বলতে হবে তা কোন হাদীষ দ্বারাই বুঝা যাচ্ছে না তাই উচ্চস্বরে আমীন বলা কিরুপে সঠিক?

উপকার:-মানওয়া ফাক্বা ক্বাওলুহু ক্বাওলাল মালাইকাতি গুফিরা লাহু মা তাক্বাদ্দামা মিন যামবিহি।

যার বুলি ফিরিশ্তাদের বুলির মতো হবে. তাই যে পর্যন্ত্ম ফিরিশতাদের বুলির মতো হবে সে পর্যন্ত্ম ফিরিশতাদের আমীন বলা আমরা শুনতে পায় না ঐ মত চুপিসারে আমীন বলা তো বুঝা যাচ্ছে, আর অন্য হাদীষ দ্বারা তার প্রমানও হচ্ছে দেখুন!

আমীন আস্তে বলার হুকুম বুঝা যাচ্ছে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ۔

উচ্চারণ:-আন আবী হুরাইরাতা আন্না রাসুলাল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামা ক্বালা, ইযা ক্বালাল ইমামু সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ, ফাক্বুলু আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ

বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৪৫৮ কিতাবু বাদাইল খালক্বী, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ আমীন বলে তার বর্ণনা হাদীষ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

নং ৩২২৮

অর্থ:-হাজরাত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। যখন ইমাম সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ বলবে, তখন তোমরা বলো রাব্বানা লাকাল হামদ!

فَاِنَّهٗ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهٗ قَوْلَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ

উচ্চারণ:- ফাইন্নাহু মান ওয়াফাক্বা ক্বাওলুহু ক্বাওলাল মালাইকাতি গুফিরালাহু মা তাকাদ্দামা মিন যামবিহি।

অর্থ:- যার বুলি ফিরিশতাদের বুলির মতো হবে, তার পূর্বের পাপ মোচন করে দেওয়া হবে,

উপকার:- এই হাদীষ অনুযায়ী, আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ

উচ্চস্বরে বলা হয়? আপনি বলবেন না! চুপিসারে বলা হয়! এমত অবস্থাই আপনি নিজেই ফাইস্বালা করুন যে যখন আমীন বলা সম্পর্কে উল্লিখিত তিনটি হাদীষে, আর আলাহুম্মা লাকাল হামদ বলার হাদীষে একই শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে।

فَاِنَّهٗ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهٗ قَوْلَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ

ফাইন্নাহু মান ওয়াফাক্বা ক্বাওলুহু ক্বাওলাল মালাইকাতি গুফিরালাহু মা তাকাদ্দামা মিন যামবিহি। তখন শুধু মাত্র আমীন বলার বুলি বলা কেমন করে ঠিক হয়? যখন উভয় বর্ণনাতে একই রকমের বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে, তখন এক জায়গায় উচ্চস্বরে আর অন্য জায়গায় চুপিসারে দলীল গ্রহণ করা কিরূপে ঠিক হয়, আর এর উদ্দেশ্যই বা কী? অতএব যেমন নামাযে আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ মনে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মনে বলা হয় তেমন আমীন ও চুপিসারে (মনে মনে) বলাই সঠিক বলে বুঝা যাচ্ছে ফা'তাবিরু ইয়া উলিল আলবাব! অর্থাৎ হে জ্ঞান বান আপনারা এ সম্পর্কে একটু মনো যোগ সহকারে চিন্তা করুন।

আত্তাহিয়াতু পড়ার জন্য বসার পদ্ধতি

প্রশ্ন:- *তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়াতু) পড়ার জন্য কি ভাবে বসতে হয়?*

উত্তর:- পুরুষদের জন্য আত্তাহিয়াতু পড়ার জন্য, সুন্নাতি নিয়ম এই রূপ দুই বৈঠ কেই ডান পা খাড়া করে এবং বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে!

প্রশ্ন:- *উক্ত উত্তরের সাপেক্ষে কোন দলীল আছে কি?*

উত্তর:- অবশ্যই আছে, বুখারী শরীফ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং-১১৪ কিতাবুল আযান, আত্তাহিয়াতু পড়ার জন্য বসার নিয়মের বর্ণনা হাদীষ নং-৮২৭,

হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমার পুত্র বলেন যে, তিনি আপন পিতাকে দেখতেন যে, তিনি নামাযে কা'দা করতেন (আত্তাহিয়াতুর জন্য) বসতেন তখন চার উরুর উপর বসতেন, এই জন্য আমিও এই রূপ করতাম, আর সেই সময় আমি কম বয়সি ছিলাম, তাই আমার পিতাজি আমাকে এই ভাবে নামায পড়তে নিষেধ করলেন, আর বললেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

اِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلٰوةِ اَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنٰى وَتَثْنِىَ الْيُسْرٰى

উচ্চারণ:- ইন্নামা সুন্নাতুস স্বালাতি আন তানসিবা রিজলাকাল ইয়ুমনা অ তাযনিয়াল ইউসরা।

অর্থ:- নামায পড়ার সুন্নাতী নিয়ম হচ্ছে এই যে, তুমি নিজের ডান পা খাড়া রাখো আর বাম পা বিছিয়ে দাও, আমি বললাম আপনি এই রকম করছেন? তখন তিনি বললেন যে এখন আমার পা দুর্বল হয়ে গেছে, সেই কারণে যে আমার শরীরের ওজন সহ্য করতে পারে না, অর্থাৎ আমি অসুবিধার কারণে এই রকম করি।

সালাম ফেরানোর পর তকবীর পাঠ করা সুন্নাত

প্রশ্ন:- জামাতের সাথে ফরজ নামায আদায় করার পর উচ্চস্বরে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া অথবা পূর্ণ কলেমা তৈয়ব পড়া, ইস্তেগফার অর্থাৎ তৌবা পাঠ করা কি জায়েজ?

উত্তর:- আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন।

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ۝

উচ্চারণ:- ফাইযা ক্বাদাইতুমুস সোয়ালাতা ফাযকুরুল্লাহা কিয়ামাঁও অ কুয়ুদাঁও অ আলা জুনুবিকুম, ফইযাত মানানতুম ফা আক্বীমুস স্বালাতা ইন্নাস স্বালাতা। কানাত আলাল মুঃমিনীনা কিতাবাম মাওকুতা। পারা নং-৫, সূরা নিসা আয়াত নং-১০৩,

অর্থ:- অত:পর যখন তোমরা নামায পড়ে নাও তখন আল্লাহর স্মরণ করো, দাঁড়িয়ে ও বসে এবং বিধি মোতাবেক নামায কায়েম কর, নিঃসন্দেহে নামায মুসলমানদের জন্য সময় নির্ধারিত ফরয।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এবারে দলীল হাদীষ থেকে

১। হাজরাত আররাদ বর্ণনা করেন যে হাজরাত মুগীরাহ বিন শু'বা রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, আমাকে একখানা পত্রে লিখালেন হাজরাত আমীরে মুয়াবিয়াহকে দেবার জন্য যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর এই দুয়া পড়তেন।

لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَـهٗ لَـهُ الْمُلْكُ وَلَـهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَامَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَامُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ۔

উচ্চারণ:- লাইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা শারীকালাহু, লাহুল মুলকু অ লাহুল হামদু অ হুঅ আলাকুল্লি শাইঈন ক্বাদীরা আল্লাহুম্মা লামানিয়া লিমা আ'তাইতা অলা মু'তী লিমা মানা'তা অ লাইয়ান ফায়ু যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু। বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১১৭ কিতাবুল আযান, নামাযের পরে জিকিরের বর্ণনা। হাদীষ নং ৮৪৪, বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৯৩৭, কিতাবুদ দা'ওয়া, নামায শেষে দু'য়ার বর্ণনা । হাদীষ নং ৬৩৩০,

অর্থ:-আল্লাহ ছাড়া কেউ মা'বুদ নাই তিনি এক তিনার কেউ অংশীদার নেই, মালিকানা, শুধু তিনারই এবং তিনার জন্য সমস্ত প্রশংসা, তিনি সর্ব শক্তি মান, হে আল্লাহ তুমি যা দাও তা থেকে কেউ বারণ করার নেই, এবং যা থেকে বঞ্চিত কর তা কেউ দেওয়ার শক্তি রাখে না।

হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

اِنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِحِيْنَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ كَانَ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ اَعْلَمُ اِذَا انْصَرَفُوْا بِذٰلِكَ اِذَا سَمِعْتُهٗ۔

উচ্চারণ:- ইন্না রাফয়াস সোওতি বিযযিকরি হীনা ইয়ানস্বারিফুন্নাসু মিনাল মাকতুবাতি কানা আলা আহ্দি ন্নাবীই স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম অ ক্বালা ইবনু আব্বাসিন, কুনতু আ'লামু ইযান স্বারাফূ বিযালিকা ইযা সামিতুহু। বুখারী শরীফ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১১৬, কিতাবুল আযান, নামায শেষে জিকিরের বর্ণনা। হাদীষ নং-৮৪১।

অর্থ:- হাজরাত আব্বাসের পুত্র আব্দুল্লাহ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা বলেন নামাযির ফরজ আদায় করে উচ্চস্বরে (আওয়াজ করে) জিকির করা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় থেকেই চলে আসছে

আর হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, আমি মানুষের নামায আদায় হাওয়া সম্পর্কে জানতে পারতাম, সেই জিকরের ধ্বনি শুনেই

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ اَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلٰوةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيْرِ۔

উচ্চারণ:- আন ইবনি আব্বাসিন ক্বালা কুনতু আ'রিফু ইন কিদায়া স্বালাতিন্নাবীই স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিত্তাকবীর!

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১১৬ কিতাবুল আযান, নামাজ শেষে জিকিরের বর্ণনা হাদীষ নং ৮৪২।

অর্থ:-হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায সমাপ্তি, আমি তিনার জিকির ধ্বনির দ্বারাই জানতে পারতাম।

উপকার:- উল্লিখিত তিনটি হাদীষ দ্বারা ইহাই বুঝা গেল যে, ফরজ নামাযের সালাম ফেরানোর পর উচ্চস্বরে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, কলেমা তৈয়ব আর তকবীর ইত্যাদি পাঠ করা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত, স্বাহাবায়ে কেরামের প্রথা, জামাত শেষের পরিচয়, যা হুজুরের কাল থেকেই চলে আসছে

হাত তুলে দুয়া করা সুন্নাত

প্রশ্ন:- *হাত তুলে দুয়া করার প্রমাণ কি হাদীষ শরীফ আছে?*

উত্তর:- দুয়া করার সময় হাত উত্তলন করা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং স্বাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত। দলীল নিচে দেখুন!

বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-২৩৬ কিতাবুল মানাসিক, যখন দুই জামরাই দৌড় লাগাবে তখন নরম জায়গায় ক্বেবলা মুখি দাঁড়াবার বর্ণনা, হাদীষ নং- ১৭৫১

বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-২৩৬ কিতাবুল মানাসিক, নিকটস্থ ও মধ্যবর্তি জামরাই দুয়ার জন্য হাত উত্তোলন করার বর্ণনা, হাদীষ নং- ১৭৫২।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হাজরাত সালিম বর্ণনা করেন যে, হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা, প্রথম জামরাই সাতটি পাথর নিক্ষেপ করতেন, আর তকবীর পাঠ করে আগিয়ে যেতেন, অতঃপর নরম জায়গায় গিয়ে ক্বিবলা মুখি দাঁড়িয়ে, কিছুক্ষন অপেক্ষা করতেন।

আর দুয়া করতেন, ও দুয়া করার সময় নিজের দুই হাত উত্তলন করতেন,

অনুরূপ তিনি মধ্যবর্তি জায়গায় পাথর নিক্ষেপ করে বাম দিকে গিয়ে নরম জায়গায় দাঁড়াতেন, আর অনেকক্ষন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন, وَيَدْعُوْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ

অ ইয়াদউ অ ইয়ারফাউ ইয়াদাইহি

অর্থাৎ তিনি নিজের দুই হাত উত্তলন করে দুয়া করতেন। অতঃপর তিনি মরুদ্যানের নিচু অংশে, জামরায়ে যাতে উক্ববায় পাথর নিক্ষেপ করতেন, কিন্তু সেখানে দাঁড়াতেন না! আর হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলতেন, আমি রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এই মতই পাথর নিক্ষেপ করতে দেখেছি।

Nicher link e click koren:
website: www.yanabi.in
whatsapp group: www.wa.yanabi.in
facebook page: www.fb.yanabi.in
youtube: www.yt.fb.yanabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হাত তুলে দুয়া করার দ্বিতীয় বর্ণনা

২।বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং- ৬১৯ কিতাবুল মাগাজী, আওতাস যুদ্ধের বর্ণনা,হাদীষ নং ৪৩২৩।

হাজরাত আবু মুসা আশয়ারী রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হুনাইনের যুদ্ধ থেকে মুক্ত হলেন, তখন তিনি হাজরাত আবু আমির রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে এক সৈন্য দলের নেতা নির্বাচিত করলেন, আর আওতাসের দিকে পাঠালেন, এবং হুজুর আমাকেও তিনার সাথে পাঠালেন।

আওতাসের নেতা উরাইদ বিন সুম্মার সাথে যখন যুদ্ধ হলো আর সে মারা গেল, তখন তার সৈন্য সামন্ত্ম যুদ্ধ স্থান ছেড়ে পালিয়ে গেল, কিন্তু যুদ্ধের সময় হাবশা দেশের কোন এক ব্যক্তি একটি তীর নিক্ষেপ করলে সোজা হাজরাত আবু আমিরের হাঁটুতে এসে লাগে, এই অবস্থাই আমি তিনার নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করি, চাচাজান! এই তীর আপনাকে কে মেরেছে? তিনি ইশারা করে উত্তর দিলেন, আমার কাতিল সেই ব্যক্তি যে আমার দিকে তীর নিক্ষেপ করেছে!

আমি সেই হাবশীর দিকে ছুটে গেলাম, সে আমাকে নিজের দিকে যেতে দেখে দ্রুত বেগে পালাতে লাগল, কিন্তু আমি তার পিছনে যাওয়া ছাড়িনি আর এই কথাই বলছিলাম যে, আরে বেহায়া! এখন পালাছছিস কেন? দাঁড়াছছিস না কেন? সুতরাং কোন এক সময় সে দাঁড়িয়ে গেল, অতঃপর আমরা উভয়ে তরবারী দ্বারা যুদ্ধ আরম্ভ করলাম, শেষ পর্যন্ত্ম আমি তাকে মেরে ফেললাম।

আমি হাজরাত আবু আমির কে এই সুসংবাদ দিলাম যে, আল্লাহ তা'আলা আপনার ক্বাতিলকে ধ্বংস করেছেন, ইহা শুনে তিনি

বললেন, এখন এই তীর বের করে দাও, আমি যেমনই তীর টেনে নিয়েছি তেমনই অতিরিক্ত মাত্রায় রক্ত বইতে লাগল, তখন তিনি আমাকে বললেন। এই ভাতিজা, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আমার সালাম বলে দিও, এবং আমার পক্ষ থেকে এই কথা বলিও যে, তিনি যেন আমার জন্য মাগফিরাতের দুয়া করেন: অতঃপর তিনি আমাকে নিজের জায়গায় মানুষের নেতা ধার্য করলেন, আর কিছুক্ষনের মধ্যেই, ইন্তেকাল করে গেলেন। ইন্না লিল্লাহি অ ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আমি ফিরে এসে হুজুর স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে যখন উপস্থিত হলাম, তখন তিনি নিজ বাড়ীর ভেতর এমন এক খাটে আরাম করছিলেন, যার দড়ি খুব মোটা ছিল, আর চাঁদরের কাপড় খানাও শুধু নামের যার দারুন দড়ির দাগের চিহ্ন তিনার পিঠে ও পাঁজরে পরিস্কার বুঝা যাচ্ছিল। আমি তিনাকে যুদ্ধ জয়ের সুসংবাদ দিলাম এবং হাজরাত আবু আমিরের শাহাদাতের বর্ণনাও শুনালাম আর তিনার সে কথাও বললাম যে উনি আপনার নিকট মাগফিরাতের দুয়া করার জন্য আবেদন করেছেন।

فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ لِعُبَيْدٍ اَبِىْ عَامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ ' اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ

উচ্চারণ:- ফাদায়া বি মাইন ফাতাওদ্দায়া সুম্মা রাফায়া ইয়াদাইহি, ফাক্বালা আল্লাহুম্মাগ ফিরলী,লি উবাইদ আবী আমিরিন, অ রাআইতু বাইয়াদা ইবতাইহি, সুম্মা ক্বালা আল্লাহুম্মাজ আলহু বা

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইয়াদা ইয়াওমাল কিয়ামাতি ফাওক্বা কাসীরিম মিন খালক্বিকা মিনান্নাস।

অর্থ:- সুতরাং রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি আনিয়ে অজু করলেন, অতঃপর আপন দুই হাত উত্তলন করে এই দুয়া করলেন, ইয়া আল্লাহ, তুমি তোমার বান্দা আবু আমিরকে ক্ষমা করে দাও, ইয়া আল্লাহ, কিয়ামতের দিন তাকে অন্য অসংখ্য মানুষের মধ্যে ভালো জায়গায় রাখিও, হুজুর দুয়া করার জন্য আপন হাত এতটা উঁচু করেছিলেন যে, আমি তিনার বগলের উজ্বলতা দেখতে পেলাম,

আমি বললাম, হুজুর আমার জন্যও ক্ষমার দুয়া করুন তখন তিনি এই দুয়া করলেন. ইয়া আল্লাহ তুমি আব্দুল্লাহ বিন ক্বয়েসের পাপ রাশিকেও মিটিয়ে দাও আর ক্বিয়ামতের দিন তাকে সম্মানের স্থান দান করো।

উপকার:- এই হাদীষ দ্বারাও প্রমান হলো যে দুয়ার জন্য দুই হাত উত্তোলন করা সুন্নাত।

হাত তুলে দুয়া করার তৃতীয় বর্ণনা

৩। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১২৭ কিতাবুল জুময়াহ, জুম্মার খুত্ববাই বৃষ্টির জন্য দুয়া করার বর্ণনা, হাদীষ নং-৯৩৩, বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং-৫০৬ কিতাবুল মানাকিব, ইসলাম ধর্মে নবুঅতের নিদর্শনের বর্ণনা, হাদীষ নং ৩৫৮২

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: اَصَابَتِ النَّاسُ سَنَةٌ عَلَى

عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. فَبَيْنَا النَّبِيُّ

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَخْطُبُ فِىْ يَوْمِ جُمُعَةٍ قَامَ

اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ

فَادْعُ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

উচ্চারণ:- আন আনাসিবনি মালিকিন ক্বালা, আসাবাতি ন্নাসা সানাতুন আলা আহ'দিন্নাবীই স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম ফা বাইনান্নাবীই স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম , ইয়াখতুবু ফী ইয়াওমি জুময়াতিন, ক্বামা আ'রাবীউন, ফা ক্বালা, ইয়া রাসুলাল্লাহ! হালাকাল মালু অ জায়ালাল আইয়ালু , ফাদয়ু লানা, ফা রাফায়া ইয়াদাইহি

অর্থ:- হাজরাত আনাসবিন মালিক রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের জাহিরী জিবদ্দশায় এক বৎসর দুভির্ক্ষ দেখা দিয়েছিল এমতাবস্থায় একদা হুজুর আমাদেরকে জুম্মার খুত্ববা শুনাচ্ছিলেন, একজন পল্লিগ্রাম বাসী দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, মাল শেষ হয়ে গেল বাড়ীর বউ বেটি, সন্তানাদি খুধার্থ, আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আমাদের জন্য দুয়া করুন ইহা শুনা মাত্র তিনি আপন দুই হাত দুয়ার জন্য উত্তলন করলেন

উপকার:- উল্লিখিত তিনটি হাদীষ দ্বারা ইহাই জানা গেল যে, দুয়ায় জন্য আপন দুই হাত উত্তলন করা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত।

ফজর ও আসরের ফরজ নামায আদায় করার পর সুন্নাত পড়া নিষেধ

প্রশ্ন:- *কোন মানুষ যদি ফজরের সুন্নাত আদায় না করে জামাতে শরীক হয় তবে কি সেই ব্যক্তি ফরজ নামায জামাতের সাথে পড়ার পর, ততক্ষনাৎ, ফজরের সুন্নাত পড়তে পারে?*

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উত্তর:- না পারে না! দলীল নিচে দেখুন!

১। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৮২ কিতাবুল মাওয়াক্বীতুস সালাত ফজরের পর নামায পড়ার বর্ণনা যতক্ষন না সূর্য উদয় হয়। হাদীষ নং-৫৮২,

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ

وَ سَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَ عَنْ صَلٰوتَيْنِ۔

وَنَهٰى عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ بَعْدَ

الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

উচ্চারণ:-আন আবী হুরাইরাতা আন্না রাসুলাল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম নাহা আন বাইয়াতাইনি অ আন লিবসাতাইনি অ আন সোলাতাইনি অ নাহা আনিস স্বালাতি বা'দাল ফাজরি হাত্তা তাত্বলুয়াশ শামসু অ বা'দাল আস্বরি হাত্তা তাগরুবাশ শামসু!

অর্থ:- হাজরাত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম দুই রকমের ব্যবসা, দুই ধরনের পোষাক আর দুই সময়ের নামায পড়তে নিষেধ করেছেন

আর ফজরের ফরজ নামাযের পর কোনো নামায পড়তে নিষেধ করেছেন, যতক্ষন না সূর্য উদয় হবে, আর আস্বরের নামাযের পর নামায পড়তে নিষেধ করেছেন যতক্ষন পর্যন্ত সূর্য অস্ত না হয়।

২। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৮২ কিতাবুল মুওয়াক্বীতুস স্বালাত (আস্বরের পর) সূর্য অস্ত হওয়ার পূর্বে কোন নামায পড়ার ইচ্ছা করার বর্ণনা। হাদীষ নং-৫৮৫,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন।

لَا يَتَحَرّٰى اَحَدُكُمْ فَيُصَلِّىْ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ

وَلَا عِنْدَ غُرُوْبِهَا۔

উচ্চারণ:-লা ইয়াতা হাররা আহাদুকুম ফা ইয়ুস্বাল্লী ইনদা তুলুইশ শামসি অ লা ইনদা গুরুবিহা!

অর্থ:-তোমাদের মধে কেউ সূর্য উদয়ের সময় আর সূর্য অস্তের সময় নামায পড়ার ইচ্ছা পোষন না করে

বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৮২ কিতাবুল মুওয়াক্বীতুস্ব স্বালাত সূর্য অস্তের পূর্বে কেউ নামায পড়ার ইচ্ছা পোষন না করে, তার বর্ণনা। হাদীষ নং-৫৮৬,

হাজরাত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বীআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, আমি রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, لَاصَلٰوةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ

وَلَاصَلٰوةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغِيْبَ الشَّمْسُ۔

উচ্চারণ:- লাস্বালাতা বা'দাস সুবহি হাত্তা তারতাফিয়াশ শামসু অ লা স্বালাতা বা'দাল আস্বরি হাত্তা তাগীবাশ শামসু।

অর্থ:-ফজরের নামাযের পর কোন নামায নাই, যতক্ষন পর্যন্ত সূর্য উঁচু না হয়, আর আস্বরের নামাযের পর কোন নামায নাই যতক্ষন পর্যন্ত সূর্য অস্ত না হয়।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উপকার:- উল্লিখিত তিনটি হাদীষ দ্বারা ইহাই প্রমাণ হলো যে, ফজরের ফরজ নামায পড়ার পর সূর্য যতক্ষন উঁচু না হবে ততক্ষন পর্যন্ত্ম সুন্নাত অথবা নফল কোন নামাযই পড়া চলবে না, আর আস্বরের নামাজের পর যতক্ষন পর্যন্ত্ম সূর্য অস্ত্ম না যাবে ততক্ষন পর্যন্ত্ম সুন্নাত অথবা নফল নামায পড়া নিষেধ।

জামার হাত গুটিয়ে নামায পড়া ঠিক নয়

প্রশ্ন :- জামার হাত গুটিয়ে নামায পড়া কি ঠিক?

উত্তর:- না: জামার হাত গুটিয়ে নামায পড়া ঠিক নয়! জামার হাত গুটিয়ে নামায পড়া ভদ্রতা ও সৌন্দর্যের বিপরিত। কুরআন ও হাদীষের পরিপন্থি, যেমন কুরআন শরীফে আছে।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۭ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

উচ্চারণ:- কুল মান হাররামা জিনাতাল্লাহিল লাতী আখরাজা লিইবাদিহি অত্ত্বাইই বাতি মিনার রিজকি কুল হিয়্যা লিল্লাযীনা আমানু ফীল হায়াতিদ দুনিয়া খালিস্বা তাঁই ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি কাযালিকা নুফাস্বস্বিলুল আয়াত লিকাওমিন ইয়া' লামুন পারা নং-৮ সূরা আল আ'রাফ, আয়াত নং-৩২,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

অর্থ:- আপনি বলুন, কে নিষিদ্ধ করেছে আল্লাহর সেই শোভার বস্তুকে যা তিনি আপন বান্দাদের জন্য বের করেছেন, এবং পবিত্র জীকিকাকে? আপনি বলুন, সে গুলো দুনিয়ার মধ্যে ঈমানদারদের জন্য, আর ক্বিয়ামতের দিনে বিশেষ করে তাদেরই জন্য। আমি এভাবে জ্ঞানিদের জন্য নিদর্শন সমূহ বিশদ ভাবে বর্ণনা করি।
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

উচ্চারণ:- ইয়া বানী আদামা খুযু জীনাতাকুম ইনদা কুল্লি মাসজিদ, পারা নং-৮ সূরা আল-অরাফ আয়াত নং-৩১

অর্থ:- হে আদম সন্ত্মানগণ! স্বীয় সুন্দর পোষাক পরিধান করো যখন মসজিদে যাও।
এবার হাদীষ থেকে দলীল পড়ুন বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১১৩ কিতাবুল আযান, নামাজের মধ্যে নিজের কাপড় না গুটার বর্ণনা, হাদীষ নং-৮১৬

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ وَ لَا اَكُفَّ شَعْرًا وَّلَا ثَوْبًا۔

উচ্চারণ:- আন ইবনি আব্বাসিন আনিন্নাবীই স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বালা উমিরতু আন আসজুদা আলা সাবয়াতি আ'জুমিউঁ অ-লা আকুফফু শা'বাঁও অলা সাওবান।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ:- হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা, রাসুলুল্লাহ স্বসাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের নিকট থেকে বর্ণনা করেন যে, হুজুর বলেছেন, আমাকে সাত হাড়ের উপর সেজদা করার আদেশ হয়েছে, আর চুল ও কাপড় না গুটানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

টুপি ছাড়া নামায পড়া ঠিক নয়

প্রশ্ন:- *টুপি ছাড়া নামায পড়া কী ঠিক?*

উত্তর:- না টুপি ছাড়া নামায পড়া উচিত নয়! হাদীষ শরীফে আছে!

বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২৪৮ কিতাবুল মানাসিক, এহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় জুতা না পেলে মোজা পায়ে দেওয়ার বর্ণনা। হাদীষ নং- ৮৪২

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ وَلَا الْبُرْنُسَ۔

উচ্চারণ:-আন আব্দিল্লাহি সুয়িলা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা মা ইয়াল বিসুল মুহ্‌রিমু মিনাস সিয়াবি?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ফা ক্বালা লা-ইয়ালবিসুল ক্বামীস্বা অ লা-ল আমায়িমা অ লাস-সারাবীলাতি অ লাল বুরনুসা

অর্থ:- হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করা হলো! মুহ্‌রিম এহ্‌রাম আবস্থায় কি রূপ কাপড় পরিধান করবে? তিনি উত্তর দিলেন জামা, পাগড়ী, পাইজামা, আর টুপি পরিধান করবে না

উপকার:- এই হাদীষ দ্বারা জানা গেল টুপি মাথায় দেওয়া রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের সময় থেকে প্রচলিত আছে। তা না হলে তিনি এহরামের আবস্থায় পড়তে নিষেধ কেন করবেন!

২। বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং-৮৬৩ কিতাবুল্লিবাস, টুপির বর্ণনা, হাদীষ নং-৫৮০২,

হাজরাত মুহাম্মাদ বলেন যে, আমাকে হাদীষ শুনিয়েছেন হাজরাত মু'তামির, তিনি বলেন যে, আমি আমার আব্বাজান কে বলতে শুনেছি رَأَيْتُ عَلَى أَنَسٍ بُرْنُسًا أَصْفَرَ مِنْ خَزٍّ۔

উচ্চারণ:- রাআইতু আলা আনাসিন বুরনুসান আস্বফারা মিন খায,

অর্থ:- আমি হাজরাত আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে এক হলুদ রঙ্গের টুপি পরিহিত অবস্থায় দেখেছি, যাতে উলমিশ্রিত রেশম ছিলো।

৩। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৫৯, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, নামায রত অবস্থায় হাত দ্বারা কোন কাজ করার বর্ণনা। হাদীষ নং- নাই কারণ ইহা অধ্যায়ের মধ্যেকার হাদীষ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

وَضَعَ اَبُوْ اِسْحٰقَ قَلَنْسُوَتَهٗ فِى الصَّلٰوةِ وَرَفَعَهَا۔

উচ্চারণ:-অদায়া আবু ইসহাক্ব ক্বালানসাঅতাহু ফীস্ব স্বালাতি অ রাফায়াহা

অর্থ:- হাজরাত আবু ইসহাক্ব তাবিঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি নামায পড়া অবস্থায় নিজের টুপি (জমিনে) রেখে দিলেন অত:পর ওই টুপি পুনঃরায় তুলে পড়ে নিলেন

উপকার:- রাসূলের স্বাহাবী হাজরাত আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আর তাবেঈ হাজরাত আবু ইসহাক্বের কর্ম টুপি পরা আর টুপি পরে নামায পরার দলীল পাওয়া যাচ্ছে।

উপকার:-টুপি পরিধান করা কোন ফরজও অজিব কাজ নয়, টুপি ছাড়াও নামায হয়ে যাবে, কিন্তু টুপি একজন মুসলমানের জন্য সুনির্দিষ্ট নিদর্শন, চিহ্ন এই, পরিচয় মিটিয়ে দেওয়া, আর স্বাহাবা ও তাবেঈন গণের বিরো ধিতা করা অনুচিত!

সালাম ফেরানোর পর মোক্তাদীদের দিকে মুখ করা সুন্নাত

প্রশ্ন:- ইমাম সাহেব জামাতে নামায পড়ে সালাম ফেরানোর পর কিবলার দিক থেকে ঘুরে অন্য দিকে নিজের চেহারা কেন করে নেয়?

উত্তর:- ইমাম স্বাহেব নামায আদায় করে সালাম ফিরিয়ে চেহারা মোক্তাদীদের দিকে ঘুরিয়ে নেয় ইহা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত। দলীল,

বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১১৭, কিতাবুল আযান ইমাম সালাম ফেরানোর পর নামাযীদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় তার বর্ণনা হাদীষ নং-৮৪৫,

হাজরাত সুমুরাহ বিন জুনদুর রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন,

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى صَلٰوةً اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ

উচ্চারণ:- কানান নাবীয়ু স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম, ইযা স্বাল্লা স্বালাতান আক্ববালা আলাইনা বি অজহিহি।

অর্থ:- রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম যখন নামায সম্পূর্ণ করতেন, অর্থাৎ সালাম ফেরাতেন তখন নিজের মুখ আমাদের দিকে করে নিতেন ।

শরীয়তে (ইসলাম ধর্মে) সফরের মুদ্দাত এবং তার আহ্কাম

শরীয়তে (ইসলাম ধর্মে) সফরের মুদ্দাত তিন দিনের দুরত্ব কে বলা হয় মুদ্দাত বলা হয় সময়ের দৈর্ঘকে

প্রশ্ন:- শরীয়তে অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে সফরের মুদ্দাত কী?

উত্তর:- বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১৪৭ আবওয়াবু তাক্বস্বীরিস্ব স্বালাত, সময়ের মুদ্দাত কি পরিমান হলে নামায ক্বসর পড়তে হয় তার বর্ণনা হাদীষ নং-১০৮৭,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَاتُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلٰثًا اِلَّا مَعَهَا ذُوْمَحْرَمٍ۔

উচ্চারণ:-আন ইবনি উমারা আনিন্নাবীই স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম ক্বালা লা তুসাফিরুল মারা-তু সালাসান ইল্লা মায়াহা যু মাহরামিন,

অর্থ:- হাজরাত ইবনে উমর রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের নিকট থেকে বর্ণনা করেন, যে, তিনি বলেছেন, কোন নারী মাহ্‌রাম ব্যতীত তিন দিনের সফর না করে। মাহ্‌রাম বলে যার সাথে আজীবন কাল বিবাহ হারাম

উপকার:- উল্লিখিত হাদীষ থেকে ইহাই জানা গেলো যে মেয়েরা মাহরাম ছাড়া তিন দিনের রাস্তার সফর করবে না, অর্থাৎ শরীয়তে সফরের মুদ্দাত তিন দিন, তিন দিনের কম দুরত্ব শরীয়তের নিকট সফর নয়, এই জন্য যখন কেউ তিন দিনের পথ অতিক্রম করবে, অথবা তিন দিনের পথ অতিক্রম করার নিয়তে বের হবে, তখন সে ব্যক্তি শরিয়ত অনুযায়ী মুসাফির হবে। আর তার উপর মুসাফিরের আদেশ বার্তাবে এবং সফর অবস্থায় তাকে ক্বসর নামায আদায় করতে হবে, আর এই ক্বসর করা ওয়াজিব।

শরীয়ত সম্মত সফরের প্রতি সন্দেহের নিরসন

বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১৪৭ আবওয়াবু তাক্বসীরিস্ব স্বালাত সফরের মুদ্দাত কি পরিমান হলে নামায ক্বসর পড়তে হয় তার বর্ণনা হাদীষ নং ১০৮৮,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ۔

উচ্চারণ:- আন আবী হুরাইরাতা ক্বালা, ক্বালা রাসুলুল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা লা ইয়াহিল্লুলি ইমরায়াতিন তুমিনু বিল্লাহি অল ইয়াওমিল আখিরি আন তুস্বাফিরা মাসীরাতা ইয়াওমিন অ লাইলাতিন লাইসা মায়াহা হুরমাতুন

অর্থ:- হাজরাত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, যে মহিলা আল্লাহ তা'আলা আর কিয়ামতের দিবসে বিশ্বাসী, তার জন্য মাহ্‌রাম ছাড়া এক দিবা রাত্রীর সফর করা হালাল নয়।

উপকার:- এই হাদীষ পাক দ্বারা জানা গেল যে, শরীয়তে সফরের সময় এক দিবা রাত্রী ধার্য করা হয়েছে, অর্থাৎ তিন দিনের রাস্তা অতিক্রম করা অবশ্যক নয়।

উভয় হাদীষে যে সন্দেহ হলো তার নিরসন

প্রথমে তিন দিনের জন্য হাদীষ বর্ণনা করা হয়েছে, যা এই হাদীষের বিপরীত তাই তিন দিনের হাদীষ এক দিনের হাদীষকে রহিত করে দিতে পারে কিন্তু এক দিনের হাদীষ দ্বারা তিন দিনের হাদীষ কে রহিত করতে পারে না তাই এখন জানা প্রয়োজন যে এক দিন আর এক রাতের হাদীষ হয় রহিত, না হয় সন্দেহ সৃষ্টি কারী। যদি রহিত

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হয় তবে তো কথাই নেই তিন দিনের হাদীষের উপর আমল করতে হবে, আর যদি সন্দেহ সৃষ্টিকারী হয়, তবে কোন বস্তুকে হারাম, সন্দেহ জনক কিছুর দ্বারা করা যাবে না, অর্থাৎ যদি কোন মহিলা এক দিবা রাত্রীর সফর মাহ্‌রাম ছাড়াই করে তবে তার এই সফর কে হারাম বলা যাবে না, কারণ শরীয়ত তিন দিবা রাত্রীর দুরত্ব কে সফর ধার্য্য করেছে।

শরীয়ত সম্মত সফরের প্রতি আরো এক সন্দেহের নিরসন

বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং- ১৪৮ আবওয়াবু তাকস্বীরিস স্বলাত, যখন বাড়ী থেকে বের হবে তার পর ক্বাস্বার করার বর্ণনা, হাদীষ নং- ১০৮৯,

عَنْ اَنَسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ-

উচ্চারণ:- আন আনাসিন ক্বালা, স্বাল্লাইতুজ জুহরা মায়ান্নাবীই স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বিল মাদীনাতি আর বায়ান, অল আস্বরা বিযীল হুলাইফাতি রাকয়াতাইনি।

অর্থ:- হাজরাত আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে,আমি রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের সাথে জোহরের নামায মদীনায় চার রেকাত পড়েছি আর জুল হুলাইফাতে আস্বরের নামায দুই রেকাত পড়েছি

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

উপকার:- জুলহুলাইফা মদীনা শরীফ থেকে মাত্র তিন মাইল দুরে অবস্থিত, তাই এই হাদীষ দ্বারা ইহাই জানা গেল যে শরীয়তের নিকট সফরের সময় তিন মাইল ও আছে।

সমাধান:- হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের বিদাই হজ্জের সময়, তিনি যখন হজের নিয়তে যাত্রা শুরু করলেন, তখন জোহরের চার রেকাত নামায পড়ার পর তিনি যাত্রা আরম্ভ করলেন, আর মক্কা অভিমুখে যেতে লাগলেন এই অবস্থাই তিনি আস্বরের নামায দুই রেকাত ক্বসর পড়লেন, এই জন্য এই হাদীষে শরীয়তের নিকট সফরের কোন প্রমান পাওয়া যায়না আর তিন মাইল কেন? যদি এক মাইল বা তার চাইতে ও কম পথ অতিক্রম করার পর আস্বরের সময় হয়ে যেত তবে তিনি দুই রেকাতই পড়তেন এই জন্য যে তিনি সফরের নিয়তে বের হয়ে মুসাফির হয়ে গেছেন।

উপকার:- এই হাদীষ দ্বারা ইহাই জানা গেল যে মানুষ সফরের নিয়ত করে যখন বাড়ী থেকে বের হয়, তখন সে মুসাফির হয়ে যাই, আর তার উপর মুসাফিরের সমস্ত নির্দেশ জারী হয়ে যায়।

সফর অবস্থায় ক্বসর করা ওয়াজিব

প্রশ্ন:- সফর অবস্থায় ক্বসর করা অর্থাৎ চার রেকাত ফরজ নামায গুলি দুই রেকাত পড়া কী অবশ্যক?

উত্তর:- মুসাফিরের জন্য সফর অবস্থায় ক্বসর করা অর্থাৎ চার রেকাত ফরজ নামায গুলি দুই রেকাত পড়া ওয়াজিব, যা আল্লাহ তা'আলা বলেন

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ

উচ্চারণ:- অ ইযা দারাবতুম ফীল আরদি ফালাইসা আলাইকুম জুনাহুন আনতাকসুরু মিনাস স্বলাত। পারা নং- ৫, সূরা নিস, আয়াত নং-১০১,

অর্থ:- এবং যখন তোমরা যমীনে সফর করো তখন তোমাদের এ'তে গুনাহ নেই যে কোন কোন নামায "ক্বসর" করে পড়বে। হাদীষ থেকে প্রমান

১। বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ১৪৮ আবওয়াবু তাক্বস্বীরিস স্বালাত সফরের নিয়তে নিজ স্থান ত্যাগ করলে নামায ক্বস্বর করার বর্ণনা হাদীষ নং-১০৯০,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اَلصَّلٰوةُ اَوَّلُ مَافُرِضَتْ

رَكْعَتَيْنِ فَاُقِرَّتْ صَلٰوةُ السَّفَرِ وَاُتِمَّتْ صَلٰوةُ الْحَضَرِ۔

উচ্চারণ:- আন আয়েশাতা ক্বালাত আস্বালাতু আওয়ালু মা ফুরিদাত রাকয়াতাইনি ফাউক্বিররাত স্বালাতুস সাফারি অউতিম মাত স্বালাতুল হাদারি।

অর্থ:-উম্মূল মু'মিনীন সাইয়্যেদাহ আয়েশা রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বর্ণনা করেন যে প্রথম যে নামায ফরজ হয়ে ছিল তা দুই দুই রেকাত করে অত:পর সফরে নামায ঐ রূপই রাখা হয়েছে, আর নিজ স্থানে অবস্থান কালে নামায বেশি করা হয়েছে।

২। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং-১৪৭, আবওয়াবু তাক্বস্বিরিস স্বালাত, নামায ক্বসর করার বর্ণনা, হাদীষ নং-১০৮১,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

হাজরাত ইয়াহইয়া বলেন আমি হাজরাত আনাসকে ইহাই বলতে শুনেছি,

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ

الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى رَجَعْنَا اِلَى

الْمَدِيْنَةِ۔

উচ্চারণ:- খারাজনা মায়ান্নাবীই স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনাল মাদীনাতি ইলা মাক্কাতা, ফাকানা ইয়ুসাল্লী রকয়াতাইনি হাত্তা রাজা'না ইলাল মাদীনাতি।

অর্থ:- আমরা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের সাথে মাদীনা থেকে মক্কা গেলাম সুতরাং তিনি মদীনা শরীফ ফিরে আসা পর্যন্ত্ব চার রেকাত ফরজ নামায গুলি দুই রেকাত পড়তেন।

قُلْتُ: اَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ اَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا۔

উচ্চারণ:- কুলতু, আক্বামতুম বি মাক্কাতা শাইয়ান? ক্বালা, আক্বামনা বিহা আশারান।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা মক্কাতে কিছুদিন ছিলেন কী? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ দশদিন ছিলাম,

৩। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং-১৪৮, আবওয়াবু তাক্বস্বিরিস স্বালাত, সফর অবস্থায় মগরবের নামায তিন রেকাত পড়ার বর্ণনা হাদীষ নং-১০৯২

হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّهَا ثَلَثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتّٰى يُقِيْمُ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ الخ۔

উচ্চারণ:- রাআইতুন্নাবীয়া স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম ইযা আ'জালাহুস সাইরু ইউ আখখিরুল মাগরিবা ফাইউসাল্লীহা সালাসান, সুম্মা ইয়ুসাল্লিমু, সুম্মা ক্বাল্লামা ইয়ালবাসু হাত্তা ইয়ু ক্বিমাল ইশায়া ফা ইয়ুসাসাল্লীহা রাকায়া তাইনি সুম্মা ইয়ুসাল্লিমু। "শেষ পর্যন্ত"

অর্থ:- আমি দেখেছি, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের যখন কোন সফরে যাবার তাড়া থাকতো, তখন তিনি মগরবের নামায দেরীতে পড়তেন, অত:পর তিনি মগরবের তিন রেকাত পড়ে সালাম ফেরাতেন, আর কিছুক্ষন অপেক্ষা করে, এশার নামাযের জন্য তকবীর পাঠ করিয়ে এশার দুই রেকাত নামায পড়ে সালাম ফেরাতেন।

৪। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং-১৪৮, আবওয়াবু তাক্বস্বিরিস স্বালাত, সফর অবস্থায় যে ব্যক্তি ফরজ নামাযের আগে ও পরে সুন্নাত নামায না পড়ে তার বর্ণনা। হাদীষ নং-১১০২

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَكَانَ لَايَزِيْدُ فِى السَّفَرِ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ وَاَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذٰلِكَ۔

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উচ্চারণ:- আন ইবনি উমরা ক্বালা! স্বাহিবতু রাসুলাল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম, ফাকানা লাইয়াজিদু ফীস সাফারি আলা রাকয়াতাইনি অ আবা বাকরিন অ উমারা, অ উসমানা কাযালিকা।

অর্থ:-হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের সাথে ছিলাম, তিনি স্বফরে দুই রেকাতের বেশী পড়তেন না আর হাজরাত আবু বকর, হাজরাত উমার আর হাজরাত উসমানগণী রাদ্বীআল্লাহু তা'আলা আনহুম ও এই রূপই করতেন

উপকার:- উল্লিখিত হাদীষ গুলি দ্বারা ইহাই প্রমানিত হলো যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং স্বাহাবায়ে কেরাম সফরের অবস্থায় ক্বসর করতেন, অর্থাৎ চার রেকাত ফরজ নামাজ গুলি দুই রেকাত পড়তেন এই জন্যই মুসাফিরের জন্য ক্বসর পড়া ওয়াজিব এই ওয়াজিব ছেড়ে দিলে মানুষ পাপী হয়!

উপকার:- ক্বসর নামায যদিও দুই রেকাত পড়া হয় কিন্তু নেকী চার রেকাতের সমানই হয়, আর ক্বসরের আদেশ আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে, পুরুস্কার, ও দান স্বরূপ, ক্বসর না করা এই মত যে এহ্সান কারী ও দান কারীর দান ও পুরস্কার গ্রহণ না করার সমতুল্য ,, আর তার অনুগ্রহকে প্রত্যাখান করা ও অকৃতজ্ঞ হওয়া

উপকার:- মুসাফিরের আদেশ সেই সময় দেওয়া যাবে, যখন মুসাফাত অর্থাৎ দুরত্ব পাওয়া যাবে, অর্থাৎ তিন দিনের দুরত্ব পাওয়া যাবে, যদি কেউ তিন দিনের পথ শুধু মাত্র এক ঘন্টায় অতিক্রম করে, তবুও সে মুসাফির । এর বিপরিত যদি কেউ এক দিনের পথ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

চার, পাঁচ দিনে অতিক্রম করে তবে সে শরিয়ত অনুযায়ী মুসাফির হবে না, এবং তার উপর মুসাফিরের আদেশ ও জারী হবে না।

উপকার:- ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ ক্বসরের জন্য রাস্তার দুরুত্ব সাড়ে সাতান্ন মাইল পথ বলেছেন, যা মোটা মোটি সাড়ে বিরানব্বই কিলোমিটার হয়।

উপকার:- নিজ স্থানে অবস্থান কারী ইমামের পেছনে যদি কোন মুসাফির নামায পড়ে তবে তাকে পূর্ণ চার রেকাতই পড়তে হবে ক্বসর করা চলবে না।

উপকার:- ইমাম ও মোক্তাদি যদি উভয়েই মুসাফির হয় তবে উভকেই ক্বসর পড়তে হবে, অর্থাৎ চার রেকাত ফরজ নামায গুলি দুই রেকাত পড়তে হবে।

দুই ওয়াক্তের নামায এক ওয়াক্তে পড়া বৈধ নয়

প্রশ্ন:- দুই ওয়াক্তের নামায এক ওয়াক্তে পড়া কী ঠিক?

উত্তর:- যেমন নামায ফরজ হয়েছে তেমন সেই নামায সেই সময়েই পড়া ফরজ, এই জন্য মুক্বিম হোক বা মুসাফির কোন নামাযই দ্বিতীয় নামাযের সময় জমা করে আদায়ের নিয়তে পড়া বৈধ নয়, যেমন কী আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন।

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ۝

উচ্চারণ:- ইন্নাস স্বোলাতা কানাত আলাল মু'মিনীনা কিতাবাম মাওকুতা। পারা নং-৫ সূরা নিসা আয়াত নং- ১০৩

অর্থ:- নিঃসন্দেহ নামায মুসলমানদের জন্য সময় নির্ধারিত

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ফরজ এবারে হাদীষ দেখুন

বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং-৭৬ কিতাবু মাওয়াকীতিস্ব স্বালাত নামায, নামাযের সময়ে আদায় করার ফজিলতের বর্ণনা। হাদীষ নং-৫২৭

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ؟ قَالَ اَلصَّلٰوةُ عَلٰى وَقْتِهَا

উচ্চারণ:- আন আবদিল্লাহিবনি মাসউদিন, ক্বালা, সাআলাতু ন্নাবীয়া স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম আইউল আমালি আহাব্বু ইলাল্লাহি? ক্বালা, আসস্বালাতু আলা অক্তিহা!

অর্থ:- হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি নবী স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন আমল সব চাইতে বেশী পছন্দনীয়? হুজুর বললেন, নামাযকে নামাযের সময়ে আদায় করা! "হাদীষের বাকী অংশে আছে, আমি আরো জিজ্ঞেস করলাম, নামাযের পর কোন আমল বেশী ভালো? হুজুর বললেন মাতা, পিতার সাথে সৎ ব্যবহার করা। আমি পুনঃরায় জিজ্ঞেস করলাম, তার পর কোন আমল বেশী ভালো? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এক ওয়াক্তের দলীল সম্পর্কে কিছু কথা

প্রশ্ন:- *দুই নামাযকে জমা করার জন্য এই হাদীষ কে দলীল করা যায় না? যা বুখারী শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে।*

বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১৪৮ , আবওয়াবু তাকস্বীরিস স্বালাত বাবু ইয়োয়াখ খিরুজ জোহরা ইলাল আস্বরি ইযা ইরতাহলা ক্বাবলা আন তাজিগাশ শামস! হাদীষ নং-১১১১

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا اِرْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ اِلٰى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَاِذَا زَغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ۔

উচ্চারণ:- আন আনাসিবনি মালিকিন ক্বালা: কানান্নাবীয়ু স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম ইযা ইরতাহালা ক্বাবলা আনতাজিগাশ শামসু আখখারাজ জুহরা ইলা অক্বতিল আস্বরি ষুম্মা ইয়াজমায়ু বাইনাহুমা অ ইযা জাগাত স্বাল্লাজ জুহরা সুম্মা রাকিবা

অর্থ:- হাজরাত আনাস বিন মালিক রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করছেন যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম সূর্য মাথার উপর থেকে ঢলে যাবার পর যখন সফরে যাবার জন্য ইচ্ছা (নিয়ত) করতেন, তখন জোহরের নামাযকে আস্বরের সময়ের নিকট পর্যন্ত দেরী করতেন অতঃপর দুই নামায জমা করে

www.YaNabi.in
বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

পড়তেন আর যখন সূর্য ঢলে যেত তখন তিনি জোহরের নামায পড়তেন তারপর সফর আরম্ভ করতেন।

উক্ত হাদীষ দ্বারা ইহাই প্রমান হলো যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম জোহর ও আস্বর জমা করে পড়তেন।

উত্তর:- এই হাদীষে "ইলা অক্বতিল আস্বরে" বলা হয়েছে তাতে আস্বরের সময় নিকটবর্তি বুঝা যাচ্ছে, আসরের সময় জোহর নয়, যেমন রোজা রাখার যে নির্দেশ আছে, ওতেও এই রূপ আছে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন। ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ

উচ্চারণ:-সুম্মা আতিম্মুস্ব স্বিয়ামা ইলাল লাইল। পারা নং-২ সূরা বাকারা আয়াত নং-১৮৭

যেমন এই আয়াতে ইলাল লাইল, কথায় রাতে রোজা নাই তেমন উল্লিখিত হাদীষে ইলা ওয়াক্তিল আস্বরি তেও আস্বরের সময় জোহরে নাই, এই কারনেই এই হাদীষকে দুই নামায কে জমা করার জন্য দলীল করা ঠিক নয়!

প্রশ্ন:- দুই ওয়াক্তের নামায এক ওয়াক্তে জমা করে পড়ার জন্য এই হাদীষকে দলীল করা কী ঠিক? হাদীষ নিচে দেখুন

বুখারী শরীফ ১ম খন্ড ১৪৮ আবওয়াবু তাক্বস্বীরিস স্বালাত সফর আবস্থায় মগরবের নামায তিন রেকাত পড়ার বর্ণনা। হাদীষ নং-১০৯১,

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِى السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتّٰى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْعِشَاءِ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَفْعَلُهُ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ۔

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উচ্চারণ:- আন আব্দিল্লাহিবনি উমারা ক্বালাঃ রাআইতু রাসুলাল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা ইযা আ'জালাহুস সাইরু ফীস সাফারি ইয়ুআখিরুল মাগরিবা হাত্তা ইয়াজমায়া বাইনাহা অ বাইনাল ইশাই ক্বালা সালিমুন অ কানা আব্দুল্লাহি ইফয়ালুহু ইযা আ'জালাহুস সাইরু

অর্থ:-হাজরাত আব্দুল্লাহবিন উমার রাদ্বীআল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন যে, আমি রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখেছি যখন সফরে যাবার তাড়া থাকত, তখন তিনি মগরবের নামাযে দেরী করতেন আর মগরব ও এশা কে জমা করতেন, হাজরাত সালিম বলেন যে হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন উমার ও এই রূপ করতেন যখন তিনার সফরের তাড়া থাকত,

উত্তর:-এই হাদীষের অর্থ এই যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম মগরবের নামায দেরী করে পড়তেন অর্থাৎ নামায শেষ সময়ে পড়তেন, আর এশার নামায প্রথম সময়ে পড়তেন, তিনি মগরবের সময়ে এশা অথবা এশার সময়ে মগরব আর এশার নামায জমা করে পড়তেন, তার কোন প্রমান এই হাদীষ দ্বারা বুঝা যায় না তার জন্য এই হাদীষকে দুই নামাযকে জমা করার দলীল করা ঠিক নয়, বিস্তারিত জানার জন্য হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন উমরের নিচের বর্ণনা যথেষ্ঠ-

বুখারী শরীফ ১ম খন্ড ১৪৮ আবওয়াবু তাক্বস্বীরিস স্বালাত সফর আবস্থায় মগরবের নামায তিন রেকাত পড়ার বর্ণনা। হাদীষ নং-১০৯১,

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيْهَا ثَلٰثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتّٰى يُقِيْمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ (الخ).

উচ্চারণ:- আন আবদিল্লাহ বিন উমারা ক্বালা রায়াইতুন নাবীয়া স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইযা আ'জালাহুস সাইরু ইউ আখ্খিরুল মাগরিবা, ফা ইয়ু স্বাল্লীহা সালাসান সুম্মা ইয়ু সাল্লিমু সুম্মা ক্বাল্লামা ইয়াল বাসু হাত্তা ইয়ুক্বীমাল ইশায়া ফাইয়ুসাল্লিহা রাক্য়াতাইনি সুম্মা ইয়ুসাল্লিমু শেস পর্যন্ত

অর্থ:- হাজরাত আব্দুল্লাহবিন উমার রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন যে, আমি রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখেছি যখন সফরে যাবার তাড়া থাকত, তখন তিনি মগরবের নামাযে দেরী করতেন অতঃপর তিনি মগরবের তিন রেকাত নামায পড়ে সালাম ফেরাতেন, কিছুক্ষন অপেক্ষা করে এশার নামাযের জন্য তকবীর দেওয়াতেন, আর এশার দুই রেকাত নামায পড়ে সালাম ফেরাতেন, অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সফরের ইচ্ছা করতেন, তখন মগরবের নামায দেরী করে পড়তেন আর মগরবের সময় শেষ হতেই, এশার নামায প্রথম ওয়াক্তেই পড়ে নিতেন।

প্রশ্ন:- হজের সময় আরফার ময়দানে জোহর ও আস্বর আর মুজদালিফাই মগরব ও এশার নামায যা জমা করে পড়া হয় সেই নামায কে সফরের সময় দুই ওয়াক্তের নামাযকে এক ওয়াক্তে পড়ার

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দলীল করা কি ঠিক?

উত্তর:- আরফার ময়দানে আর মুজদালফায় যে নামায জমা করে পড়া হয়, তা শুধু মাত্র হাজীদের জন্য নির্দিষ্ট, এখানে সাময়িক ভাবে নামাজের সময় বদলে যায়, তার দলীল এই যে সেই দিন মুজদালফাই যদি কেউ মগরবের নামায মগরবে আর এশার নামায এশারে পড়েন তবে তার উপর মগরবের নামায না পড়ার আদেশ জারী হবে, এই জন্য ওই বর্ণনাকেও দুই ওয়াক্তের নামায জমা করার দলীল করা যাবে না, কেন না নামাযের সময় পরিবর্তন হওয়া আর নামাযকে তার সময় থেকে পরিবর্তন করে পড়া দুটোর মধ্যে অনেক তফাত(পার্থক্য) আছে।

গ্রীষ্ম কালে জোহর সূর্য ঢলে গেলে আর শীত কালে দুপুর গড়িয়ে গেলে

প্রশ্ন:- গ্রীষ্ম কালে আর শীত কালে জোহরের নামায কখন পড়া ঠিক?

উত্তর:- শীত কালে যেহেতু দিন ছোট হয় আর দুপুরে গরমের তাপ সে রকম থাকে না তার জন্য সূর্য ঢলে গেলেই জোহরের নামায পড়া ভালো। আর গ্রীষ্ম কালে দিন বড়ো হয় আর দুপুরের সময় গরমের তাপ খুব বেশী তাই যখন দুপুরে রোদ্রের তাপ কম হবে তখন জোহরের নামায পড়া ভালো। দলীল বুখারী শরীফ থেকে দেখুন।

১। বুখারী শরীফ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং- ৭৬ কিতাবু মাওয়াক্বীতিস স্বালাত ভীষন গরমে জোহর ঠান্ডা করে (দেরীতে) পড়ার বর্ণনা হাদীষ নং- ৫৩৩-৫৩৪,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হাজরাত আবু হুরাইরাহ হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের নিকট থেকে বর্ণনা করেন যে হুজুর বলেছেন

اِذَ الشْتَدَّ الْحَرُّفَابْرِدُوْا بِلصَّلٰوةِ فَاِنَّ شَدَّةَ الْحَرِّمِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ-

উচ্চারণ:- ইযাশ তাদ্দাল হাররু ফাবরিদূ বিস্বস্বালাতি ফাইন্না শিদ্দাতাল হাররি মিন ফাইহি জাহান্নাম,

অর্থ:- যখন ভীষণ গরম হয় তখন নামায ঠান্ডা সময়ে পড়িও এই জন্য যে ভীষণ গরম দোযখের অগ্নিশিখা,

২। বুখারী শরীফ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং- ৭৬ কিতাবু মাওয়াক্বীতিস স্বালাত ভীষন গরমে জোহর ঠান্ডা করে (দেরীতে) পড়ার বর্ণনা হাদীষ নং-৫৩৫,

عَنْ اَبِیْ ذَرٍ قَالَ: اَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- فَقَالَ:اَبْرِدُ اَبْرِدْاَوْقَالَ اِنْتَظِرْ اِنْتَظِرْ-

উচ্চারণ:- আন আবী যারিন ক্বালা, আয্যনা মুয়াযযিনুন নবীই স্বসাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাক্বালা: আবরিদ আবরিদ আওক্বালা ইনতাজির, ইনতাজির,

অর্থ:-হাজরাত আবু যার গিফারী রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের মুযাযযিন জোহরের আযান দিতে চাইলে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আলাইহি অ সাল্লাম বললেন ঠান্ডা হতে দাও, ঠান্ডা হতে দাও অথবা বলেছেন এখন থামো এখন থামো, (অপেক্ষা করো)

وَقَالَ: شِدَّةُ الْحَرِمِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاِذَ الشْتَدَّ

الْحَرُّفَابْرِدُوْا عَنِ الصَّلٰوةِ رَاَيْنَا فِيْءَ التَّلُوْلِ۔

উচ্চারণ:- অ ক্বালা, শিদ্দাতুল হাররি মিন ফাইহি জাহান্নামা ফাইযাশ তাদ্দাল হাররু ফাআবরিদু আনিস সালাতি হাত্তা রাআইনা ফীয়াত ত্বালুল,

অর্থ:-আর তিনি বলেছেন ভীষণ গরম দোযখের অগ্নিশিখা। এই জন্য যখন ভীষণ গরম হয় তখন নামায ঠান্ডার সময় আদায়, করো বর্ণনা কারী বলেন যে যতক্ষন আমি ছোট পাহাড়ের ছায়া না দেখতে পায়।

২। বুখারী শরীফ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং- ১২৪ কিতাবুল জুময়াহ জুম্মার দিন যখন ভীষন গরম হয় ,সেই সময়ের বর্ণনা হাদীষ নং-৯০৬, হাজরাত আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا الشْتَدَّ

الْبَرْدُ بَكَّرَ بِا لصَّلٰوةِ وَاِذَا الشْتَدَّ الْحَرُّاَبْرَدَ بِالصَّلٰوةِ

يَعْنِىْ الْجُمْعَةَ۔

উচ্চারণ:- কানান নাবীয়ু স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম ইযাশ তাদ্দাল বারদু বাক্কারা বিস্বস্বালাতি অ ইযাশ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তাদ্দাল হাররু আবরাদা বিস্ব-স্বালাতি ইয়ানী জুমুয়াহ।

অর্থ:- নাবী স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম, যখন ঠান্ডা বেশী হতো তখন নামায তাড়া তাড়ি পড়তেন, আর যখন গরম বেশী হতো তখন নামায ঠান্ডা সময়ে পড়তেন, অর্থাৎ জুমার নামায,

উপকার:- এই হাদীষ দ্বারা ইহাও জানা গেল যে যেহেতু জুম্মার নামায জোহরের বদলে এই জন্য হুজুর স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম জোহরের নামাযের মতো শীত কালে তাড়া তাড়ি আর গ্রীষ্ম কালে দেরী করে জুম্মার নামায পড়তেন।

(মুয়ানাক্বাহ (আলিঙ্গন) ও মুস্বাফা করার বর্ণনা)

মুয়ানাক্বাহ (আলিঙ্গন) করা জায়েয)

প্রশ্ন:- মুয়ানাক্বাহ করা অর্থাৎ সাক্ষাতের সময় সাক্ষাত কারীকে বুকে জড়িয়ে ধরা কী শরীয়ত সম্মত?

উত্তর:- ভালবাসা ব্যক্ত করার ও সম্মানের উদ্যেশ্যে আলিঙ্গন করতে পারা যায়, বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৫৩১ কিতাবুল মানাকিব হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বীআল্লাহু তা'আলা আনহুমার বর্ণনা হাদীষ নং ৩৭৫৬।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ضَمَّنِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ

تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلٰى صَدْرِهٖ وَ قَالَ: اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ

الْحِكْمَةَ۔

উচ্চারণ:- আন ইবনি আব্বাসিন ক্বালা দাম্মানীন নবীয়ু

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা ইলা স্বাদরিহি অ ক্বালা, আল্লাহুম্মা আল্লিমহুল হিকমাতা।

অর্থ:- হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন যে, নবী স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে এই দুয়া করেছেন ইয়া আল্লাহ একে হিকমাত শিখিয়ে দাও।

বুখারী শলীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৮৮৮ কিতাবুল আদাব, বাচ্চাদের কোলে নেওয়ার বর্ণনা, হাদীষ নং-৬০০৩

عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَاخُذُنِى فَيُقْعِدُنِىْ عَلٰى فَخِذِهٖ وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ عَلٰى فَخِذِهِ الْاٰخَرِ ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَاِنِّىْ اَرْحَمُهُمَا۔

উচ্চারণ:- আন উসামাতাবনি জায়দিন কানা রাসুলুল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা ইয়া খুযুলী ফা ইয়ুক্বয়্যিদুনী আলা ফাখযিহি অ ইয়াক্বয়্যুদুল হাসানা আলা ফাখযিহিল আখারি সুম্মা ইয়াদুম্মুহুমা সুম্মা ইয়াকুলু, আল্লাহুম্মার হামহুমা ফাইন্নী আরহামুহুমা।

অর্থ:-হাজরাত উসামা বিন জায়েদ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম আমার হাত ধরে এক উরুতে আমাকে বসিয়ে নিতেন আর দ্বিতীয় উরুতে হাজরাত হাসান রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে বসিয়ে নিতেন: অত:পর আমাদের জড়িয়ে ধরে এই দুয়া করতেন, ইয়া আল্লাহ আমি এই দুই জনকে ভালো বাসি, তুমিও এই দুই জনের প্রতি দয়া করো।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৫৩০ কিতাবুল মানাক্বিব হাজরাত ইমাম হাসান ও হাজরাত ইমাম হুসাইন রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার ফজিলতের বর্ণনা। হাদীষ নং-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَانَقَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلْحَسَنَ۔

উচ্চারণ:- আন আবী হুরাইরাতা রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আনাক্বান নাবীয়ু স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা আল হাসানা

অর্থ:-হাজরাত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম, হাজরাত হাসান রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন অর্থাৎ আলিঙ্গন করেছেন

মুস্বাফাহ করা সুন্নাত

প্রশ্ন:- মুস্বাফাহ কাকে বলা হয়?

উত্তর:- একজন মুসলমান অন্য এক জন মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়, একে অপরের সাথে যে হাত মিলিয়ে, ক্ষমার জন্য দুয়া করে তাকে মুস্বাফাহ বলা হয়।

প্রশ্ন:- মুস্বাফাহ করার জন্য শরীয়তের কোন আদেশ আছে কী? এবং সেটা কখন থেকে?

উত্তর:-অবশ্যই মুস্বাফাহার জন্য শরীয়তের নির্দেশ আছে, যা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের সুন্নাত, গুনাহ মাফের কারণ, আর হুজরের সময় কাল থেকেই চলে আসছে,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৯২৬ কিতাবুল ইসতিয়ানা, মুসাফা করার বর্ণনা, হাদীষ নং- ৬২৬৩,

عَنْ قَتَادَةَ قُلْتُ لِاَنَسٍ اَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِىْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ نَعَمْ:

উচ্চারণ:-আন ক্বাতাদাতা, ক্বলতু লি আনাসিন আঃকানাতিল মুস্বাফাহাতু ফী আস্বহাবিন্নাবীই স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম, ক্বালা: নায়াম।

অর্থ:- হাজরাত কাতাদাহ বর্ণনা করেন যে, আমি হাজরাত আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে এই কথা জিজ্ঞেস করলাম যে, স্বাহাবায়ে কেরাম নিজেদের মধ্যে কী মুস্বাফাহ করতেন? উত্তরে তিনি কললেন হাঁ।

প্রশ্ন:-মুস্বাফাহ করার সময় কী দুয়া পাঠ করতে হয়?

উত্তর:- ইয়াগফিরুল্লাহু লানা অ লাকুম, يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ،

অর্থ:- আল্লাহ যেন তোমাকে ক্ষমা করেন আর আমাকেও।

দুই হাতে মুস্বাফাহ করা সুন্নাত

প্রশ্ন:- মুস্বাফা দুই হাত দ্বারা করতে হয়? না এক হাতে?

উত্তর:- দুই হাত দ্বারা মুস্বাফাহ করা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম ও স্বাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত! বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৯২৬ কিতাবুল ইসতিযান মুস্বাফাহ করার বর্ণনা, হাদীষ নং-

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

قَالَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ عَلَّمَنِىْ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلتَّشَهُّدَ وَ كَفِّىْ بَيْنَ كَفَّيْهِ-

উচ্চারণ:- ক্বালা ইবনু মাসউদিন আল্লামানীন নাবীয়ু স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম, আততাশাহ, হুদা অ কাফ্ফী বাইনা কাফ্ফাইহি!

অর্থ:- হাজরাত আব্দুল্লাহ ইবনি মাসউদ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম আমার হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে আমাকে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা শিখিয়েছেন।

বুখারী শরীফ,২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৯২৬ কিতাবুল ইসতিযান, দুই হাতে ধরার বর্ণনা, হাদীষ নং-৬২২৫,

اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ اِبْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ:عَلَّمَنِىْ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلتَّشَهُّدَ وَ كَفِّىْ بَيْنَ كَفَّيْهِ كَمَا يُعَلِّمُنِىْ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ الخ-

উচ্চারণ:- আবু মা'মারিন ক্বালা, সামে'তু ইবনা মাসউদিন, ইয়াকুলু আল্লামানীন নবীয়ু স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম আত্তাশাহ, হুদা অ কাফ্ফী বাইনা কাফ্ফাইহি কামা ইয়ুয়াল্লিমুনীস সুরাতা মিনাল কুরআনি। শেষ পর্যন্ত,

অর্থ:- হাজরাত আবু মা'মার বলেন যে, আমি হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে ইহা বলতে শুনেছি যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আমাকে এই ভাবে আত্তা হিয়াতু পাঠ করতে শিখিয়েছেন যেমন ভাবে কুরআনের সূরা শিখাতেন, আর সেই সময় আমার হাত রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুই হাতের মধ্যে ছিল।

মুস্বাফাহ সম্পর্কে প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন:- *এটাও হতে পারে যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আত্তাহিয়াতু শিখানোর সময় তিনার হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়েছেন, অতঃএব, এই হাদীষকে, দুই হাতে মুস্বাফাহ করার দলীল সরূপ কিভাবে নেওয়া যেতে পারে?*

উত্তর:- হাজরাত ইমাম বুখারী মুস্বাফার বর্ণনায় প্রথমে এই হাদীষকে বর্ণনা করেছেন, অতঃএব দ্বিতীয় র্বণনায় দুই হাত ধরার বর্ণনা করেছেন, তাই আমিও সেই হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের হাদীষ নিয়ে এসেছি, যাতে বুঝা গেল যে দুই হাতে মুস্বাফা করা সুন্নাত, আর এই হাদীষ দুই হাতে মুস্বাফা করা সুন্নাত হওয়ারই দলীল।

প্রশ্ন:- ইহাও হতে পারে যে হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আর শিক্ষা দেওয়ার সময় হুজুর তাঁর হাত নিজের দুই হাতে ধরেছেন?

উত্তর:-এটা হওয়াও স্বাভাবিক যে, তিনি রাসুলুল্লার নিকট গেলেন, আর সালাম বিনিময়ের পর মুস্বাফাহ করার সময় রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদকে আত্তাহিয়াতু শিক্ষা দিলেন।

প্রশ্ন:- হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের দিক থেকে তো এক হাত দেওয়ার ধারণা হচ্ছে?

উত্তর:- উক্ত হাদীষ দ্বারা এমন কিছু ব্যক্ত হয় না, অতএব

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

এক হাতে মুস্বাফাহ করার দাবী, ভিত্তিহীন, বরং ইহা বলাই বেশী ভালো যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের উপর আমল করতে গিয়ে, হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও দুই হাতে মুস্বাফা করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য তাবেঈনে কেরামের আমল দেখুন।

তাবেঈন গণ দুই হাতে মুস্বাফাহ করতেন।

বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং-৯২৬ কিতাবুল ইসতীযান দুই হাত ধরার বর্ণনা- وَ صَافَحَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدِنِ بْنِ الْمُبَارَكِ بِيَدَيْهِ

উচ্চারণ:- অ স্বাফাহা হাম্মাদুবনু জাইদিনিবনিল মুবারাকি বিইয়াদাইহি

অর্থ:- আর হাজরাত হাম্মাদ বিন জায়েদ বিন মুবারাক রহমাতুল্লাহ আলাইহি হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক রহমাতুল্লাহ আলাইহির সাথে দুই হাতে মুস্বাফা করতেন।

উপকার:- উপরের বর্ণনায় ইহাই জানা গেল যে,, তাবেঈনে কেরামও দুই হাতে মুস্বাফা করতেন।

ইয়াদুন শব্দের ব্যাখ্যা (يَدٌ)

প্রশ্ন:- বুখারী শরীফ ব্যতীত হাদীষের অন্যান্য বইয়ে মুস্বাফার বর্ণনায় কিছু হাদীষে ইয়াদ শব্দ এক বচন ব্যবহার করা হয়েছে, তা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, এক হাতে মুস্বাফা করাও ঠিক?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উত্তর:-শরীরের সেই অঙ্গ যা জোড়া আছে, আর এক অপরের সাথে আলাদা ভাবে ব্যাবহার হয় না, যেমন হাত, পা, চোখ, কান, অথবা বিচ্ছিন্ন হয়, যেমন জুতা মোজা ইত্যাদি,এই সব জিনিষে এক বচন ও দ্বিবচনে পার্থক্য করা হয় না, বরং যেমন ভাবে দ্বিবচন বললে দুই বুঝা যাই ঐ রূপ এক বচন বললেও দুইই বুঝা যাই, তবে হ্যাঁ কখনো এটাও হতে পারে যে যদি কেউ বিশেষ করে এক হাত অর্থ করে তবে ভূল হওয়ার আশঙ্কা আছে, কুরআন শরীফের আয়াত ও বুখারী শরীফের হাদীষ দ্বারা. আরো কিছু উদাহরণ দিচ্ছি দেখুন।

بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণ:- বি ইয়াদি কাল খাইরি ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইঈন ক্বাদীর পারা নং-৩ সূরা অল ইমরান আয়াত নং-২৬

অর্থ:- সমস্ত্ব কল্যাণ তোমারই হাতে, নিঃসন্দেহে তুমি সব কিছু করতে পারো।

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

উচ্চারণ:-কুল ইন্নাল ফাদলা বিইয়াদিল্লাহি ইয়ুতীহি মাঁইইয়া শায়ু অল্লাহু অসিউল আলীম। পারা নং-৩ সূরা আল ইমরান আয়াত নং-৭৩

অর্থ:-আপনি বলেদিন, অনুগ্রহ তো আল্লাহরই হাতে; যাকে চান প্রদান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا

উচ্চারণ:- ইযা আখরাজা ইয়াদাহু লাম ইয়াকাদ ইয়ারাহা, পারা নং--১৮,সূরা নূর আয়াত নং-৪০

অর্থ:-যখন আপন হাত বের করো তখন তা দেখা যায় বলে

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

মনে হয় না এবং আল্লাহ্ যাকে আলো দান করেন না, তার জন্য কোথাও আলো নেই। অর্থাৎ কাফের এমন অন্ধকারের মধ্যে আছে যে, আপন হাত বের করলেও দেখতে পাইনা, এখন এই অর্থ তো ঠিক হবে না যে, কাফের যদি দুই হাত বের করে তবে দেখতে পাবে

আল্লাহ তা'আলা কিতাবীদের কে কর দেবার সম্পর্কে বলেছেন-

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

উচ্চারণ:- কাতিলুল্লাযীনা লা ইয়ুমিনুনা বিল্লাহি অলা বিল ইয়াওমিল আখিরি অলা ইয়ুহাররি মুনা মা হাররামাল্লাহু অ রাসুলুহু অ লা ইয়াদীনূনা দীনাল হাক্কি মিনাল্লাযীনা উতুল কিতাবা হাত্তা ইয়ুত্বুল জিযইয়াতা আঁই ইয়াদিওঁ অ হুম স্বাগিরুন। পারা নং-১০ সূরা তাওবা আয়াত নং-২৯।

অর্থ:- যুদ্ধ করো তাদের সাথে, যারা ঈমান আনে না আল্লাহর উপর ও কিয়ামত দিবসের উপর এবং হারাম বলে মানে না ওই বস্তুকে যাকে হারাম করেছেন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এবং সত্য দ্বীনের অনুসারী হয় না; অর্থাৎ ওই সব লোক যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে, যে পর্যন্ত্ব নিজ হাতে জিযিয়া (কর) দেবে না লাঞ্ছিত হয়ে।

উপকার:- কুরআন পাকের এই সমস্ত্ব আয়াতে ইয়াদ শব্দ একবচন কিন্তু এর দ্বারাই দুই হাত কেই বুঝানো হয়েছে, এক হাত অর্থ করা ঠিক নয় বুখারী শরীফ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং-৬ কিতাবুল ঈমান, বাবুল আল মুসলিমু মান সালেমাল মুসলিমুনা মিন লিসানিহি অ ইয়াদিহি হাদীষ নং-১০

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

قَالَ: اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ۔

উচ্চারণ:- আন আবদিল্লাহ বিন উমারা আনিন নাবীই স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা ক্বালা: আলমুসলিমু মান সালিমা মিন লিসানিহি অ ইয়াদিহি।

অর্থ:- হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, মুসলমান সেই ব্যক্তিই যার, মুখ আর হাত থেকে অন্য মুসলমান শান্তিতে থাকে।

এখানেও ইয়াদ শব্দ এক বচন কিন্তু দুই হাত থেকেই যেন মুসলমান বেচে থাকে অর্থাৎ দুই হাতেরই অনষ্ট থেকে যেন মুসলমান বেচে থাকে।

বুখারী শরীফ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং-২৭৮ কিতাবুল বায়ু, মানুষ যেন তার উপার্যিত খাদ্য ভক্ষন করে তার বর্ণনা হাদীষ নং-২০৭২

عَنِ الْمِقْدَامِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَاكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهٖ وَاِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ دَاُوْدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَاكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهٖ۔

উচ্চারণ:-আনিল মিক্বদামি আন রাসুলিল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা ক্বালা: মা আকালা আহাদুন তায়ামান কাত্তু খাইরান মিন আঁই ইয়াকুলা মিন আমালি ইয়াদিহি অ ইন্না

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নাবীয়াল্লাহি দাউদা আলাইহিস সালামু কানা ইয়াকুলু মিন আমালি ইয়াদিহি।

অর্থ:- হাজরাত মিকদাম রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন কেউ নিজের হাতের উপার্জনের চাইতে উত্তম খাবার খাইনি, আর আল্লাহর নবী হাজরাত দাউদ আলাইহিস সালাম নিজের হাতের উপার্জিত খাবার খেতেন।

উপকার:- এই হাদীষ শরীফে ইয়াদ শব্দ এক বচন কিন্তু তার অর্থ দুই হাত, কেননা হাজরাত দাউদ আলাইহিস সালাম যেরাহ (যুদ্ধের পোষাক বিশেষ) তৈরী করতেন, আর তা দুই হাতেই তৈরী হয়,

উপকার:- উল্লিখিত আয়াত ও হাদীষে প্রত্যেক জায়গায় ইয়াদ শব্দ এক বচন ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু সব জায়গায় অর্থ দুই হাতের নেওয়া হয়েছে, এই রূপ মুস্বাফাহর অধ্যায়েও দুই হাত দ্বারা মুস্বাফাহ করাই হবে।

উপকার:- মুস্বাফাহ করার উদ্যেশ্য ভ্রাতৃত্ব ব্যক্ত করা এই জন্য, দুই হাতে মুস্বাফাহ করা উত্তম, আর অন্যান্য মনস্ক মানুষের অভ্যাসের বিপরীতও বটে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

গায়ের মাহ্‌রাম মেয়েদের (পর নারীর) সাথে মুস্বাফাহ করা বৈধ নয়

প্রশ্ন:- বিয়ের সময় গায়ের মাহরাম মেয়েদের সাথে বরের মুস্বাফা করা কি বৈধ?

উত্তর:- যে কোন সময় গায়ের মাহরাম মেয়েদের ও মহিলাদের সাথে এক কথায় পর নারীর সাথে মুস্বাফা করা বৈধ নয়, মুস্বাফা করা, বা হাত মেলান হারাম।

বুখারী শরীফ ২য় খন্ড,পৃষ্ঠা নং-১০৭১ কিতাবুল আহ্‌কাম হাদীষ নং-৭২১৪

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ لِهٰذِهِ الْاٰيَةِ لَايُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا قَالَتْ وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَامْرَأَةٍ اِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا

উচ্চারণ:- আন আয়েশাতা ক্বালাত কালা ন্নাবীয়ু স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম ইউবায়িউন নিসায়া বিল কালামি লি হাযিহিল আয়াতি লা ইউশ রিকনা বিল্লাহি শাইয়ান, ক্বালাত অ মা মাসসাত ইয়াদু রাসুলিল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা ইয়াদা ইমরাআতিন ইল্লা ইমরায়াতান ইয়ামলিকুহা

অর্থ:-উম্মূল মুঃমিনীন সাইয়্যেদাহ আয়েশা সিদ্দীকাহ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু

তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদের নিকট থেকে মৌখিক বাইআত (অঙ্গিকার) নিতেন, এই আয়াতের সঙ্গে, আর তোমারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক কোরোনা! উম্মূল মুঃমিনীন হাজরাত সাইয়্যেদাহ আয়েশা সিদ্দীকাহ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত, কখনো কোন পর মহিলার হাত স্পর্শ করেনি, কিন্তু তিনি হাত লাগিয়েছেন যে তিনার স্ত্রী অথবা দাসী:

উপকার:- যখন রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইআত গ্রহনের সময় কোন পর নারীর হাত নিজের হাতে স্পর্শ করেননি, তখন কোন পুরুষ কোন পর নারীর হাত ধরে মুস্বাফাহ বা বাইআত কি ভাবে গ্রহণ করতে পারে?

মুস্বাফাহ করার জন্য যে কোন সময়কে ধার্য করতে পারে

প্রশ্ন:-মুস্বাফাহ কোন সময় করা চলে?

উত্তর:- মুসলমানকে যে কোন সময় নিজেদের মধ্যে সাক্ষাতের সময়, সালাম মুস্বাফাহ করে নেওয়া উচিত,তাতে নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বাড়ে ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়, ক্ষমা পাওয়ার আশা থাকে।

প্রশ্ন:-মসজিদে, গিয়ে জুম্মা, আসর, ফজরের নামাজের পর মুস্বাফাহ করা কেমন?

উত্তর:- মুস্বাফাহ করা জায়েয ও ভালো কাজ, তবে যে কোন সময় নামাজের আগে বা পরে মুস্বাফাহ করতে পারে, ফরজ,

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জুম্মা, আস্বর বলে কোন কথা নেই। ফজর ও আস্বরের নামাযের পর যেহেতু সুন্নাত ও নফল পড়া নিষেধ, তাই সাক্ষাত করা সুবিধা আর নামাযিরা নিজেদের মধ্যে সালাম মুস্বাফাহ করে নিতে পারে, এই রূপ ধার্য করার কারণ নাই, বরং যে কোন ভালো কাজ সময় ধার্য্য করে করতে পারে,. যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পছন্দ করেন।

১। বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৯৫৭, কিতাবুর রিক্বাক্ব, মধ্যস্থ আর যে কোন আমল একাধারে করার বর্ণনা, হাদীষ নং-৬৪৫

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ:سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَيُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ؟ قَالَ اَدْوَمُهُ وَاِنْ قَلَّ وَقَالَ اكْلَفُوْا مِنَ الْاَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ

উচ্চারণ:- আন আয়েশাতা আন্নাহা ক্বালাত; সুয়িলান নাবীয়ু স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা আইউল আমালি আহবুবু ইলাল্লাহি? ক্বালা; আদ অমুহু অ ইন ক্বাল্লা অ ক্বালা আকলাফু মিনাল আ'মালি মা তুতীক্বুনা!

অর্থ:-উম্মুল মু:মিনীন হাজরাত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করা হলো আল্লাহ তা'আলা কোন আমল সব চাইতে বেশী পছন্দ করেন? রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম উত্তর দিলেন যে আমল সর্বদা করা হয় যদিও তা অল্প হয়, আরো বললেন যে কাজ সর্বদা করতে পারবে সেটাই করার চেষ্টা করিও।

বুখারী শরীফ ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৯৫৭, কিতাবুর রিক্বাক্ব। মধস্থ আর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

যে কোন আমল একাধারে করার বর্ণনা হাদীষ নং-৬৪৬২।

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ اَحَبُّ الْعَمَلِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلَّذِىْ يَدُوْمُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ۔

উচ্চারণ:- আন আয়িশাতা ক্বালাত, কানা আহাব্বুল আমালি ইলা রাসুলল্লিাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা, আল্লাযী ইয়াদুমু আলাইহি স্বাহিবুহু।

অর্থ:- উম্মুল মু:মিনীন হাজরাত সাইয়্যেদাহ আয়েশা সিদ্দীকাহ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বর্ণনা করেন যে,রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সেই নেক কাজ বেশী পছন্দ করতেন যা মানুষ নিয়মনুযায়ী সর্বদা করে!

৩। বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৫৪, কিতাবুত তাহাজ্জুদ এই কথা পছন্দনীয় নয় যে, মানুষ রাতে নামায পড়া ছেড়ে দেয় হাদীষ নং-১১৫২,

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: يَا عَبْدَاللّٰهِ؛ لَاتَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ۔

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উচ্চারণ:- আন আবদিল্লাহ বিন আমরিবনিল আস ক্বালা ক্বালা লী রাসুলুল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা, ইয়া আবদাল্লাহ! লা-তাকুন মিসলা ফালানিন ক্বালা ইয়াকুমুল লাইলা, ফাতারাকা ক্বিয়ামাল লাইলা

অর্থ:- হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন অস রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম আমাকে বলেছেন হে আব্দুল্লাহ, তুমি অমুকের মতো হইও না, কারণ সে তাহাজ্জুদ পড়তে পড়তে ছেড়ে দিয়েছে।

৪। বুখারী শরীফ পৃষ্ঠা নং ১১ কিতাবুল ঈমান আল্লাহ তা'আলা সেই কাজ বেশী পছন্দ করেন যা সর্বদা করা হয়। হাঁদীষ নং-৪৩।

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ

وَ سَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ عِنْدَهَا امْرَأَةٌ

قَالَ مَنْ هٰذِهِ: قَالَتْ: فُلَانٌ تُذْكَرُ مِنْ صَلَاتِهَا

উচ্চারণ:- আন আয়িশাতা আন্নাবীয়া স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা, দাখালা আলাইহা অ ইন্দাহা ইমরাআতুন ক্বালা মান হাযিহি? ক্বা-লাত ফালানাতুন তুযকারুমিন স্বালাতিহা

অর্থ:- উম্মুল মু:মিনীন হাজরাত সাইয়্যেদাহ আয়েশা সিদ্দীকাহ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বাড়ীতে প্রবেশ করলেন তখন বাড়ীতে একজন মহিলা ছিলো, তাকে দেখে হুজুর জিজ্ঞেস করলেন, এ মহিলা কে? হাজরাত আয়েশা উত্তরে বললেন, অমুক, আর তার খুব নামায পড়ার গুন বর্ণনা করতে লাগলেন, তখন হুজুর বললেন,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

قَالَ:مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُوْنَ فَوَاللّٰهِ لَايَمَلُّ اللّٰهُ

حَتّٰى تَمِلُّوْا وَ كَانَ اَحَبُّ الدِّيْنِ اِلَيْهِ مَادَوَامَ عَلَيْهِ

صَاحِبُهُ.

উচ্চারণ:- ক্বালা, মাহ, আলাইকুম বিমা তুত্বীকুনাহু ফা অল্লাহি লা-ইমাল্লুল লাহু হাত্তা তামাল্লু অ কানা আহাব্বুদ দ্বীনি ইলাইহি মা-দাওয়ামা আলাইহি স্বাহিবুহু।

অর্থ:- তিনি বললেন থামো, শুধু মাত্র অত টুকু আমল করো যতটুকু প্রতিদিন করতে পারবে, আল্লাহর কসম, আল্লাহ তা'আলা নেকী দিতে ক্লান্ত্ব হন না কিন্তু তুমি ক্লান্ত্ব হয়ে পড়বে, আর আল্লাহর নিকট সেই কাজটি অতি পছন্দনীয় যা মানুষ ধারাবাহিক ভাবে করে,

উপকার:- উল্লিখিত চার চারটি হাদীষ দ্বারা ইহাই জানা গেলো যে, যে কোন ভালো কাজ ধারা বাহিক ভাবে করা আল্লাহ তা'আলা আর রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের নিকট পছন্দনীয়।

উপকার:- মুস্বাফাহ করাও একটি কাজ, আর গুনাহ মোচনের কারণ এই জন্য ফজর, আর আস্বরের নামাযের পর অথবা জুম্মার নামাজের পর, অথবা ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেসে মুস্বাফাহ করাই শরিয়তের দিক থেকে কোন অসুবিধা নেই, বরং যদি এই সন্দেহ হয় যে অজ্ঞ সাধারণ ব্যক্তি সেই সময় মুস্বাফা করা অবধারিত মনে করে তবে জ্ঞানী জনদের জন্য উত্তম যে সেও কখনো কখনো সময় পরিবর্তন করে নেই। অথবা কখনো কখনো মুস্বাফাহ করা থেকে বিরত থাকে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বাইআত ও তার আহ্কামের বর্ণনা

বাইআত (শিষ্যত্ব গ্রহন) করা ভালো কাজ

প্রশ্ন:- কোন খোদাভীরু পরহেজগার পীর ও মুর্শিদের হাতে হাত দিয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ, করা কিরূপ?

উত্তর:- যে কোন নেক কাজ করার অঙ্গিকারের সহিত বাইআত (শিষ্যত্ব) গ্রহণ করা, কুরআন ও হাদীষ অনুযায়ী জায়েজ ও বৈধ- আল্লাহ তা'আলা বলেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ؕ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

১।

উচ্চারণ:- ইন্নাল লাযীনা ইয়ুবাইউনাকা ইন্নামা ইয়ুবা ইয়ুনাল্লাহা ইয়াদুল্লাহি ফাওক্বা আইদীহিম ফামান নাকাসা ফাইন্নামা ইয়ানকুসু আলা নাফসিহি অ মান আওফা বিমা আ-হাদা আলাইহুল্লাহা ফাসা ইয়ুতিহি আজরান আজীমা! পারা নং-২৬ সূরা আলফাতাহ আয়াত নং-১০

অর্থ:- ওই সব লোক যারা আপনার নিকট বাইআত গ্রহণ করেছে তারা তো আল্লাহরই নিকট বাইআত গ্রহণ করেছে। তাদের হাত গুলোর উপর আল্লাহর হাত রয়েছে। সুতরাং যে কেউ অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে সে নিজেরই অনিষ্ঠার্থে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, আর যে কেউ পুরণ করেছে ওই অঙ্গীকার, যা সে আল্লাহর সাথে করেছিলো তবে অতি সত্বর আল্লাহ তাকে মহা পুরস্কার দেবেন।

২। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং- ৫৫০ কিতাবুল

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মানাক্বিব,মক্কা মুকাররমাই রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের নিকট আনসার গণের একটি দল আসার বর্ণনা ও বাইআতে উক্ববার বর্ণনা হাদীষ নং-৩৮৯২।

হাজরাত আবু ইদ্রীস রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে, হাজরাত আবু উবাদাহ বিন স্বামিত রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওই ব্যক্তি গণের মধ্যে একজন যে তিনি রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের সঙ্গে বদরের যুদ্ধে শরিক ছিলেন, আর মদিনা বাসীদের সঙ্গে বাইআতে উক্ববাতেও শরিক ছিলেন, তিনার বর্ণনা।

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ اَصْحَابِهٖ: تَعَالَوْا بَايِعُوْنِىْ عَلٰى اَنْ لَّا يُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْأً وَّلَا تَسْرِقُوْا وَلَا تَزْنُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَا دَكُمْ وَ لَا تَأْتُوْنَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَ لَا تَعْصُوْنِ فِىْ مَعْرُوْفٍ

উচ্চারণ:- আন্না রাসুলাল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা ক্বালা অ হাওলাহু এস্বাবাতুন মিন আস্বহাবিহি তা'আলাও বা-ইয়ুনী আল্লা তুশরিকূ বিল্লাহি শাইআওঁ অ-লা তাসরিকূ অ-লা তাজনূ ও লা তাক্বতুলূ আওলাদা কুম অ-লা তা'তুনা বিবুহ তানিন তাফতারুনা বাইনা আইদীকুম অ আরজুলিকুম অ-লা তাস্নীফী মারুফিন

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ:- যখন রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের নিকট স্বাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন তখন হুজুর বলেছেন এসো আমার নিকট এই অঙ্গীকারের সাথে বাইআত করো যে আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না যিনা (ব্যাভিচারী) করবে না, নিজের সন্তান কে মেরে ফেলবে না, আর নিজেদের মধ্যে এক অপরের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেবে না আর ভালো কাজে আমার, বিদ্রোহী হইও না।

فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ وَ مَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْأً فَعُوْقِبَةٌ فِىْ الدُّنْيَا فَهُوَلَهٗ كَفَّارَةٌ وَ مَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْأً فَسَتَرَهُ اللّٰهُفَاَمْرُهٗ اِلَى اللّٰهِاِنْ شَاءَ عَاقَبَهٗ وَ اِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ قَالَ فَبَا يَعْتُهٗ عَلٰى ذٰلِكَ۔

উচ্চারণঃ- ফা মান অফা মিনকুম ফা আজরুহু আলাল্লাহি অ মান আস্বাবা মিন যালিকা শাইয়ান ফা উক্বিবাহু ফিদ্দুনিয়া ফাহুঅ লাহু কাফ্ফারাতুন অ মান আস্বাবা মিন যালিকা শাইয়ান ফা সাতারাহুল্লাহু ফা আমরুহু ইলাল্লাহি ইনশায়া আক্বাবাহু অ ইন শায়া আফা আনহু ক্বালা ফা বাইয়াতুহু আলা যালিকা

অর্থ:- সুতরাং যে নিজের অঙ্গীকার পুরা করবে আল্লাহ তা'আলার নিকট তার পূণ্য আছে, আর যার দ্বারা উক্ত কাজে ত্রুটি হবে, তার জন্য যদি এ জগতে তার সাজা হয়ে যায় তবে সেটা হবে তার জন্য কাফ্ফারা সরূপ, আর যার দ্বারা কোন প্রকার ত্রুটি ও ভুল হয়ে যাই আর আল্লাহ যদি তার ভুল ত্রুটি লুকিয়ে রাখেন তবে তার

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ব্যাপারটা আল্লাহ তা'আলাই জানেন ইচ্ছা করলে মাফ করবেন ইচ্ছা করলে সাজা দিবেন,

হাজরাত উবাদা বিন স্বামিত রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে, আমিও রাসুলুল্লাহর নিকট এই কথার উপরেই বাইআত গ্রহণ করেছি

৩। বুখারী শরীফ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং-১৩ কিতাবুল ঈমান, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই কথার বর্ণনা যা, আল্লাহ তা'আলার দিন, তার রাসুল, মুসলমানদের ইমাম, আর সাধারণ মুসলমানদের যাতে ভালো হয়, হাদীষ নং-৫৭

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بَجَلِىْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلٰى اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ۔

উচ্চারণ:- আন জারীরিবনি আবদিল্লাহি বাজালী রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ক্বালা বাইআতু রাসুলাল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামা আলা ইক্বামাতিস স্বালাতি অ ইতাইজ যাকাতি, অন নুস্বহি লিকুল্লি মুসলিমিন।

অর্থ:- হাজরাত জরীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, আমি রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম এর সঙ্গে নামায আদায় করা যাকাৎ প্রদান করা, আর সমস্ত মুসলমানের সাথে ভালো ব্যবহার করার জন্য শপথ (বাইআত) গ্রহণ করেছি?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দ্বিতীয় বার বাইআত গ্রহণ করাও জায়েজ

প্রশ্ন:- একবার বাইআত গ্রহণ করার পর কী দ্বিতীবার বাইআত করা যায়?

উত্তর:- বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং--১০৭০ কিতাবুল আহ্কাম, দ্বিতীয় বার বাইআত গ্রহর করার বর্ণনা! হাদীষ নং- ৭২০৮ রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা

عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: بَا يَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ

تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِيْ يَا سَلَمَةُ؛

اَلَا تُبَايِعُ؟ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْاُوْلٰى

قَالَ: وَفِي الثَّانِيْ.

উচ্চারণ:- আন সালামাতা ক্বালা বায়া'নান্নাবীয়া স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা তাহ্তাশ শাজারাতি ফা ক্বালা লী ইয়া সালমাতু! আল-লা তুবাইয়ু? কুলতু ইয়া রাসুলাল্লাহি ক্বাদ বাইআতু ফীল উলা ক্বালা, অ ফীস সানী!

অর্থ:- হাজরাত সালমাহ বিন আকওয়া রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গাছের নিচে বাইআত গ্রহণ করেছি, হুজুর আমাকে বলেছেন, ইয়া সালমা তুমি কী বাইআত গ্রহণ করবে না? আমি বললাম ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি আগেই বাইআত গ্রহণ করেছি, হুজুর বললেন তবে পুনরায় বাইআত গ্রহণ করে নাও।

উপকার:- এই হাদীষ দ্বারা ইহাই জানা গেল যে কোন মুর্শিদের নিকট একবার মুরিদ হওয়ার পর দ্বিতীয় বার মুরীদ হলে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

কোন অসুবিধা নাই।

মহিলারা বাইআত গ্রহণ করতে পারে

প্রশ্ন:- মহিলারাও কী কোন পীর ও মুর্শিদের বাইআত গ্রহণ করতে পারে?

উত্তর:- হাঁ মহিলারাও বাইআত গ্রহণ করতে পারে! দলীল নিচে দেখুন, মহিলারা পরদায় থেকে বাইআত গ্রহণ করতে পারে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম, নিজে মহিলাদের নিকট থেকে বাইআত নিয়েছেন যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ
شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ
بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ
مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

উচ্চারণ:- ইয়া আইয়্যহান্নাবীয়ু ইযা জায়াকাল মুঃমিনাতু ইয়ুবায়িয়ুনাকা আলা আন লা ইয়ুশরিকনা বিল্লাহি শাইয়াওঁ অলা-ইয়াসরিকনা অলা ইআজ নীনা অলা ইয়াক্তুলনা আওলাদাহুন্না অলা ইয়াতীনা বিবুহতানিঁ ইয়াফতারীনাহু বাইনা আইদীহিন্না অ আর জুলিহিন্না অলা ইয়াস্বীনাকা ফী মারুফিন ফা বায়ি'হুন্না আসতাগফির লহুন্নাল্লাহা ইন্নাল্লাহা গাফুরুর রাহীম, পারা নং-২৮ সূরা আল মুমতাহিনা আয়াত নং-১২

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ:- হে নবী যখন আপনার সম্মুখে মুসলমান নারীরা হাজির হয় বাইআত গ্রহনের জন্য এমর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক স্থীর করবে না এবং না চুরি করবে, না যিনা করবে, না আপন সন্তানদেরকে হত্যা করবে এবং না তারা ওই অপবাদ আনবে, যাকে আপন হাত ও পা গুলোর মধ্যে খানে (প্রজনন স্থানে) রচনা করে রটাবে এবং কোন সৎকাজে আপনার নির্দেশ অমান্য করবে না, তখন তাদের নিকট থেকে বাইআত গ্রহণ করুন। এবং আল্লাহর নিকট তাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। এবারে হাদীষ পড়ুন।

বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১০৭১ কিতাবুল আহকাম, মহিলাদের নিকট থেকে বাইআত গ্রহনের বর্ণনা! হাদীষ নং-৭২১৫

عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

উচ্চারণ:- আন উম্মি আত্বইয়াতা ক্বালাত বাইয়া নান্নাবীয়া স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামা।

অর্থ:- হাজরাত উম্মে আত্বইয়াহ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামার নিকট বাইআত (শপথ) গ্রহণ করেছি।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

পর নারীর হাত ধরে বাইআত করা অবৈধ

গায়ের মাহরাম(যার সঙ্গে বিয়ে করা হালাল) মহিলাদের হাত ধরে বাইআত করা অবৈধ, অর্থাৎ জায়েজ নয়

প্রশ্ন:- কোন পীর স্বাহেব, কোন পর নারীর হাত ধরে কী বাইআত গ্রহণ করতে পারে?

উত্তর:-কোন পর নারীর হাত ধরে বাইআত করা হারাম, বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং-১০৭১ কিতাবুল আহ্কাম মহিলাদের নিকট থেকে বাইআত গ্রহন করার বর্ণনা হাদীষ নং-৭২১৪,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ لِهٰذِهِ الْاٰيَةِ لَايُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا قَالَتْ وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدَامْرَأَةٍ اِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا.

উচ্চারণ:-.আন আয়িশাতা ক্বালাত কানান নাবীয়ু স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা ইউ বায়ীয়ুন নিসায়া বিল কালামি লিহাযিহিল আয়াত লাইয়ুশ রিকনা বিল্লাহি শাইয়ান, ক্বালাত অমা মাস্সাত ইয়াদু রাসুলিল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম ইয়াদা ইমারা আতিন ইল্লা ইমরা আতান ইয়ামলিকুহা!

অর্থ:- উম্মূল মুঃমিনীন হাজরাত সাইয়্যেদাহ আয়েশা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সিদ্দীকাহ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম মহিলাদের নিকট থেকে মৌখিক বাইআত গ্রহণ করতেন এই আয়াতের, "আর তোমরা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না, আর তিনি বলেছেন যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের হাত কোন দিন পর নারীর হাত স্পর্শ করেনি, কিন্তু সেই মহিলাদের হাত স্পর্শ করেছে যে তিনার স্ত্রী বা দাসী,

উপকার:- যখন সয়ং রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম কোন দিন কোন পর নারীর হাত স্পর্শ করেন নি অর্থাৎ নিজের হাতে ধরে বাইআত গ্রহণ করেন নি তখন কোন পীর স্বাহেবকে কোন পর নারীর হাত ধরে বাইআত করার নির্দেশ কিভাবে হতে পারে? ইহা কখনোই বৈধ নয় হাত ধরে বাইআত করার ইচ্ছা প্রকাশ করা ঠিক নয়-

প্রশ্ন:- যদি কোন পীর মুর্শিদ, কোন পর নারীর হাত ধরে বাইআত করার নির্দেশ দেয় তবে ওই নারীর করণীয় কী?

উত্তর:- ওই নারী এমন পীর মুর্শিদ খুঁজবে যিনি শরীয়তের মাসলা মাসায়েল জানে, এবং শরীয়তের মাসলার উপর যেন তার আমলও থাকে শুধু জানলেই চলবে না যেমন আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন।

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٩٥﴾

উচ্চারণ:- অ লা তুলকু বিআইদীকুম ইলাত তাহলুকাতি অ আহসিনু ইন্নাল্লাহা ইয়ুহিব্বুল মুহসিনীন। পারা নং-২ সূরা বাকারাহ, আয়াত নং-১৯৫,

অর্থ:- আর নিজেদের হাতে ধংসের পথে পতিত হইয়ো

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

না, এবং সৎকর্ম পরায়ণ হয়ে যাও, নিশ্চয় সৎকর্ম পরায়ণ গণ আল্লাহর প্রিয়।

যখন শরীয়ত পর নারীর হাত ধরা অথবা তার সাথে হাত মেলানো হারাম করেছে, তখন শরীয়তের বিপরীত কারো নির্দেশ মান্য করা জায়েজ নয়, এরূপ পীরের কথা কখনো মান্য করা উচিত নয়, আর তার মুরীদ হওয়াও ঠিক নয়, এই জন্য যে নাফরমানী আর পাপের কাজে কারো কথা মান্য করা চলবে না! নিচে বুখারী শরীফের হাদীষ পড়ুন বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং-১০৭৭ কিতাবু আখবারিল আহাদ খবরে ওয়াহিদের আদেশের বর্ণনা হাদীষ নং-৭২৫৭,

عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَ اَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَاَوْقَدَ نَارًا وَ قَالَ: اُدْخُلُوْهَا فَاَرَادُوْا اَنْ يَّدْخُلُوْهَا وَ قَالَ اٰخَرُوْنَ اِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا۔

উচ্চারণ:- আন আলীইন আন্নান্নাবীয়া স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা, বায়াসা জাইশান অ আম্মারা আলাইহিম রাজুলান, ফাআও কাদা নারান অ ক্বালা উদখুলুহা। ফা আরাদু আঁই ইয়াদ খুলুহা অ ক্বালা আখারুনা ইন্নামা ফারার না মিনহা!

অর্থ:- হাজরাত আলী রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম, এক দল সৈন প্রেরণ করলেন, আর এক জনকে সেই দলের নেতা নির্বাচন

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

করলেন (কারণ বশত: সেই নেতা সৈনদের প্রতি বিষন্ন হয়ে যায় অত:পর সে আগুন জালালো এবং সৈনিকদের আদেশ করলো যে তোমরা এই আগুনে প্রবেশ করো, কিছু সৈনিকদের সেই আগুনে প্রবেশ করার ইচ্ছা করলে এক অপরকে বলতে লাগলো, যে এই আগুন থেকে বাচাঁর জন্যই তো আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি! (তিনারা এই রূপ বলাবলি করতেই আগুন নিভিয়ে গেল এবং নেতার রাগও শেষ হয়ে গেল)

فَذَكَرُوْا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ لِلَّذِيْنَ اَرَادُوْا اَنْ يَّدْخُلُوْهَا لَوْ دَخَلُوْهَا لَمْ يَزَالُوْافِيْهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ لَاطَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَّةٍ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِىْ الْمَعْرُوْفِ۔

উচ্চারণ:- ফা যাকারু লি নাবীই স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামা ফা ক্বালা লিল্লাযীনা আরাদু আঁই ইয়াদ খুলুহা, লাও দাখালুহা লাম ইজালু ফীহা ইলা ইয়াওমিল ক্বিয়ামাতি, লা ত্বায়াতা ফী মা'সিয়াতিন ইন্নামাত্ব ত্বায়াতু ফীল মা'রুফ।

অর্থ:- এরা এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এই কথা শুনাল তখন রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যারা আগুনে প্রবেশ করার ইচ্ছা করে ছিলো তারা যদি আগুনে প্রবেশ করত: তবে কিয়ামত পর্যন্ত তারা আগুন থেকে বের হতে পরত না, আল্লাহর নাফারমানি করার জন্য কারো আদেশ মান্য করা যাবে না আদেশ মান্য করা যাবে শুধু মাত্র ভালো কাজে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

পীর মুর্শিদের ছবি টাঙ্গানো জায়েজ নয় (অবৈধ)

প্রশ্ন:- কোনপীর মুর্শিদের ছবি ঘরে অথবা দোকানে টাঙ্গানো কি জায়েজ?

উত্তর:- শুধু পীর মুর্শিদ কেন? যে কোন জীবের ফটো (ছবি) লটকানো শরীয়তে নিষেধ।

বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৮৮০,. কিতাবুল লিবাস ওই ছবি যা পদ দলিত করা হয় তার বর্ণনা হাদীষ নং-৫৯৫৪,

উম্মুল মু'মিনীন হাজরাত আয়েশা সিদ্দীকাহ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন।

قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِىْ عَلٰى سَهْوَةٍ لِىْ فِيْهَا تَمَا ثِيْلُ۔ فَلَمَّا رَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَتَكَهٗ وَ قَالَ: اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ قَالَتْ فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً اَوْوِسَادَتَيْنِ۔

উচ্চারণ:-কাদিমা রাসুলুল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা মিন সাফরিন অ ক্বাদ সাতারতু বিকারামিন লী আলা সাহঅতিন লী ফীহা তামা যীলু, ফালাম্মা রাআহু রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা হাতাকাহু অ ক্বালা: আশাদ্দুন নাসি আযাবান ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতিল্লাযীনা ইয়ুদাহুনা বিখালক্বিল্লাহি, ক্বালাত, ফাজায়ালনাহু বিসাদাতান আও বিসাদাতাইনি।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ:- রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম একদা সফর থেকে বাড়ি ফিরলেন, সেই সময় আমি বাড়ির বারান্দায় একখানা এমন পর্দার কাপড় টাঙ্গিঁয়ে রেখে ছিলাম যাতে ছবি অঙ্কন করা ছিলো, যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম সেটা দেখলেন তখন সেটাকে টেনে ফেলে দিয়ে বললেন, হে আয়েশাহ! কিয়ামতের দিন সব চাইতে কঠিন আযাব (শাস্তি) সেই ব্যক্তি কে দেওয়া হবে, যে জিবের ছবি অঙ্কন করবে, আল্লাহর তৈরীর নকল করবে, হাজরাত সিদ্দীকাহ বলেন, ইহা শুনে আমি সেই পর্দার কাপড়ের একটি অথবা, দুইটি তোষক তৈরী করে ছিলাম।

বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং৮৮০, কিতাবুল্লিবাস, ছবির, বর্ণনা, হাদীষ নং-৫৯৪৯

عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى

عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَاتَدْخُلُ الْمَلٰئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَاتَصَاوِيْرُ

উচ্চারণ:- আন আবী ত্বলহাতা ক্বালা; ক্বালান্নাবীয়ু স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা লা তাদখুলুল মালাইকাতু বাইতান ফীহি কালবুন অলা তাস্বাবীরু,

অর্থ:- হাজরাত আবু ত্বলহা রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, ফিরিশতা সেই গৃহে প্রবেশ করে না যে গৃহে কুকুর আর ছবি (জিবের) থাকে ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ঈলমে গাইবের বর্ণনা

ঈলমে গাইবের সংজ্ঞা

প্রশ্ন:- ঈলমে গাইব কাকে বলা হয়?

উত্তর:- তাফসীরে কাবীর ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং- ১৭৪ ইমাম রাজী কাদ্দাসা সিররুহুল আজিজের বুলি ক্বাওলু জামহুরিল মুফাসসিরীনা আলগাইবু হুঅল্লাযী ইয়াকুনু গায়ীবান আনিল হাস্সাতি

মুফাসসিরীন গণ সর্ব সম্মতিক্রমে বলেন গাইব উহাকেই বলা হয় যা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যা মানুষ নাক চোখে দেখতে পাই, না অন্য কোন ইন্দ্র দ্বারা অনুভাব করতে পারে। এটা এই ভাবেও বলা যেতে পারে যে, ঈলম গাইব সেই বস্তু কে জানার নাম যা সাধারন ভাবে মানুষ নিজের জ্ঞান ও চোখ দ্বারা অথবা অন্য কোন ইন্দ্র দ্বারা অনুভাব ও করতে না পারে।

ঈলমে গাইব সম্পর্কে শরীয়তের বিধান

প্রশ্ন:- ইলমে গাইব সম্পর্কে কিরূপ আক্বীদা (ধারাণা) থাকা প্রয়োজন?

উত্তর:- ইলমে গাইবের দুই ভাগ, ১। ঈলমে যাতী (নিজেস্ব ঈলম) ২। ঈলমে আতায়ী, (কারো দেওয়া ঈলম)

প্রশ্ন:- ঈলমে যাতী (নিজস্ব ঈলম) কাকে বলা হয়?

উত্তর:- ঈলমে যাতী আল্লহর জন্য নির্দিষ্ট, আল্লাহ তা'আলা নিজেই আলিম, তিনি যদি না বলেন তবে কেউ কিছুই জানতে পারবে না- আল্লাহ ব্যতীত কারো জন্য ঈলমে যাতী মহাল

মহাল ওকে বলা হয় যা কখনই হতে পারে না। একটি বালু

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কনার সমতুল্য ও ঈলমে যাতী অন্য কারোও জন্য মান্য করা কুফরী কাজ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, পারা নং ২০ সূরা আন নামাল আয়াত (৬৫)

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ

উচ্চারণ:- কুল লা ইয়া'লামু মান ফীস সামাওয়াতি অল আরদিল গাইবা ইল্লাল্লাহ --

অর্থ:- আপনি বলুন, নিজ থেকে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না যারা আসমান সমূহ ও যমীনে রয়েছে, আল্লাহ ব্যতীত।

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ

উচ্চারণ:- অ ইন্দাহু মাফাতিহুল গাইবি লা ইয়া'লামুহা ইল্লা হুওয়া, পারা নং-৭ সূরা আল আনয়াম, আয়াত নং-৫৯,

অর্থ:- আর তাঁরই নিকট রয়েছে অদৃশ্য ভান্ডারের চাবি সমূহ। সেগুলি একমাত্র তিনিই জানেন।

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا

উচ্চারণ:- আলিমুল গাইবি ফালা ইয়ুজহিরু আলা গাইবিহি আহাদান। পারা নং ২৯ সূরা জ্বিন, আয়াত নং-২৬

অর্থ:-অদৃশ্যের জ্ঞাতা সুতরাং আপন অদৃশ্যের উপর কাউকেও ক্ষমতাবান করেন না।

اِنِّيْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ

উচ্চারণ:- ইন্নী আ'লামু গাইবাস সামাওয়াতি অল আরাদি অ আ'লামু মা তুবদুনা অমা কুনতুম তাকতুমূনা । পারা নং-১ সূরা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

বাকারা আয়াত নং-৩৩

অর্থ:- আমি জানি আসমান সমূহ ও যমীনের সমস্ত গোপন বস্তু সম্পর্কে এবং আমি জানি যা কিছু তোমরা প্রকাশ করছো আর যা কিছু তোমরা গোপন করছো।

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

উচ্চারণ:- ইন্নাল্লাহা ইন্দাহু ঈলমুস সায়াতি অ ইয়ুনাযযীলুল গাইসা অ ইয়া লামু মাফীল আরহামি অ-মা তাদরী নাফসুন মা-যা তাকসিবু গাদাঁও অমা তাদরী নাফসুন বি আইয়ী আরদিন তামুতু ইন্নাল্লাহা আলীমুন খাবীর। পারা নং-২১ সূরা লুকমান আয়াত নং-৩৪,

অর্থ:- নিশ্চয় আল্লাহর নিকট রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান এবং বৃষ্টি বর্ষন করেন এবং জানেন যা কিছু মায়েদের গর্ভে রয়েছে, আর কেউ জানে না কাল কি উপর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন ভূখন্ডে মৃত্যু বরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব জ্ঞাতা সব বিষয়ে খবর দাতা

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ

উচ্চারণ:-কুল লা-আকুলু লাকুম,ইন্দী খাজাইনুল্লাহি অ লা-আ'লামুল গাইবা অ লা আকুলু লাকুম ইন্নী মালাকুল ইন আত্তাবিয়ু ইল্লা মা ইউহা ইলাইয়্যা। পারা নং-৭ সূরা আন আম আয়াত নং-৫০

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ:- আপনি বলেদিন আমি তোমাদের কে একথা বলিনা যে, আমার নিকট আল্লাহর ধন ভান্ডার আছে এবং না একথা বলছি যে, আমি নিজে নিজেই অদৃশ্য বিষয় জেনে নিই। আর না তোমাদের কে এটা বলছি যে, আমি ফিরিশতা হই। আমি তো সেটারই অনুসারী, যা আমার নিকট ওহী আসে

উপকার:- উল্লিখিত সমস্ত আয়াত শরীফে আল্লাহ তা'আলার যাতী (নিজস্ব) ঈলম কেই বুঝানো হয়েছে!

উপকার:- আল্লাহ তা'আলার ঈলমের সঙ্গে বান্দার ঈলমের কোন তুলনা করা চলে না ইহা অসম্ভব (যা কখনই হতে পারে না) কেননা যদি পৃথিবীর আরম্ভ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত ফিরিশ্‌তা,জ্বীন মানুষের জ্ঞান (ঈলমকে) একত্রিত করা হয় তবুও ওই সমস্ত ঈলমের কোন রূপ তুলনা করা যাবে না কারণ বান্দার ঈলম সিমাবদ্ধ আর আল্লাহ তা'আলার ঈলম অসিম, ইহাকে বুঝাবার জন্য হাজরাত খিজির আলাইহিস সালামের এই বাক্যটি যথেষ্ট, যিনি সফর কালে হাজরাত মুসা আলাইহিস সালাম কে বলেছিলেন!

يَا مُوْسٰى مَا نَقَصَ عِلْمِىْ وَ عِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى

اِلَّا كَنَقْرَةِ هٰذِهِ الْعُصْفُوْرِ فِى الْبَحْرِ

উচ্চারণ:- ইয়া মুসা মা-নাক্বাদা ঈলমী অ ঈলমুকা মিন ঈলমিল্লাহি তা'আলা ইল্লা কা নাক্বরাতি হাযিহিল উস্বফুরি ফীল বাহর্ বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-২৩ কিতাবুল ঈলম, আলিমের জন্য যা মুস্তাহাব, তার বর্ণনা, হাদীষ নং১২২,

অর্থ:-হে মুসা! আমার জ্ঞান আর আপনার জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের তুলনায় এই রকমই যেমন একদিকে পাখির ঠোঁট আর অন্য দিকে অকূল সমুদ্র!

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

ঈলমে আতাঈ "দে;য় জ্ঞান"

ঈলমে আতাঈ (দে;য় জ্ঞান): আল্লাহ তা'আলার দেওয়াতে হয়। আর আল্লাহ তা'আলার দেওয়াতে নবীও রসূলগণ গাইবের অসংক্ষ্য ঈলম (জ্ঞান) রাখেন, যাহা মান্য করা ধর্মেরই বিধান, যা অমান্য করা কুফরী কাজ, যেমন আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

উচ্চারণ:-অ মা-কানাল্লাহু লি ইয়ুত্বলিয়াকুম আলাল গাইবি অলা- কিন্নাল্লাহা ইয়াজতাবী মির রুসুলিহি মাঁই ইয়াশাউ পারা নং-৪ সূরা আলি ইমরান আয়াত নং-১৭৯।

অর্থ:- আর আল্লাহ তা'আলার এ শান নয় যে হে সর্বসাধারণ! তোমাদেরকে অদৃশ্যের জ্ঞান দিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, আল্লাহ নির্বাচিত করে নেন তাঁর রসুলগণের মধ্যে থেকে যাঁকে চান।

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ۝ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

আহাদান ইল্লা মানিরতাদা মির রাসূলিন। পারা নং-২৯ সূরা দ্বীন আয়াতনং-২৬-২৭

অর্থ:- অদৃশ্যের জ্ঞাতা, সুতরাং আপন অদৃশ্যের উপর কাউকেও ক্ষমতাবান করেন না আপন মনোনীত রসুলগণ ব্যতীত।

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا

উচ্চারণ:-অ আল্লামা আদামাল আসমায়া কুল্লাহা পারা নং-১ সূরা বাকারা আয়াত নং- ৩১,

অর্থ:- এবং আল্লাহ তা'আলা আদমকে যাবতীয় (বস্তুর) নাম শিক্ষা দিলেন

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ۝

উচ্চারণ:- অ-মা হুঅ আলাল গাইবি বি দানীন- পারা নং-৩০ সূরাহ তাকবীর আয়াত নং-২৪,

অর্থ:- এবং এ নবী অদৃশ্য বিষয় বর্ণনা করার ব্যাপারে কৃপণ নন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ

উচ্চারণ:- যালিকা মিন আম্বাইল গাইবি নুহীহি ইলাইকা - পারা নং- ১৩ সূরা ইউসুফ আয়াত নং- ১০২

অর্থ:-এ কিছু অদৃশ্যের সংবাদ. যা আপনার প্রতি ওহী করেছি

وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ۝

উচ্চারণ:- অ ক্বাযালিকা নুরী ইব্রাহীমা মালাকুতাস সামাওয়াতি অল আরদি অলিইয়াকুনা মিনাল মু'কিনীনা। পারা নং-৭ সূরা আল আনয়াম, আয়াত নং-৭৫,

অর্থ:-এবং এভাবে আমি ইব্রাহীমকে দেখাচ্ছি সমগ্র বাদশাহী আসমান সমূহের ওযমীনের আর এ জন্য যে তিনি সচক্ষে দেখা নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবেন।

تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا

উচ্চারণ:- তিলকা মিন আম্বাইল গাইবি নূহীহা ইলাইকা মা-কুনতা তা'লামুহা আনতা অ লা- ক্বওমুকা মিন ক্বাবলি হাযা। পারা নং-১২ -সূরা হুদ আয়াত নং- ৪৯।

অর্থ:-এসমস্ত অদৃশ্যের সংবাদ আমি অপনার প্রতি ওহী করছি। যেগুলো না আপনি জানতেন, না আপনার সম্প্রদায়, এর পূর্বে; সুতরাং ধৈয ধারণ করুন। নিঃসন্দেহ শুভ পরিণাম পরহেয গারদের জন্য।

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِي الْاَيْدِيْ وَالْاَبْصَارِ ۝

উচ্চারণ:- অযকুর ইবাদানা ইব্রাহীমা অ ইসহাক্বা অ ইয়াকুবা উলিল আইদী অল আস্বার। পারা নং-২৩ সূরা সোয়াদ আয়াত নং-৪৫

অর্থ:- এবং স্মরণ করুন! আমার বান্দাগণ ইব্রাহীম, ইসহাক্ব

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ওইয়াকুব, ক্ষমতা জ্ঞান সম্পন্নদের কে।

উপকার:- উল্লিখিত সমস্ত্ব আয়াত দ্বারা ইহাই জানা গেল যে আল্লাহ তা'আলা নবীগণকে অদৃশ্যের জ্ঞান দান করেছেন আর এই রকম জ্ঞানকে (আতাঈ) আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান বলা হয়।

একটি সন্দেহ জনক প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন:- *কুরআন শরীফে আল্লাহ বলেছেন!*

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ ؕ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ؕ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌۢ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝

উচ্চারণ:- ইন্নাল্লাহা ইন্দাহু ঈলমুস সা-আতি অ ইউনাজ্জিলুল গাইসা অ-ইয়া'লামু মা ফীল আরহামি অ-মা তাদরী নাফসুম মাযা তাক সিবু গাদাওঁ অমা তাদরী নাফসুম বি আয়য়ি আরদীন তামুতু ইন্নাল্লাহা আলীমুন খাবীরুন। পারা নং- ২১ সূরা লুকমান আয়াত নং-৩৪

অর্থ:- নিশ্চয় আল্লাহর নিকট রয়েছে ক্বিয়ামতের জ্ঞান এবং বর্ষণ করেন বৃষ্টি এবং জানেন যা কিছু মায়েদের গর্ভে রয়েছে, আর কেউ জানে না, কাল কি উপার্জন করবে, এবং কেউ জানে না কোন ভূ খন্ডে মৃত্যু বরণ করবে, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব জ্ঞাতা সব বিষয়ে খবর দাতা কিছু মানুষ এই আয়াত দ্বারা ইহাই প্রমাণ করতে চাই যে, নবী ও রসূলগণ ঈলমে গাইব অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেনা। আর সুনির্দিষ্ট ভাবে পাঁচটি বস্তুর ঈলম তো আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেইনা কিন্তু সত্যিই

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কি তাই! যে যদি এই পাঁচটি বস্তু বা তার মধ্যে কিছুর ঈলম (জ্ঞান) যদি আল্লাহ কাউকে দেন তবুও কি সে জানবে না?

উত্তর:- প্রথমত:- এই আয়াতের শানে নুযুল পড়ুন অর্থাৎ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ জানুন,

শানে নুযুল, হারিষ বিন উমর অথবা অলীদবিন উমর আরও এক বর্ণনা অনুযায়ী বারা:'বিন মালিক; রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জানতে চাইল, কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে? আমি শুকনো জমিতেই বীজ বপন করেছি, বৃষ্টি কখন হবে? আমার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা তার গর্ভে পুত্র আছে না কন্যা? গতকাল যা করেছি তাতো আমি জেনে গেছি কিন্তু আগামি কাল আমি কি করবো সেটা আপনি বলুন? আমি জানি যে আমি কোথায় জন্ম গ্রহণ করেছি কিন্তু আপনি বলুন আমি কোথায় মারা যাব? উল্লিখিত পাঁচ প্রশ্নের উত্তরে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে যে এই পাঁচটি বস্তুর ঈলম (জ্ঞান) আল্লাহর জন্য খাস (নির্দিষ্ট) অত:পর আল্লাহ নিজেই ও খানেই তো বলে দিয়েছেন, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব জ্ঞাতা খবর দাতা। তাই স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে আল্লাহ আপন নবী ও রাসুলগণের মধ্যে যাকে চান তাঁকে ওই ঈলম অর্থাৎ জ্ঞানের পূর্ণ খবরদেন,

অনুরুপ ভাবে ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে যাকে চান তাকে ওই অদৃশ্যের খবর দেন তাই তো হাজরাত জিব্রাঈল আমীন, হাজরাত মারিয়াম রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে হাজরাত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের খবর দিয়েছেন আর ইহা আল্লাহ তা'আলার দানে হয়েছে

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾

উচ্চারণ:- ক্বালা ইন্নামা আনা রাসুলু রাববিকি লি আহাবালাকি গুলামান জাকিয়ান। পারা নং-১৬ সূরা মারইয়াম আয়াত

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নং-১৯

অর্থ:-বললো, আমি তো তোমার রবের প্রেরিত আমি তোমাকে এক পবিত্র পুত্র প্রদান করবো।

এমতই ওলীগন আর তার আপন পছন্দনীয় বান্দগণের মধ্যে যাকে চান ওই অদৃশ্যের জ্ঞান দান করেন, কিন্তু তিনাদের জ্ঞান সিমীত(দেওয়া) আর আল্লার জ্ঞান নিজস্ব অসীম।

উক্ত আয়াতে নবী, রাসুল, ফিরিশ্‌তা আর ওলীগণের অদৃশ্যের জ্ঞান এর অস্বীকারের উদেশ্য নাই বরং যাদুকর ও জ্যোতিষদের জ্ঞানের রদ ও অস্বীকার করা হয়েছে- যারা জ্যোতিষ বিদ্যার দারা ওই বস্তুর জ্ঞানের দাবী করে অথবা সেই লোকের দাবী খন্ডন করার উদ্দেশ্যে করা আল্লাহ তা'আলার দেওয়া ছাড়াই অদৃশ্যের জ্ঞানের দাবী করে। তা না হলে এটাকে কি বলা যাবে, অ ইয়ালামু মাফীল আরহাম অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ জানেন যা মায়েদের গর্ভে আছে। পারা নং-২১, সূরা লুকমান, আয়াত নং-৩৪।

বর্তমানে যেখানে (মেডিক্যালসাইন্স সোনো গ্রাফী)র দ্বারা, তিন মাস পরেই বলতে সক্ষম যে মায়ের গর্ভে পুত্র আছে না কন্যা? একে আপনি কি বলবেন, ইহাই বলবেন যে আল্লাহ তা'আলা সোনো গ্রাফীকে লিঙ্গ নির্ধারণ যন্ত্র হিসেবে তৈরী করেছেন আর ইহা অদৃশ্য নয়। কেননা যন্ত্রের মাধ্যমে লিঙ্গ নির্ধারণ হচ্ছে, যখন একটি যন্ত্রের উপর এত ভরসা তখন নবীগণের অদৃশ্যের জ্ঞান রাখার উপর কেন ভরসা করা যাবে না? যার প্রমাণ কুরআন ও হাদীষ দিচ্ছে, যা মান্য করা ধর্মের বিধান।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

একটি বিশেষ সন্দেহ দুরী করণ

প্রশ্ন:-বুখারী শরীফের এই হাদীষের অর্থ কি? যা উম্মূল মু'মিনীন হাজরাত আয়েশা সিদ্দীকাহ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেছেন যার দ্বারা ঈলমে গাইবের (অদৃশ্যের জ্ঞানের) অস্বীকৃতি সাব্যস্থ হচ্ছে।

বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১০৯৭ কিতাবুত তাওহীদ, আল্লাহ পাকের বুলি আলিমূল গাইবী ফালা ইযুজহিরু আলা গাইবিহি আহাদানের, বর্ণনা হাদীষ নং-৭৩৮০

উম্মুল মু'মিনীন হাজরাত আয়েশা রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন।

مَنْ حَدَّثَكَ اَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ وَ هُوَ يَقُوْلُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ

উচ্চারণ:- মান হাদ্দাসাকা আন্না মুহাম্মাদান স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা ইয়া লামুল গাইবা ফা ক্বাদ কাযাবা অহুঅ ইয়াকুলু লা-ইয়ালামূল গাইবা ইল্লাল্লাহ।

অর্থ:- আর যে তোমাকে এ বলে যে মুহাম্মাদ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম গাইবের অর্থাৎ অদৃশ্যের কথা জানেন, তবে, সে তোমাকে মিথ্যা বললো কেন না আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে আল্লাহ ব্যতীত গাইবের খবর কেউ জানে না!

উম্মূল মু'মিনীন হাজরাত আয়েশা সিদ্দীকাহ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহা সম্পূর্ণ সঠিক কথায় বলেছেন, এই হাদীষ শরীফে যে ঈলমে গাইবকে অস্বীকার করা হয়েছে সেটা যাতী ঈলমে গাইব, যা আল্লাহ ছাড়া কারো নেই, তাঁর বলা ছাড়া কেউ জানতে পারে না

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖۤ اَحَدًا ۙ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

অর্থ:-অদৃশ্যের জ্ঞাতা, সুতরাং আপন অদৃশ্যের উপর কাইকেও ক্ষমতাবান করেন না আপন মনোনীত রসুলগণ ব্যতীত। পারা নং- ২৯ সূরা জ্বীন আয়াত নং-২৫

হাজরাত আয়েশা স্বিদ্দীকাহ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহার হাদীষ উল্লিখিত আয়াতেরই ব্যাখ্যা করছে, আর ঈলমে গাইব, যা আতাঈ অর্থাৎ আল্লাহর দেওয়া তা অস্বীকার্য নয়, কেননা ওই আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ তা'আলা বলেই দিয়েছেন-

আপন রাসুল গণ ব্যতীত কাইকে ক্ষমতাবান করেন না। বুঝা গেল যে আল্লাহ যাকে চান ঈলমে গাইব দেন

হাজরাত ঈসা আলাইহিস সালামের ঈলমে গাইব

وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ

উচ্চারণ:- অ রাসুলান ইলা বানী ইস্রাঈলা আন্নী ক্বাদ জি'তুকুম বি আয়াতিনা মির রাব্বিকুম আন্নী আখলুকু লাকুম মিনাত ত্বীনি কাহাই আতিত ত্বাইরি ফা আন ফুখুফীহি ফাইয়াকুনু ত্বাইরান বিইযনিল্লাহ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ:-আর রাসুল হবে বানী ইস্রাঈলের প্রতি, একথার ঘোষনা দিয়ে যে আমি তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যে আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখী সদৃশ আকৃতি গঠন করতে থাকি, অত:পর সেটার মধ্যে ফুৎকার করি, তখন সেটা ততক্ষনাৎ পাখী হয়ে যায় আল্লাহর নির্দেশে।

আরো বলেন- وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَ أُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّٰهِ

উচ্চারণ:- অ উবরিউল আকমাহা অল আবরাসা অ উহইল মাওতা বিইযনিল্লাহি।

অর্থ:- এবং আমি নিরাময় করি জন্মান্ধ ও সাদা দাগ সম্পন্ন (কুষ্ঠ রোগী) কে আর আমি মৃতকে জীবিত করি আল্লাহর নির্দেশে। তার পর বলেন-

وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ

উচ্চারণ:- অ উনাব্বিউকুম বিমা তা'কুলুনা অমা তাদ্দাখিরুনা ফী বুইয়ু তিকুম,

অর্থ:-এবং তোমাদেরকে বলে দিই যা তোমরা আহার করো আর যা তোমরা নিজ নিজ ঘরে জমা করে রাখো আর আয়াতের শেয়াংশে বলেন-

إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٤٩﴾

উচ্চারণ:- ইন্না ফী যালিকা লা আয়াতাল লাকুম ইন কুনতুম মু'মিনীন। পারা নং-৩ সূরা আল-ইমরান আয়াত নং-৪৯,

অর্থ:- নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা ঈমান রাখো। উপরের আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, খাবার বাড়িতে খাওয়া হয়েছে, মাল ধন বাড়িতে গচ্ছিত রাখা হয়েছে যেখানে হাজরাত ঈসা আলাইহিস সালাম

www.YaNabi.in
বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

উপস্থিত ছিলেন না, ইহা অবশ্যই গাইবের খবর, কুরআন শরীফের বিশিষ্ট মুফাসসির, হাজরাত ইমাম শাইখ ফাখরুদ্দীন রাযী কুদ্দেসা সিররুহু, যাঁর ইন্তেকাল ৬০৬ হিজরী সনে হয়েছে তিনি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত বই তাফসীরে কাবীরের মধ্যে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

اَلْاِطِّلَاعُ عَلٰى اٰثَارِ حِكْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْ كُلِّ وَاحِدٍ

مِنْ مَخْلُوْقَاتِ هٰذَا الْعَالَمِ بِحَسْبِ اَجْنَاسِهَا وَ

اَنْوَاعِهَا وَاَصْنَافِهَا وَ اَشْخَاصِهَا وَاَجْرَامِهَا مِمَّا لَا

يَحْصُلُ اِلَّا لِلْاَكَابِرِ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

উচ্চারণ:- আল ইত্তেলাউ আলা আসা-রি হিকমাতিল্লাহি তা'আলা ফীকুল্লি ওয়াহিদিন মিন মাখলুক্বাতি হাযাল। আলামি বিহাসবি আজ নাসিহা অ আনওয়ায়িহা অ আস্বনাফিহা অ আশখাস্বিহা অ-আজরামিহা মিম্মা-লা- ইয়াহ, স্বুলু ইল্লালিল আকা বিরি মিনাল আম্বিয়াই আলাইহিমুস স্বালাতু অসসালাম

অর্থ:- এই পৃথিবীতে যত রকম যত প্রকার জাত শ্রেণী, প্রাণী, প্রণহীন, জড় বস্তু, ও বিভিন্ন প্রকারের সৃষ্টি আছে, সমস্ত রকমের সৃষ্টির উপকার অপকার সম্পর্কে পরিচিত, তাঁহাদের প্রতি আল্লাহর শান্তি বর্ষিতও অর্পিত হোক-

وَ لِهٰذَا الْمَعْنٰى كَانَ رَسُوْلُنَا صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ يَقُوْلُ فِيْ دُعَائِهٖ: اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْاَشْيَاءَ كَمَا هِيَ.

উচ্চারণ:- অ লি হাযাল মা'না কানা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইয়া কুলু ফী দুয়ায়িহি আল্লাহুম্মা আরিনাল আশইয়ায়া কামা হিয়া।

অর্থ:- এই জন্যই আমাদের মহান নবী হাজরাত মুহাম্মাদ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম, এই ভাবে দুয়া করতেন হে আল্লাহ তুমি আমাকে সমগ্র পৃথিবীতে সমস্ত বস্তু সেই ভাবেই দর্শন করিয়ে দাও যেমন ভাবে তুমি সৃষ্টি করে রেখেছ, (বোঝা গেল আল্লাহ তা'আলার নবী ও রসুলগণ এই পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে জানেন) (অনুবাদক)

উপকার:- এই আয়াত দ্বারা ইহাও জানা গেল আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়াগণকে স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ও তাঁর দেওয়া শক্তিতে মৃতকে জীবিত, অসুস্থকে সুস্থতা, অন্ধকে দৃষ্টি শক্তিদান করতে পারেন আর মানুষকে গাইবের সংবাদ দান করেন।

হুজুরের ঈলমে গাইব কুরআনের আলোতে

প্রশ্ন:- হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের ঈলমে গায়েব সম্পর্কে কিছু বলুন?

উত্তর:- রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম কে সমস্ত আম্বিয়া আর সমগ্র পৃথিবীর চাইতেও বেশী ঈলমে গাইব দান করা হয়েছে, যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন।

تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛ

উচ্চারণ:-তিলকা মিন আম্বাইল গাইবি নূহিহা ইলাইকা মা কুনতা তা'লামুহা আনতা অলা কাউমুকা মিন ক্বাবলি হাযা, পারা-

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

নং-১২, সূরা হুদ, আয়াত নং-৪৯।

অর্থ:-ইহা গাইবের সংবাদ, যাহা আমি আপনাকে ওহির মাধ্যমে দিয়ে থাকি, ইতি পূর্বে তাহা না আপনি জানতেন, না আপনার দলের লোক জানতো! وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ۝

২। **উচ্চারণ:-** অ-মা হুয়া আলাল গাইবি বিদানিন। পারা নং ৩০ সূরা তাকবির আয়াত নং ২৪

অর্থ:-আর এই নবী গাইবের সংবাদ দিতে কৃপণতা করেন না। অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম মানুষকে গাইবের সংবাদ দিতে কৃপণতা করেন না, আর কোন কিছু বলার জন্য তার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তাই ইহা মান্য করতে হবে যে, রাসুল গাইবের খবর জানেন।

وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

উচ্চারণ:-অমা মিন গা-য়িবাতিন ফীসসামা-য়ি অল আরদি ইল্লা ফী কিতাবিন মুবীন। পারা নং-২০ সূরা নামাল আয়াত নং-৭৫

অর্থ:-এবং নভ মন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু অদৃশ্য সবই পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান।

আর এই কুরআন রাসুলুল্লাহর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তাই নিঃসন্দেহ তিনি নভ মন্ডল ও ভূমন্ডলের সমস্ত অদৃশ্যের খবর রাখেন।৪। مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ

উচ্চারণ:- মা ফারাতনা ফীল কিতাবি মিন শাইঈন। পারা নং-৭ সূরা আনয়া-ম আয়াত নং-৩৮

অর্থ:- আমি এ কিতাবের মধ্যে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করিনি। অর্থাৎ সমস্ত কিছুর জ্ঞান কুরআন পাকে আছে, আর কুরআন রাসুলুল্লাহর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাই অবশ্যই তিনাকে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রত্যেকটি জিনিসের জ্ঞান দান করা হয়েছে।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ؕ

উচ্চারণ:- আলাওলা ফাদলুল্লাহি আলাইকা অ রাহমাতুহু লাহাম্মাত ত্বাই ফাতুন মিন হুম আঁই ইয়ুদিল্লুকা অমা-ইয়ুদিল্লুকা ইল্লা আনফুসাহুম অমা-ইয়াদুররুনা কা মিন শাই। পারা নং-৫ সূরা নিসা আয়াত নং-১১৩

অর্থ:- এবং হে মাহবুব! যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া আপনার উপর না থাকত, তবে তাদের মধ্যেকার কিছু লোক এটা চাচ্ছে যে, আপনাকে ধোকা দেবে, এবং তারা নিজেরা নিজেদেরকেই পথ ভ্রষ্ট করছে আর আপনার কোন ক্ষতি করবে না।

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿۱۱۳﴾

উচ্চারণ:- অ আন যালাল্লাহু আলাইকাল কিতাবা অল হিকমাতা অ আল্লামাকা মা-লাম তাকুন তা'লামু অ কানা ফাদলুল্লাহি আলাইকা আজীমা। পারা নং-৫ সূরা নিসা আয়াত নং-১১৩

অর্থ:- এবং আল্লাহ আপনার উপর কিতাব ও হিকমাত অবতীর্ণ করেছেন, আর আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা কিছু আপনি জানতেন না, আর আপনার উপর আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে।

اَلرَّحْمٰنُ ۙ﴿۱﴾ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ؕ﴿۲﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ﴿۳﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿۴﴾

উচ্চারণ:-আররাহমানু আল্লামাল কুরাআনা, খালাকাল ইনসা-না আল্লামাহুল বাইয়ানা। পারা নং-২৭ সূরা রহমান আয়াত নং-১-৪

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

অর্থ:- রহমান আপন মাহবুবকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন মানবতার মূল মুহাম্মাদ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন, এবং যা হবে তার বর্ণনা উনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰۤؤُلَآءِ ؕ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿۸۹﴾

উচ্চারণ:-অ ইয়াওমা নাবয়াসু ফী কুল্লি উম্মাতিন শাহীদান আলাইহিম মিন আনফুসিহিম অ জি'না বিকা শাহীদান আলা হাউলায়ি, অনাযযালনা আলাইকাল কিতাবা তিবইয়ানান লিকুল্লি শাইঈওঁ অ হুদাওঁ অ রাহমাতাঁও অ বুশরা লিলমুসলিমীন। পারা নং-১৪ সূরা নাহ্‌ল আয়াত নং-৮৯

অর্থ:-এবং যে দিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে একজন সাক্ষী তাদের মধ্যে থেকে উঠাবো যে তাদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ? দেবে এবং হে মাহবুব। আপনাকে তাদের সবার উপর সাক্ষী বানিয়ে উপস্থিত করবো, আর আমি আপনার উপর এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বিবরণ হিদায়াত, দুয়া ও সুসংবাদ মুসলমানদের জন্য।

উপকার:- উল্লিখিত সমস্ত আয়াতে কারীমা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের ঈলমে গাইব আর অনেক অনেক ঈলমে গাইবের সংবাদ দান করা হয়েছে তারই সাপেক্ষে!

হুজুরের ঈলমে গাইব হাদীষের আলোতে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(চোখের সামনে হাউজে কাওসার)

বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১৭৯ কিতাবুল জানায়িজ শাহীদের জানাজার নামায, পড়ার বর্ণনা, হাদীষ নং-১৩৪৪

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلّٰى عَلٰى اَهْلِ اُحُدٍ صَلَاتَهٗ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى الْمِنْبَرِ۔ فَقَالَ:اِنِّىْ فَرَطٌ لَكُمْ وَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ وَاِنِّى وَاللّٰهِ لَاَنْظُرُ اِلٰى حَوْضِىَ الْاٰنَ وَ اِنِّى اُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنَ الْاَرْضِ اَوْ مَفَاتِيْحَ الْاَرْضِ وَ اِنِّىْ وَاللّٰهِ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِىْ وَلٰكِنْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا

উচ্চারণ:- আন উক্ববাতাবনি আমিরিন আন্নান্নাবীয়া স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা খারাজা ইয়াওমান ফাসাল্লা আলা আহ্লি উহুদিন স্বালাতুহু আলাল মাইয়িতি সুম্মান স্বারাফা ইলাল মিম্বারি ফা কা-লা ইন্নী ফারাতুন লাকুম অ আনা শাহীদুন আলাইকুম অ ইন্নী অল্লাহি লা আনজুরু ইলা হাওদীল আনা, অ ইন্নী উত্বীতু মাফাতীহা খাযাইনুল আরদি আও মাফাতীহাল আরদি অ ইন্নী অল্লাহি মাআখাফু আলাইকুম আন তুশরিকু বা'দী অলা কিন আখাফু আলাইকুম আন তানাফাসূ ফীহা।

www.YaNabi.in
বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

অর্থ:-হাজরাত উক্ববা বিন আমির রাদ্বীআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, এক দিন রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হলেন, অত:পর উহুদের যুদ্ধে শহীদদের জন্য এ ভাবে দুয়া করলেন, যে ভাবে মৃতের জন্য দুয়া করা হয়, অত:পর মিমবারের দিকে আসলেন, আর বললেন, আল্লাহর কসম, আমি এখন আপন হাউজে কাওসার দর্শন করছি, আর আমাকে ভূমন্ডলের চাবি, অথবা ভূমন্ডলের ধনাগারের চাবি দেওয়া হয়েছে, আর আল্লাহর কসম নিশ্চয় আমি ভয় করি না যে আমার পর তোমরা মুশরিক হবে, কিন্তু আমি ভয় করছি যে তোমরা আমার পর দুনিয়া দারীতে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

উপকার:- এখানে থেকে হাউজে কাওসার দর্শন করা ঈলমে গাইব ছাড়া কিছুই নয়।

হুজুরকে সৃষ্টি জীবের জন্মের জ্ঞান ও আছে

বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৪৫৩ কিতাবু বাদবীল খালক্বি, আল্লাহ তা'আলাই প্রথম সৃষ্টি করেন, অত:পর তাকে পুন:রাই উত্থাপন করবেন, তাই তোমার বুঝা , আসান হওয়ার বর্ণনা হাদীষ নং-৩১৯২ হাজরাত উমার বিন খাত্তাব রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

قَامَ فِيْنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَقَامًا فَاَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتّٰى دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَ اَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذٰلِكَ مَنْ حَفِظَهٗ وَ نَسِيَهٗ مَنْ نَسِيَهٗ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উচ্চারণ:- ক্বামা ফীনান নাবীয়ু স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা মাক্বামান ফা আখবারানা আন বাদবীল খালক্বি হাত্তা দাখালা আহলুল- জান্নাতি মানাযিলাহুম, অ আহলুন্নারি মানাযিলাহুম হাফিজা যালিকা মান হাফিজাহু অ নাসিয়াহু মান নাসিয়াহু

অর্থ:- একদা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম আমাদের মধ্যে দণ্ডায়মান হলেন আর সৃষ্টি সম্পর্কে তার জন্মের কথা তুলে ধরলেন, আর জান্নাতি নিজের ঠিকানা জান্নাতে প্রবেশ করল আর দোযখী আপন স্থান দোযখে প্রবেশ করল, এই পর্যন্ত শুনালেন আর বললেন যে, যে এই কথা স্মরণ রাখলো আর যে ভুলার সে ভূলে গেল।

হুজুর প্রত্যেক মানুষের পিতা মাতার নামও জানেন

৩। বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং- ১০৮৩ কিতাবুল ই'তেস্বাম বেশী প্রশ্ন করা অপছন্দনীয় কাজ তার বর্ণনা হাদীষ নং-৭২৯৪ বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং-৭৭ কিতাবু মাওয়াকীতাস স্বলাত জোহরের সময় জাওয়ালের পর শুরু হওয়ার বর্ণনা হাদীষ নং-৫৪০

عَنْ الزُّهْرِىِّ قَالَ- اَخْبَرَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- خَرَجَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّ الظُّهْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ اَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا اُمُوْرًا عِظَامًا-

www.YaNabi.in
বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

উচ্চারণ:- আনিজ জুহরী ক্বালা আখাবারানী আনাসুবনু মালিকিন আন্নান্নাবীয়া স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা খারাজা হীনা জাগাতিশ শামসু ফা স্বাল্লাজ জুহরা ফালাম্মা সাল্লামা কা-মা আলাল মিম্বারি ফা যাকারাস সায়াতা অ যাকারা আন্না বাইনা ইয়াদাইহা উমুরান আজীমান।

অর্থ:-হাজরাত জুহরী বলেন আমাকে হাজরাত আনাসবিন মলিক রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন যে,রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম সূর্য ঢলে যাওয়ার পর আসলেন আর জোহরের নামায পড়ালেন, সালাম ফেরানোর পর মিম্বারে উঠলেন, কিয়ামতের বর্ণনা দিলেন, সেই বর্ণনায় তিনি বলেছেন কিয়ামত আসার পূর্বে কয়েকটি বড় বড় ঘটনা ঘটবে।

ثُمَّ قَالَ, مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَئٍ فَلْيَسْاَلْ عَنْهُ فَوَاللّٰهِ لَا تَسْأَلُوْنِىْ عَنْ شَىْءٍ اِلَّا اَخْبَرْتُكُمْ بِهٖ مَادُمْتُ فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا قَالَ اَنَسٌ فَاَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ وَ اَكْثَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنْ يَقُوْلَ سَلُوْنِىْ-

উচ্চারণ:- সুম্মা ক্বালা মান আহব্বা আঁই ইয়াস আলা? আন শাইঈন ফাল ইয়াসআল আনহু ফা অ ল্লাহি লাতাস আলুনী আন শাইঈন ইল্লা আখবার তুকুম বিহি মা দুমতু ফী মাকামী হাযা, ক্বালা: আনাসুন ফা আকসারান্নাসুল বুকায়া অ আকসারা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা আঁই ইয়াকুলা সালুনী।

অর্থ:- অত:পর হুজুর বললেন, যাকে যাহা জিজ্ঞেস করার আছে সে তাহা জিজ্ঞেস করো, "আল্লাহর কসম" যতক্ষন আমি এই

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জায়গায় আছি, তোমরা যাহা কিছু আমাকে জিজ্ঞেস করবে আমি তার সম্পর্কে বলে দিবো, হাজরাত আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে, অনেক সাহাবায়ে কেরাম এই কথা শুনে ক্রদন করতে লাগলেন, আর রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বার বার এই কথাই বলছিলেন, তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করো যা তোমাদের জিজ্ঞেস করার আছে?

قَالَ اَنَسٌ: فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: اَيْنَ مَدْخَلِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ: اَلنَّارُ. فَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ اَبِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْكَ حُذَافَةُ. قَالَ: ثُمَّ اَكْثَرَ اَنْ يَّقُوْلَ: سَلُوْنِىْ سَلُوْنِىْ.

উচ্চারণ:- ক্বালা আনাসুন: ফাক্বামা ইলাইহি রজুলুন ফা ক্বালা আইনা মাদখালী ইয়া রাসুলাল্লাহি! ক্বালা আন্নারু ফা ক্বামা আব্দুল্লাহি বনি হুযাফাতা ফা ক্বালা: মান আবী ইয়া রাসুলাল্লাহি ফাক্বা-লা আবুকা হুযাফাতাকালা সুম্মা আকসারা আঁই ইয়াকূলা সালূনী? সালূনী?

অর্থ:-হাজরাত আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম যখন বললেন যে, তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করো যা তোমাদের জিজ্ঞেস করার আছে তখন এক ব্যক্তি দাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো ইয়া রাসুলাল্লাহ আমার স্থান কোথায়? হুজুর উত্তরে বললেন তোমার স্থান জাহান্নামে, অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ আমার পিতা কে ? হুজুর বললেন তোমার পিতা হুযায়ফা বর্ণনা কারী বলেন

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এর পর হুজুর বার বার ইহাই বলতে থাকলেন যে তোমরা জিজ্ঞেস করো যা তোমাদের জিজ্ঞেস করার আছে! বর্ণনা কারী বলেন যে হাজরাত উমর রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিজের দুই হাঁটু পেড়ে বসে গেলেন, আর বললেন আমরা আল্লাহ তা'আলা রব হওয়ায়, ইসলাম ধর্ম হওয়ায়, আর মুহাম্মদ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম রাসুল হওয়ায় রাজী আছি, হাজরাত উমার রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কথা শুনে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম চুপ করলেন।

ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَىَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ اٰنِفًا فِىْ عُرْضِ هٰذَا الْحَائِطِ وَاَنَا اُصَلِّىْ فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ فِى الْخَيْرِ وَ الشَّرِّ.

উচ্চারণ:- সুম্মা ক্বালা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা ফা অল্লাযী নাফসী বি ইয়াদীহি লাক্বাদ উরিদাত আলাইয়্যাল জান্নাতু অন্নারু অনিফান ফী উরদি হাযাল হায়িতি অ আনা উসাল্লী ফালাম আরা কাল ইয়াওমি ফীল খাইরি অশশাররি।

অর্থ:- অত:পর রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বলেন সেই সত্বার কসম,, যার হাতে আমার আত্মা আছে, নিশ্চয় আমার সামনে এই মাত্র জান্নাত আর জাহান্নামকে এই প্রাচীরের মধ্যে উপস্থিত করা হয়েছিল সে সময় আমি নামায পড়ছিলাম, অতএব আজকের দিনের মতো কোন দিনকে আমি ভালে ও মন্দ দেখিনি।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উপকার:- কোন মানুষ জান্নাতি অথবা জাহান্নামী হওয়া গাইবের ঈলম, আর কে কার সন্তান (পুত্র বা কন্যা) তার অসল জ্ঞান (ঈলম) মায়ে জানে, আর উক্ত হাদীষে নবী সংবাদ দিচ্ছেন, বুঝাগেল নবী স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম কে গাইবের ঈলম দেওয়া হয়েছে।

উপকার:- রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম স্বাহাবায়ে কেরাম কে অনঃ বরত: যে এই কথায় বলছেন, তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করো যা তোমাদের জিজ্ঞেস করার আছে? এই কথার অর্থ ইহাই নয় যে শুধু ধর্মীয় কথা জিজ্ঞেস করো? তা না হলে সাহাবী এই কথা জিজ্ঞেস করতেন না যে আমার পিতা কে?

জাহান্নামী কে? সে খবর নবীকে আছে!

৪। বুখারী শরীফ ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৯৬১ কিতাবুর রিক্বাক্ব, আমলের উপর ইন্তেত্মকাল হওয়ার বর্ণনা। হাদীষ নং-৬৪৯৩ বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৪০৬ কিতাবুল জিহাদ অমুক ব্যক্তি শহীদ, ইহা না বলার বর্ণনা হাদীষ নং-২৮৯৮ হাজরাত সাহাল বিন সা'দী রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন।

نَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
اِلٰى رَجُلٍ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِيْنَ وَ كَانَ مِنْ
اَعْظَمِ النَّاسِ غَنَاءً عَنْهُمْ فَقَالَ مَنْ اَحَبَّ
اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ
اِلٰى هٰذَا۔ فَتَبِعَهُ رَجُلٌ فَلَمْ يَزَلْ عَلٰى ذٰلِكَ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

حَتّٰى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ۔ فَقَالَ:
بِذُبَابَةِ سَيْفِهٖ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ فَتَحَامَلَ
عَلَيْهِ حَتّٰى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
اِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ فِيْمَا يُرٰى النَّاسُ عَمَلَ
اَهْلِ الْجَنَّةِ وَ اِنَّهٗ لَمِنْ اَهْلِ النَّارِ وَ يَعْمَلُ
فِيْمَا يُرٰى النَّاسُ عَمَلَ اَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ
اَهْلِ الْجَنَّةِ وَ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِخَوَاتِمِهَا۔

উচ্চারণ:- নাজারান্নাবীয়ু স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা ইলা রাজুলিন ইয়ুক্বা তিলুল মুশরিক্বীন অ কানা মিন আ'জামিন্নাসি গানায়ান আনহুম ফা ক্বালা: মান আহব্বা আঁই ইয়ানজুরা ইলা রাজুলিন মিন আহলিন্নারি ফাল ইয়ানজুর ইলা হাজা। ফা তাবিয়াহু রাজুলুন ফা'লাম ইয়া জাল আলা যালিকা হাত্তা যুরিহা ফাস তা'জালাল মাওতা ফা-ক্বা-লা বিযুবাবাতি সাই ফিহি, ফাআদায়াহু বাইনা সাদাইহি ফা তাহামালা আলাইহি হাত্তা খারাজা মিন বাইনা কাতিফাইহি ফা ক্বা-লান্নাবীয়ু স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা ইন্নাল আবদা লা ইয়ামালু ফীমা ইয়ুরান্নাসু আমালা আহলিল জান্নাতি অ ইন্নাহু লামিন আহলিন্নারি অ ইয়া'মালু ফীমা ইয়ুরান নাসু আমালা আহলিন্নারি অহুঅ আহলিল জান্নাতি অ ইন্নামাল আ'মালু বি খাওয়াতীমিহা।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ:- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম (খাইবারের যুদ্ধে) একজন ব্যক্তিকে দেখছেন যে, মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে, আর মুসলমানদের খুব কাজ দিচ্ছে, তিনি বললেন, (সাহাবায়ে কেরাম কে) তোমাদের মধ্যে যদি কেউ জাহান্নামী কে দেখতে চাও তবে এই ব্যক্তিকে দেখে নাও। হুজুরের এই কথা শুনে একজন ব্যাক্তি তার পিছু ধরল, আর সর্বদা তার সাথে থাকতে লাগলো, ইতি মধ্যে সেই ব্যক্তি জখম হয়ে গেলো আর অতিরিক্ত কষ্টের কারণে মরণ খুজতে আরম্ভ করল, অবশেষে সে নিজের তরবারির চক্ষু (ডগা) অগ্রভাগ কে নিজের বুকের মাঝে রেখে তার উপর নিজেকে চড়িয়ে নিলো, তাতে ওই ব্যক্তি কেটে গিয়ে মারা গেল, সেই সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছিলেন, নিশ্চয় কিছু লোক এমন কাজ করে যা মানুষকে দেখা বার জন্য যা দেখে মানুষ বলে যে ইহা জান্নাতি ব্যক্তির কাজ, আসলে সেটা হয় জাহান্নামির কাজ আর কিছু মানুষ এমন কাজ করে যা দেখে লোকে বলে যে ইহা জাহান্নামির কাজ অথচ সেটা হয় জান্নাতির কাজ। আর নিশ্চয় আমল সেটাই কার্যকারী যেটা হয় মরণের সময়।

উপকার:- স্বাহাবায়ে কেরাম তো ইহাই ভেবে ছিলেন যে এই লোকটি বড়ো যুদ্ধ করছে কিন্তু অদৃশ্যের সংবাদ দাতা বলেদিলেন যে এই ব্যক্তি জাহান্নামি আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম যা বললেন, মানুষের সচক্ষে তাই ঘটল। যে সেই ব্যক্তি অত্ম হত্যা করে জাহান্নামীর মরণ গ্রহণ করল।

উপকার:- কখনো কখনো মানুষ বালা মসিবত থেকে পরিত্রান পাওয়ার জন্য আত্ম হত্যার পথ বেছে নেয়। আত্মা হত্যার উদ্দেশ্যে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া, পানিতে ডুব দেওয়া, বিষ পান করা বা খাওয়া, গলায় ফাঁসি লাগানো ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়া ট্রেন, বাস,

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

বা অন্য ভারী যান বাহনের তলায় নিজেকে পতিত করা আর্থাৎ ওই সমস্ত্ম পথ অবলম্বন করা যাতে মরণ হওয়ার বেশী অশঙ্কা থাকে,, সেই কাজ করা হারাম। আর আযাবের কারণ।

এই সম্পর্কে (আত্ম হত্যা সম্পর্কে) আল্লাহ তা'আলা বলেন।

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ

উচ্চারণ:- অ লা তুলকূবি আইদী কুম ইলাত তাহলুকাতি । পারা নং-২ সূরা বাকারাহ আয়াত নং-১৯৫

অর্থ:- আর নিজেদের হাতে ধংসের পথে পতিত হয়োনা। হাজরাত জুনদার রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোন এক জন ব্যক্তি আগে জখম হয়েছিলো,সে আত্ম হত্যা করেছে, তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমার বান্দা নিজেই ফয়সালা করে আমার আদেশের সীমা অতিক্রম করেছে এই কারনে আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করেছি। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৮২ কিতাবুল জানায়েজ বাবু মা জায়া ফী ক্বাতিলিন্নাসি। হাদীষ নং-১৩৬৪।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় খালীফার শাহাদাতের খবর

৫।বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৫১৯ কিতাবু ফাদায়িলি আস্বহাবিন্নাবীই স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হাজরাত আবু বকর স্বিদ্দীক রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ফজিলতের বর্ণনা হাদীষ নং- ৩৬৭৫

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَعِدَ اُحُدًا وَ اَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

فَرَجَفَ بِهِمْ. فَقَالَ:اُثْبُتْ اُحُدُ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ

نَبِىٌّ وَ صِدِّيْقٌ وَ شَهِيْدَانِ

উচ্চারণ:- আন আনাস বিন মালিকিন হাদ্দাসাহুম আন্নান্নাবীয়া স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামা স্বায়িদা উহুদান অ আবু বাকরিন অ উমারু অ উসমানু ফা রাজাফা বিহিম, ফাক্বালা উসবুত উহদু ফা ইন্নামা আলাইকা নবীউন অ স্বিদ্দীকুন অ শাহীদানে।

অর্থ:- হাজরাত আনাস বিন মালিক রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে,রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম, হাজরাত আবু বকর সিদ্দীক, হাজরাত উমার ফারুক এবং হাজরাত উসমান গনী রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমের সাথে একদা উহুদ পর্বতে উঠে ছিলেন, পর্বত তিনাদেরকে নিয়ে দুলতে আরম্ভ করেছিলো তখন হুজুর বলে ছিলেন এই উহুদ থেমে যা কেননা তোর উপর আল্লাহ তা'আলার একজন নবী আছেন, একজন স্বিদ্দীক আছেন, আর দুইজন শহীদ আছেন।

উপকার:- হাজরাত উমর বিন খাত্তাব আর হাজরাত উসমান রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার ইন্তেকাল শাহাদাতের অবস্থায় হয়েছে কিন্তু রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম অনেক বৎসর পুর্বেই ওই দুই জন খলিফার শহীদ হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন আর যে ভাবে তিনি বলেছেন সেই ভাবেই হয়েছে যার সম্পর্কে বিশ্বের ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে চলেছে, একে ঈলমে গায়েব ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

গুপ্ত পত্রের জ্ঞান

৬। বুখারী শরীফ ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৯২৫ কিতাবুল ইসতীযান, এমন পত্র দেখার বর্ণনা, মুসলমানের বিপক্ষে যাতে, পরিস্থিতি লেখা হয়েছে। হাদীষ নং-৬২৫৯,

বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং৪২১ কিতাবুল জিহাদি অস সাইরি গুপ্তচরের বর্ণনা হাদীষ নং-৩০০৭,

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَامِ وَاَبَا

مُرْثَدِ الْغَنَوِيّ وَ كُلُّنَا فَارِسٌ فَقَالَ: اِنْطَلِقُوْا

حَتّٰى تَأْتُوْا رَوْضَةَ خَاخٍ فَاِنَّ بِهَا اِمْرَاَةٌ مِنَ

الْمُشْرِكِيْنَ مَعَهَا صَحِيْفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ

اَبِىْ بَلْتَعَةَ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ-

উচ্চারণ:- আন আলীইন ক্বালা বায়াসানী রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা অজজুবাইরা বনাল আওয়াম অ আবা মুরসাদিল গানাবী অ কুল্লানা ফারিসুন ফা ক্বালা ইনত্বালিকু হাত্তা তাতু রওদাতা খাখিন ইন্না বিহা ইমরা আ'তান মিনাল মুশরিকীনা মায়াহা স্বাহিফাতুন মিন হাতিবিবনি আবী বালত্বায়াতা ইলাল মুশরিকীনা।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ:- হাজরাত আলী রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম আমাকে, জুবাইর বিন আওয়াম আর আবু মুরসাদ গানাবী কে (একখানা পত্র নিয়ে আসার জন্য) পাঠালেন, সেই সময় আমরা খুব ভালো অশ্বরোহি ছিলাম , হুজুর বললেন তোমরা রাওজা খাখ পর্যন্ত যাও সে খানে এক জন মুশরিকা (মুর্তি পূজা কারিনী)মহিলাকে পাবে সেই মহিলার নিকট মুশরিকদের নামে লিখা চিঠি আছে ।

قَالَ: فَاَدْرَكْنَا هَا تَسِيْرُ عَلَى جَمَلٍ لَهَا حَيْثُ

قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ قُلْنَا: اَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِىْ مَعَكِ؟

উচ্চারণ:- ক্বালা ফা আদ রাকনাহা তাসিরু আলা জামালিন লাহা হাইসু ক্বালা লানা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা কুলনা আইনাল কিতাবুল্লাযী মায়াকি?

অর্থ:-হাজরাত আলী বলেন, আমরা তিন জনেই চললাম, আর ওই মহিলাকে সেই জায়গায় পেয়ে গেলাম যে জায়গার কথা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম আমাদেরকে বলেছিলেন, ওই মহিলা একটি উটের পৃষ্টে চেপে যাচ্ছিল! আমরা তাকে বললাম সেই পত্র কোথায় যা তুমি নিয়ে যাচ্ছো?

قَالَتْ: مَا مَعِىْ كِتَابٌ فَاَنَخْنَا بِهَا فَا

بْتَخَيْنَا فِىْ رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْأً قَالَ

صَاحِبَاىَ: مَا نَرٰى كِتَابًا قُلْتُ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উচ্চারণ:-ক্বালাত মা মায়ী কিতাবুন ফামা অজাদনা শাইয়ান, ক্বালা স্বাহিবাইয়া মা নারা কিতাবান, কুলতু ।

অর্থ:-সে মহিলা বললো আমর নিকট কোন পত্র নেই, আমরা তার উটটি বসিয়ে নিলাম, আর তার পালান (বস্ত্মবোঝাই করার গদি ইত্যাদি খুঁজেনিলাম, কিন্তু আমরা কোন কিছুই পেলাম না! আমার উভয় সঙ্গি বললো, আমরা তো এর নিকট কিছুই দেখতে পাইনা। আমি তাদের কে বললাম ।

لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كَذَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَالَّذِىْ يُحْلَفُ

بِهٖ لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ اَوْلَاُجَرِّدَنَّكِ؟

উচ্চারণ:- লাক্বাদ আলিমতু মা কাযাবা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা অল্লাযী ইয়ুহ লাফু বিহি লাতুখরি জান্নাল কিতাবা আওলা উজাররিদান্নাকি?

অর্থ:- আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম সম্পূর্ণ সত্য কথা বলেছেন, তাই আমি সেই মহিলাকে বললাম সেই সত্বার কসম, যার কসম করা যায়, তুমি নিজেই পত্র বের করে দাও নচেৎ, আমি তোমার পরিধেয়ের নিচ পর্যন্ত খোজ করব।

فَلَمَّا رَاَتِ الْجِدَّ مِنِّىْ اَهْوَتْ بِيَدِهَا اِلٰى

حُجْزَتِهَا وَهِىَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ فَاَخْرَجَتِ

الْكِتَابَ

উচ্চারণ:- ফালাম্মা রাআতিল জিদ্দা মিন্নী, আহ,অত বিইয়াদিহা ইলা হুজজাতিহা আহিয়া মুহ্তাজিজাতুন কিসাইন ফা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আখরাজাতিল কিতাবা।

অর্থ:-যখন সে আমার পক্ষ হতে কঠোরতা অনুভব করল, তখন সে নিজের হাত আপন নিফার দিকে (নিফা বলা হয় পাইজামার সেই অংশকে যাতে পাইজামার ফিতা ভরে বাঁধা থাকে) বাড়াল, সে লুঙ্গির পরিবর্তে একটি কম্বল পরিধান করে ছিলো, তাই সে নিফার ভেতর থেকে পত্র বের করে দিলো।

قَالَ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ مَا حَمَلَكَ يَا حَاطِبُ عَلٰى مَا صَنَعْتَ؟

উচ্চারণ:- ক্বালা, ফান ত্বলাক্বনা? বিহি ইলা রাসুলল্লিাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা ফাক্বালা মা হামালাকা ইয়া হত্বিবু আলা মা স্বনা'তা

অর্থ:-হাজরাত আলি রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে, সেই পত্র নিয়ে আমরা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম, হাত্বিববিন বালতায়াকে জিজ্ঞেস করলেন যে মক্কার মুশরিকদেরকে চোরাই ভাবে পত্র প্রেরণের কারণ কি?

قَالَ مَا بِىْ اِلَّا اَنْ اَكُوْنَ مُؤْمِنًا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَمَا غَيَّرْتُ وَلَا بَدَّلْتُ اَرَدْتُ اَنْ تَكُوْنَ لِىْ عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يَدْفَعُ اللّٰهُ بِهَا عَنْ اَهْلِىْ وَمَالِىْ. وَلَيْسَ مِنْ اَصْحَابِكَ هُنَاكَ اِلَّا وَلَهٗ مَنْ يَدْفَعُ اللّٰهُ بِهٖ عَنْ اَهْلِيْهِ وَمَالِيْهِ

www.YaNabi.in
বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

উচ্চারণ:- ক্বালা মা বী ইল্লা আন আকুনা মুমিনান বিল্লাহী অ রাসুলিহি অমা-গাইইয়ারতু অলা বাদ্দালতু! আরাদতু আন তাকূনা লী ইন্দাল কাওমি ইয়াদুন ইয়াদফা উল্লাহু বিহা আন আহলী অ মা-লী, অ লাইসা মিন আস্বহাবিকা হুনাকা ইল্লা অলাহু মাঁই ইয়াদফাউল্লাহু বিহি আন আহলিহি অ মালিহি।

অর্থ:- হাজরাত হাত্বিব বিন বালতায়া বললেন, ইহা ছাড়া আর অন্য কোন কথা নাই যে, আমি আল্লাহ ও তার রাসুলের মধ্যে কোন রূপ পরিবর্তন ও আসেনি, আমার ইচ্ছা শুধু মাত্র ইহাই যে আমি মক্কা বাসীর উপর কিছুটা এহসান করে দিই, যার কারনে আল্লাহ তা'আলা আমার জান ও মালকে লুন্ঠন থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আর আপনার স্বাহাবীদের মধ্যে কেউ মক্কায় আমার আত্মীয় ও নাই, যার সাহায্যে আল্লাহ তা'আলা আমার পরিবার পরিজন ও মাল ধনকে রক্ষা করবেন।

قَالَ: صَدَقَ فَلَا تَقُوْلُوْا لَهٗ اِلَّا خَيْرًا

উচ্চারণ:- ক্বালা স্বাদাক্বা ফালা তাকুলু লাহ ইল্লা খাইরান;

অর্থ:-সত্য বলেছে তোমরা তাকে ভালো ছাড়া অন্য কিছু বলিওনা

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اِنَّهٗ قَدْ خَانَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَالْمُؤْمِنِيْنَ فَدَعْنِىْ فَاَضْرِبَ عُنُقَهٗ.

উচ্চারণ:- ফা ক্বালা উমারুবনুল খাত্তাবি: ইন্নাহু ক্বাদ খানাল্লাহা অ রাসুলাহু অল মু:মিনীন, ফাদা নী ফাদরিব উনুকাহু।

অর্থ:- হাজরাত উমর বিন খাত্তাব রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন নিশ্চয় সে আল্লাহ তা'আলা আর তাঁর রাসুল এবং মুসলমানদের

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে, ইয়া রাসুলাল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম আমাকে অনুমতি দিন তবে আমি তার মস্তক উচ্ছেদ করে দিই? قَالَ يَا عُمَرُ! وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللّٰهَ قَدْ اِطَّلَعَ عَلَى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اِعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ۔

উচ্চারণ:-ফাক্বালা ইয়া উমারু অমা ইয়ুদরীকা লা আল্লাল্লাহু ক্বাদ ইত্ত্বালায়া আলা আহলি বাদরিন ফা ক্বালা এ'মালূ মা শে'তুম ফাক্বাদ অজাবাত লাকুমুল জান্নাতু।

অর্থ:-রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বলেন হে উমার! তুমি কি জানো না যে আল্লাহ তা'আলা (বদরের যুদ্ধে যে সমস্ত স্বাহাবাগণ শরীক ছিলেন, তাদের সম্পর্কে কি বলেছেন?) (তোমরা যা ইচ্ছা তাই করো তোমাদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে।

فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ وَ قَالَ: اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ

উচ্চারণ:-ফা দামায়াত আইনা উমারা অ ক্বালা: আল্লাহু অ রাসুলুহু আ'লামু

অর্থ:-হাজরাত উমার রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এই কথা শুনে ক্রন্দন করতে আরম্ভ করলেন, আর বললেন, আল্লাহ তা'আলা আর তাঁর রাসুলই বেশী উত্তম জানেন।

উপকার:- এই হাদীষ দ্বারা যেখানে ঈলমে গাইবের দলীল পাওয়া গেলো। সেখানে ইহাও জানা গেলো যে কোন ফজিলত পূর্ণ ব্যক্তির দ্বারা অজানতে যদি কোন ত্রুটি হয়ে যায় তবে তার অতিতের কার্যাদি আর উত্তম ইচ্ছাকেও দেখা উচিত।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

মানুষের বিনয় ও শিষ্টতা নবীর চোখের সামনে

৭। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ১০২ কিতাবুল আযান, নামাযে বিনয় ও শিষ্টাতার বর্ণনা, হাদীষ নং ৭৪১

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِىْ هٰهُنَا وَاللّٰهِ مَا يَخْفٰى عَلَىَّ رُكُوْعُكُمْ وَ لَا خُشُوْعُكُمْ۔

উচ্চারণ:- আন আবী হুরাইরাতা আন্না রাসুলাল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা ক্বালা: হাল তারাওনা ক্বিবলাতি হা-হুনা-অল্লাহি মা- ইয়াখফা আলাইয়্যা রুকুয়ুকুম অলা খুশুয়ুকুম,

অর্থ:- হাজরাত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কি ইহাই ভেবেছো যে আমার মুখ কিবলার দিকেই আছে, আল্লাহর কসম করে বলছি তোমাদের বিনয়ী ও শিষ্টাতা এবং রুকু আমার নিকট লুক্কায়িত নেই وَاِنِّىْ لَاَرَاكُمْ وَ وَرَاءَ ظَهْرِىْ۔

উচ্চারণ:- অ ইন্নী লা আরা-কুম অরা-আ জাহরী

অর্থ:- আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পিছনের দি;কেও দেখতে পায়।

উপকার:- বিনয়ী ও শিষ্টতা কখনো অন্তরে নিহিত অবস্থা কেও বলা হয়, আর রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম স্বাহাবায়ে কেরামের সেই অন্তরে নিহিত অবস্থা সম্পর্কেও

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অবগত আছেন, তাইতো তিনি বললেন যে, তোমাদের বিনয়ী ও শিষ্টতা ও আমার নিকট লুক্কায়িত নেই।

যুদ্ধ দর্শন

৮। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১৬৬ কিতাবুল জানায়িজ মৃত ব্যক্তির সংবাদ তার উত্তরাধিকারী গণকে দেওয়ার বর্ণনা হাদীষ নং-১২৪৬
বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৬১১ কিতাবুল মাগাজী শাম দেশে সংঘটিত হওয়া মাওতার যুদ্ধের বর্ণনা হাদীষ নং-৪২৬২।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَ جَعْفَرُ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ رُوَاحَةَ فَاُصِيْبَ وَاِنَّ عَيْنَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَتَذْرِفَانِ ثُمَّ اَخَذَهَا خَالِدُبْنِ وَلِيْدٍ مِنْ غَيْرِ اَمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهٗ۔

উচ্চারণ:- আন আনাসিবনি মালিকিন ক্বালা ক্বালা ন্নাবীয়্যু স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা আখাযার রা-ইয়াতা জাইদুন ফাউস্বিবা সুম্মা আখাজা জা'ফারুন ফাউস্বিবা সুম্মা অখাজাহা আব্দুল্লাহিবনি রুঅ হাতা ফাউস্বিবা। অ ইন্না আইনাই রাসুলিল্লাহ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা লাতাযরিফানি সুম্মা আখাযাহা খালিদিবনু অলিদিন মিনগাইরি ইমরাতিন ফাফুতিহা লাহু

অর্থ:- হাজরাত আনাস বিন মালিক রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, নাবী স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন প্রথমে জায়েদ যুদ্ধের পতাকা ধরেছেন সে শহীদ হয়ে গেছে অতঃপর জা'ফার পতাকা নিয়েছে সেও শহীদ হয়েছে, পরে আব্দুল্লাহ বিন রুওয়াহা পতাকা সামলেছে সেও শহীদ হয়েছে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম এই কথা বলতেই ছিলেন আর তিনার অশ্রু বয়ে যাচ্ছিল অত:পর তিনি বললেন, খালিদবিন অলিদকে নেতা নির্বচন না করা সত্বেও তিনি পতাকা সামলেছেন, তাই আল্লাহ তা'আলা তিনাকে জয়ী করেছেন।

উপকার:- উল্লিখিত ঘটনা মূতাহ যুদ্ধের যা ৮ হিজরী সনে শাম দেশে বাইতুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তি স্থানে সংঘটিত হয়েছে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম, মদিনা শরীফে, যুদ্ধের দিনই স্বাহাবায়ে কেরামকে ওখানকার অবস্থা সম্পর্কে অবগত করছেন। একের পর এক শহীদ হওয়া ব্যক্তিবর্গের নামও বলছেন, তা আবার এই রুপে যে মনে হচ্ছে তিনি নিকট থেকে দর্শন করে চলেছেন।

কবরের আযাব দর্শন

৯। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং-১৮২ কিতাবুল জানায়িজ কবরে খেজুরের ডাল লাগানোর বর্ণনা হাদীষ নং-১৩৬১,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ: اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَا لَايَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِا لنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رُطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِيْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؛ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا؟ فَقَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا۔

উচ্চারণ:-আন ইবনি আব্বাসিন ক্বালা, মাররান্নাবীয়ু স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা বিক্বাবরাইনি ইউয়াযযাবানি ফা ক্বালা ইন্নাহুমা লা ইয়ুয়াযবানি, অমা ইয়ু য়াযযাবানি ফী কাবীরিন আম্মা আহাদুহুমা ফাকা-না লা- ইয়াসতাতিরু মিনাল বাউলি অ আম্মাল আখারু ফাকানা ইয়ামশী বিন্নামীমাতি সুম্মা আখাযা জারীদাতান রুত্বাতান ফা শাক্কাহা বিনিস্ব ফাইনি সুম্মা গারাজা ফী কুল্লি কাবরিন ওয়াহিদাতান, ফাক্বালূ ইয়া রাসুলাল্লাহি লিমা স্বানাতা হাযা? ফা কালা লাআল্লাহু আঁই ইউখাফফিফা আনহুমা মা-লাম ইয়াই বাসা।

অর্থ:- হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম, এমন দুইটি কবরের নিকট দিয়ে পথ চলছিলেন যে সেই কবর বাসীদের কে শাস্তী দেওয়া হচ্ছিল তাই তিনি বললেন, এই দুই কবর বাসীকে আযাব (শাস্তী) দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু কোন বড় পাপের কারণে নয় উভয়ের মধ্যে একজন প্রস্রাবের ছেটা থেকে বাঁচতো না

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

অপর জন পর নিন্দাকারী ছিলো অত:পর তিনি খেজুরের একখানা কাঁচা ডাল নিয়ে সেটাকে দুই টুকরো করে এক টুকরো এক কবরে আর এক টুকরো দ্বিতীয় কবরে পুঁতে দিলেন। ইহা দেখে স্বাহাবায়ে কেরাম বললেন ইয়া রাসুলাল্লাহ আপনি এরূপ কেন করলেন? হুজুর উত্তর দিলেন আমি আশারাখি যে যতক্ষন এই ডালখানা শুকাবে না ততখন এই দুই জনের আযাব হালকা হয়ে থাকবে।

উপকার:- কবরের ভেতর মাটির তলায় আযাব (শাস্তি) কেও রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখেছেন, ইহাও ঈলমে গাইব (অদৃশ্যের জ্ঞান) আর কবরে কাঁচা ডাল রাখলে কবরের আযাব কম হয় ইহাও বলেছেন। এই জন্যই তো মুসলমান আপন মৃত ব্যক্তিদের কবরে কাঁচা ডাল, পাতা, ফুল দেয় এই উদ্দেশ্যে যে যতক্ষন সেই ডাল, পাতা ফুল কাঁচা থাকে তারই জন্য কবরের আযাব কম হয়।

জান্নাত এবং জাহান্নাম দর্শন

১০। বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ১০৮২ কিতাবুল ই'তিস্বাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুস্বরণের বর্ণনা। হাদীষ নং- ৭২৮৭

عَنْ اَسْمَآءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ اَنَّهَا قَالَتْ: اَتَيْتُ عَائِشَةَ حِيْنَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالنَّاسُ قِيَامٌ وَهِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي فَقُلْتُ؛ مَا لِلنَّاسِ فَاَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَآءِ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَقُلْتُ: اٰيَةٌ؟ قَالَتْ بِرَاْسِهَا اَنْ نَعَمْ۔

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উচ্চারণ:-আন আসমা-য়া বিনতি আবী বাকরিন আন্নাহা ক্বালাত আতাইতু আয়িশাতা হীনা খাসাফাতিশ শামসু অন্নাসু ক্বিয়ামুন অ হিয়া ক্বায়িমাতুন তুস্বাল্লী ফাকুলতু: মা লিন্নাসি ফাআশারাত বিইয়াদিহা নাহ্অস সামা-ই ফাক্বালাত সুবহানাল্লাহি ফা ক্বলতু: আয়াতুন? ক্বালাত বিরাসিহা: আন নায়াম।

অর্থ:-হাজরাত আসমা বিনতি আবী বাকর রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন যে সূর্য গ্রহণের সময় আমি উম্মূল মু'মিনীন সাইয়্যিদাহ আয়েশাহ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহার ঘরে গেলাম, সেই সময় মানুষ নামায পড়ছিলো, আর হাজরাত আয়েশাও দাড়িয়ে নামায পড়ছিলেন, আমি বললাম, মানুষকে কি হয়েছে? তার উত্তরে তিনি আপন হাতে আকাশের দিকে ইশারা করলেন। আমি বললাম সুবহানাল্লাহ! ইহা কি কোন পরিচয়? সাইয়্যিদাহ আয়েশা মাথা নেড়ে বললেন হাঁ।

فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَمِدَ اللّٰهَ وَ اَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ اَرَهُ اِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِيْ مَقَامِيْ حَتّٰى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ الخ-

উচ্চারণ:- ফালাম্মান স্বারাফা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা হামিদাল্লাহা অ আষনা আলাইহি সুম্মা ক্বালা: মা'মিন শাইঈন লাম আরাহু ইল্লা অ ক্বাদ রাআইতুহুফী মাক্বামী হাত্তাল জান্নাতা অন্নারা (ইলা আখিরিহি,)

অর্থ:- যখন রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

স্বাল্লামের নামায পড়া হলো তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার হামদ ও সানা (প্রশংসা) বর্ণনা করলেন, অত:পর বললেন আজ এই জায়গায় কোন এমন বস্তু অবশিষ্ট থাকল না যা আমি দর্শন করলাম না এমন কি জান্নাত ও জাহান্নাম কেও দেখে নিলাম (শেষ পর্যন্ত)

খাইবার বিজেতা হাজরাত আলী হবেন

১১। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৫২৫ কিতাবুল মানাক্বিব হাজরাত আলী বিন অবুত্বালিব রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ফজিলতের বর্ণনা। হাদীষ নং-৩৭০১

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لَاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ-

উচ্চারণ:-আন সাহলিবনি সা'দিন আন্না রাসুলাল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা ক্বালা: লাউতি ইয়ান্নার রা ইয়াতা গাদান রাজুলান ইয়াফতাহুল্লাহু আলা ইয়াদাইহি-

অর্থ:- হাজরাত সাহাল বিন সা'দ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, আগামী কাল আমি এই পতাকা অবশ্যই সেই ব্যক্তিকে দেব, যার হাতে আল্লাহ তা'আলা জয় রেখেছেন।

قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوْكُوْنَ لَيْلَتَهُمْ اَيُّهُمْ يُعْطَاهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- كُلُّهُمْ يَرْجُوْنَ يُعْطَاهَا فَقَالَ: اَيْنَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ؟

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উচ্চারণ:- ক্বালা ফা. বা-তান্নাসু ইয়াদুকুনা লাই লাতাহুম আইউহুম ইয়ুত্বা-হা ফালাম্মা আস্ববাহ্বান্না-সু গাদাও আলা রাসুলিল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা কুল্লুহুম ইয়ারজুনা ইউ'ত্বা-হা ফাক্বালা: আইনা আলী ইবনু আবী ত্বালিব।

অর্থ:- বর্ণনাকারী বলেন যে স্বাহাবায়ে কেরাম সারারাত্রী এই আকাঙ্খায় ছিলেন যে দেখা যাক সকালে কোন সৌভাগ্যবানকে পতাকা দেওয়া হচ্ছে? যখন সকাল হলো, তখন প্রত্যেক স্বাহাবী এই বাসনা নিয়ে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন যে পতাকা মনে হয় তাঁকেই দেওয়া হবে, এমতবাস্থায় হুজুর বললেন, আলী বিন আবু ত্বালিব কোথায়?

فَقَالُوْا يَشْتَكِىْ عَيْنَيْهِ يَا سُوْلَ اللّٰهِ ؛ قَالَ: فَاَرْسِلُوْا اِلَيْهِ

فَاْتُوْنِىْ بِهٖ فَلَمَّا جَآءَ بَصَقَ فِىْ عَيْنَيْهِ فَدَعَالَهٗ فَبَرَأَ حَتّٰى

كَاَنْ لَمْ يَكُنْ بِهٖ وَجَعٌ-

উচ্চারণ:- ফা ক্বা-লু ইয়াশতাকী আইনাইহি ইয়া রাসুলাল্লাহি! ক্বালা: ফা আর সিলু ইলাইহি ফা'তুনী বিহি ফালাম্মা জা-য়া বাস্বাক্বা ফী আইনাইহি ফাদায়া-লাহু ফাবারায়া হাত্তা কাআঁল লাম ইয়াকুন বিহি অজয়ুন।

অর্থ:-স্বাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তার চোখ ব্যথা করছে হুজুর বললেন তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো সুতরাং তাঁকে হুজুরের নিকট নিয়ে আসা হলো। অত:পর হুজুর, হাজরাত আলী রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর চোখে থুথু মোবারক লাগিয়ে দিলেন, আর তিনার জন্য দুয়া করলেন। সুতরাং তিনি এমন ভাবে ভালো

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হলেন, মনে হচ্ছে যেন তিনার চোখে কোন অসুবিধাই ছিলো না।

فَاَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِىٌّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُقَاتِلُهُمْ حَتّٰى

يَكُوْنُوْا مِثْلَنَا فَقَالَ: اُنْفُذْ عَلٰى رِسْلِكَ حَتّٰى تَنْزِلَ

بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ وَ اَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ

عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللّٰهِ فِيْهِ-

উচ্চারণ:- ফা আ'ত্বাহুর রা-ইয়াতা ফা ক্বালা আলীউন: ইয়া রাসুলাল্লাহি! উক্বা- তিলুহুম হাত্তা ইয়াকুনু মিসলানা ফাক্বালা, উনফুয আলা রিসলিকা হাত্তা তানজিলা বিস্বাহ্বাতিহিম সুম্মাদ য়ুহুম ইলাল ইসলামি অ আখবিরহুম বিমা ইয়াজিবু আলাইহিম মিন হাক্কিল্লাহি ফীহি

অর্থ:- হুজুর স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম, তিনাকে পতাকা দিলেন: হাজরাত আলী বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি তাদের সাথে ঐই সময় পর্যন্ত্ম যুদ্ধ চালিয়ে যাব যতক্ষন পর্যন্ত্ম তারা আমাদের মতো মুসলমান না হবে। হুজুর বললেন, শান্ত্মি বজায় রেখে যাও, যখন তাদের নিকট পৌছে যাবে তখন তাদেরকে ইসলামের দিকে অহব্বান করো! আর আল্লাহ তা'আলা যা কিছু তাদের প্রতি ফরজ করেছে সে সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করাও।

فَوَ اللّٰهِ: لَاَنْ يَّهْدِىَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌلَّكَ مِنْ اَنْ

يَّكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

উচ্চারণ:- ফা অল্লাহি লি আঁই ইয়াহদিয়্যাল্লাহু বিকা রাজুলান অহিদান খাইরুন লাকা মিন আঁইইয়াকুনা লাকা হুমরুন নায়ামি!

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ:- তাই আল্লাহর কসম করে বলছি, যদি তোমার চেষ্টার ফলে আল্লাহ তা'আলা একজন ব্যক্তিকেও হেদায়াত দান করেন তবে তা হবে তোমার জন্য লাল রংয়ের উট চাইতেও উত্তম।

উল্লিখিত ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা

১২। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং-৫২৫ কিতাবুল মানাকিব, হাজরাত আলী বিন আবু তালিবের ফজিলতের বর্ণনা, হাদীষ নং ৩৭০২।

عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ خَيْبَرَ وَ كَانَ بِهٖ رَمَدٌ فَقَالَ: اَنَا اَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِا النَّبِيِّ: صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

উচ্চারণ:- আন সালমাতা: ক্বালা! ক্বালা আলীউন ক্বাদ তাখাল্লাফা আনিন্নাবীই স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামা ফী খাইবারা অ কানা বিহি রামাদুন ফা ক্বালা: আনা আতা খাল্লাফু আন রাসুলিল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা, ফা খারাজা আলীউন ফালাহিকা বিন্নাবীই স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা

অর্থ:-হাজরাত সাহাল বিন সা'য়াদ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, খাইবারের যুদ্ধে হাজরাত আলী রাদ্বীয়াল্লাহু

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

তা'আলা আনহু চক্ষু বেদনার কারণে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের পেছনে থেকে গিয়ে ছিলেন মনের মধ্যে চিন্তা এলো আমি হুজুরকে ছেড়ে কেমন করে বসে থাকি? তাই হজরাত আলিও বেরিয়ে গেলেন, আর রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের সঙ্গে মিলিত হলেন।

فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ فَتَحَهَا اللّٰهُ فِيْ صَبَاحِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ اَوْلَيَاخُذَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَوْ قَالَ: يُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَيْهِ.

উচ্চারণ:- ফা লাম্মা কানা মাসাউল লাইলাতি ফাতাহাহাল্লাহু ফী স্বাবাহিহা ফা ক্বালা রাসুলুল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা লাউ'তি ইয়ান্নার রাইয়াতা আওলা ইয়াখুযান্নার রাইয়াতা গাদান রাজুলান ইয়ুহিব্বুহুল্লাহু অ রাসুলুহু আও ক্বালা ইয়ুহিব্বুহুল্লাহু অ রাসুলাহু ইয়াফ তাহুল্লাহু আলাইহি।

অর্থ:- যখন সেই রাত্রের সন্ধা হলো যে রাত্রের সকালে আল্লাহ তা'আলা খাইবার জয় করালেন, তখন রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বললেন, আমি আগামি কাল সকালে এই পতাকা অবশ্যই সেই ব্যক্তিকে দেব, অথবা এই পতাকা সেই ব্যক্তি অর্জন করবে যাকে আল্লাহও তার রাসুল ভালোবাসেন আর সেও আল্লাহ ও তার রাসুলকে ভালোবাসেন, আল্লাহ তা'আলা তারই হাতে খাইবার জয় করাবেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

فَاِذَانَحْنُ بِعَلِيٍّ وَمَا نَرْجُوْهُ فَقَالُوْا: هٰذَا عَلِيٌّ۔

فَاَعْطَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

فَفَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ

উচ্চারণ:- ফা ইযা-নাহনু বি আলীইন অমা নারজুহু ফা ক্বালু: হাযা আলীউন। ফআ'ত্বাহু রাসুলুল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা, ফা ফাতাহাল্লাহু আলাইহি

অর্থ:- আমাদের এটা আশা ছিলো না যে, হাজরাত আলী চলে আসবেন, সকালে দেখছি যে হাজরাত আলী চলে এসেছেন। রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম হাজরাত আলীকে নেতার পাতাকা ধরিয়ে দিলেন আর আল্লাহ তা'আলা তিনার হাতে খাইবার জয় করালেন।

উপকার:- উল্লিখিত দুইটি হাদীষের দ্বারা যেখানে হাজরাত আলী রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর গ্রহণ যোগ্যতা জানা গেল, সেখানে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঈলমে গাইবের দলীল ও পাওয়া গেল যে তিনি রাত্রেই স্বাহাবায়ে কেরাম কে বলে দিয়েছেন, কাল খাইবারের দুর্গ জয় হবে, আর তা হবে হাজরাত আলীর মাধ্যমে, অর্থাৎ আলি হবেন খাইবারের বিজেতা।

ক্বাইস্বার ও কিসরার ধংসের খবর

ক্বাইস্বার:- প্রাচীন রোম সম্রাটদের উপাধি সে যুগে যে কোন

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সম্রাটকে ক্বাইস্বার বলা হতো।

কিসরা:- ইরানের প্রাচীন নৃপতিগণের পদবী।

১৩। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং-৫১১ কিতাবুল মানাকিব ইসলামে নবীর পরিচয়ের বর্ণনা, হাদীষ নং-৩৬১৮।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهٗ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: اِذَا هَلَكَ فَلَا كِسْرٰى بَعْدَهٗ وَ اِذَا هَلَكَ

قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرُ بَعْدَهٗ۔ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَتُنْفَقُنَّ

كُنُوْزُهُمَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ۔

উচ্চারণ:- আন আবী হুরাইরাতা আন্নাহু ক্বালা ক্বা-লা রাসুলুল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইযা হালাকা কিসরা ফালা কিসরা বা'দাহু অ ইযা হালাকা ক্বাইস্বারা ফালা ক্বাইস্বারা বা'দাহু, অল্লাযী নাফসু মুহাম্মাদিন বিইয়াদিহি লাতুনফাকান্না কুনুজুহুমা ফী সাবীলিল্লাহি।

অর্থ:- হাজরাত আবু হুরাইরাহ বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন যখন কিসরার সম্রাট ধ্বংশ হবে তার পর কোন সম্রাট হবে না! আর যখন ক্বাইস্বার সম্রাট ধংস হবে তার পর কোন সম্রাট হবে না, সেই সত্ত্বার কসম যার হাতে মুহাম্মদ (স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের) জীবন আছে অবশ্য অবশ্যই তাদের উভয়ের গচ্ছিত ধন সম্পদ আল্লাহ তা'আলার পথে খরচ করা হবে।

উপকার:- স্বাহাবায়ে কেরামকে ক্বাইস্বার ও কিসরার রাজত্ব ধংস হওয়ার সংবাদ দেওয়া, আর এটা বলে দেওয়া যে তাদের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

লুক্কায়িত ধন সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ হবে, ইহা সবই গাইবের সংবাদ।

উপকার:- রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের ফরমান অনুযায়ী হাজরাত উমর বিন খাত্তাব রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খেলাফত কালে, মুসলমান রোম সমরাজ্যের সম্রাট ক্বাইস্বার আর ইরানের সম্রাট কিসরার দেশ জয় করে ছিলো।

মিলহান কন্যা সাগর যাত্রা করবে

১৪। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৪০৩ কিতাবুল জিহাদ, সাগর সেনায় মহিলাদের অংশ গ্রহনের বর্ণনা, হাদীষ নং-২৮৭৭-২৮৭৮। বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং- ৯২৯ কিতাবুল ইসতীযান মানজারা ক্বওমান, ফা ক্বালা ইন্দাহুম,এর বর্ণনা, হাদীষ নং- ৬২৮২-৬২৮৩ হাজরাত আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম যখন হাজরাত উম্মে হিরাম বিনতে মিলহান রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহার বাড়ীতে আসলেন, তখন হেলানা লাগিয়ে শুয়ে গেলেন, অত:পর তিনি হাঁসতে হাঁসতে জেগে উঠলেন فَقَالَتْ لِمَا تَضْحَكُ يَا رَسُوْلَ لله ؟

উচ্চারণ:- ফা ক্বালাত লিমা তাদহাকু ইয়া রাসুলাল্লাহি?

অর্থ:- হাজরাত উম্মে হেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ আপনি হাঁসছেন কেন?

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

فَقَالَ: نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِيْ يَرْكَبُوْنَ الْبَحْرَ الْاَخْضَرَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ مَثَلُهُمْ مَثَلُ الْمَمْلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَةِ فَقَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللهِ؛ اُدْعُ اللهَ اَنْ يَّجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ.

উচ্চারণ:- ফা ক্বালা নাসুম মিন উম্মাতী ইয়ারকাবুনাল বাহরাল আখদারা ফী সাবীলিল্লাহি মাসালুহুম মসালুল মামলুকি আলাল আসিরাতি, ফা ক্বা-লাত: ইয়া রাসুলাল্লাহি উদউল্লাহা আঁই ইয়াজয়ালানী মিনহুম।

অর্থ:-তাই উত্তরে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বললেন: আনি আমার উম্মতের একটি দল কে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম, যারা সমুদ্রে এমন ভাবে যাত্রী সেজে যাত্রা করছে যেমন ভাবে নিজের সিংহাসনে বসে, ইহা শুনে হাজরাত উম্মে হেরাম বললেন! ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি দুয়া করুন যাতে করে আল্লাহ তা'আলা আমাকে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত করেন। قَالَ: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ.

উচ্চারণ:-ক্বালা আল্লাহুম্মাজ আলহা মিনহুম।

অর্থ:- হুজুর তার জন্য এই দুয়া করলেন, হে আল্লাহ, তাঁকে সেই দলের অন্তর্ভূক্ত করে দাও। রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম পুনরায় শুয়ে গেলেন আর কিছুক্ষন পর হাঁসতে হাঁসতে জেগে উঠলেন হাজরাত উম্মে হেরাম বিনতে মিলহান পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ, কোন কথার দরুন আপনি হাঁসছেন? রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম প্রথম বারের মতই বললেন যে আমাকে আমার উম্মতের সেই দলকে দেখে অশ্চর্য লাগলো যে সাগরে তারা এভাবে যাত্রা করবে যেমন সম্রাট নিজ সিংহাসনে

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বসে। হাজরাত উম্মে হেরাম বিনতে মিলহান আবারও আবেদন করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ দুয়া করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে ও সেই দলের অন্তর্ভূক্ত করেন, হুজুর বললেন, তোমার গণনা প্রথম দলেই তো হয়ে গেছে, আর দ্বিতীয় কী প্রয়োজন?

কোন দেতা হ্যাই দেনে কো মুঁহ চাহিয়ে
দেনে ওয়ালা হ্যাই সাচ্চা হামারা নাবী

قَالَ اَنَسٌ: فَتَزَوَّجَتْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ

مَعَ بِنْتِ قَرْظَةَ فَلَمَّا قَفَلَتْ رَكِبَتْ دَابَّتَهَا فَوَقَصَتْ بِهَا

فَسَقَطَتْ عَنْهَا فَمَاتَتْ.

উচ্চারণ:- ক্বালা আনাসুন: ফা তাজাও অজাত উবাদাতাব নাস্ব স্বামিতি ফা রাকিবাতিল বাহরা মায়া বিনতি ক্বারাজাতা, ফালাম্মা ক্বাফালাত রাকিবাত দা-ব্বা তাহা ফা অক্বাস্বাত বিহা ফা সাক্বাত্বাত আনহা ফা মাতাত।

অর্থ:- হাজরাত আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে, এর পর হাজরাত উম্মে হেরাম বিনতে মিলহান, হাজরাত উবাদা বিন স্বামিত রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বিবাহ করলেন তার পর তিনি কারজাহর মেয়ের সঙ্গে সমুদ্র পথে, যুদ্ধে বের হলেন, অত:পর সে যখন সমুদ্র যাত্রা থেকে ফিরে এলেন, তখন নিজের চতুষ্পদ যান বাহন থেকে পড়ে গেলেন, যাতে তিনার ইন্তেকাল হয়েছে।

উপকার:- এই হাদীষ দ্বারা ইহাই জানা গেল যে, হাজরাত উম্মে হেরাম বিনতে মিলহান রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহা যেখানে সমুদ্র পথের যাত্রী হয়েছিলেন, সেখানে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঈলমে গাইব অদৃশ্যের সংবাদ দাতা হওয়ার

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

ও প্রমান পাওয়া যাচ্ছে, কারণ তিনি বহু বৎসর পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন যে মুসলমানের সামনে একটা এমন সময় আসবে যে মুজাহিদীনে ইসলাম যুদ্ধের জন্য নৌকোতে বসে সমুদ্র যাত্রা করবে।

উপকার:- এই হাদীষ দ্বারা স্বাহাবায়ে কেরামের আক্বীদাহও জানা গেল যে তাঁরা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গাইবের সংবাদ জানা নবীও মানতেন, আর ইহাও যে হুজুর যা করবেন তা আল্লাহ তা'আলার দরবারে অবশ্যই কবুল হবে।

অদৃশ্যের জ্ঞান দর্শন

১৫। বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৬০৮ কিতাবুল মাগাজী, খাইবার যুদ্ধের বর্ণনা। হাদীষ নং-৪২৩৪,

হাজরাত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে, যখন আমরা খাইবার যুদ্ধে জয়ী হলাম তখন আমরা সোনা, চাঁদি পাইনি বরং গাভী উট, কিছু অন্য জিনিষ আর বাগান গণিমতে পাওয়া গেছে, খাইবার জয় লাভের পর আমরা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে অদিউল কোরা নামক স্থানে পৌছি, হুজুরের সাথে "মিদয়াম" নামের একটি হাবশী দাস ছিলো, যাকে বানী দাবাব গোত্রের কোন এক ব্যক্তি দান করে ছিলো সেই দাস রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজা অহ (উটের পিঠের হওদাজ) খুল ছিল, সেই অবস্থাই হঠাৎ একটি তীর এসে লেগে গেল, তাতেই সে মারা গেল, উপস্থিত স্বাহাবায়ে কেরাম বললেন, এই দাসকে শাহাদাত মুবারক হোক।

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ وَالَّذِىْ

نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنَّ الشِّمْلَةَ الَّتِىْ اَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ

الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا.

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উচ্চারণ:-ফা ক্বালা রাসুলুল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামা বাল অল্লাযী নাফসী বিইয়াদিহি, ইন্নাশ শিমলাতাল্লাতী আস্বাবাহা ইয়াওমা খাইবারা মিনাল মাগানিমি লাম তুস্বিবহাল মাক্বাসিমা লি তাশতাঈল আলাইহি নারান।

অর্থ:- স্বাহাবায়ে কেরামের কথা শুনে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কখনো না! সেই জাতের কসম যার মুষ্ঠিতে আমার জীবন আছে, নিশ্চয় সেই কম্বল যা সে, খাইবার জয়ের দিন গণিমতের মাল বন্টনের পূর্বেই নিয়ে নিয়েছিলো, সেটাই আগুন হয়ে জ্বলছে।

অন্য এক ব্যক্তি যে এক অথবা দুটি তাসমা (সুকতলা) নিয়ে ছিলো সে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এসে বললো ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি ইহা মা'মূলী (তুচ্ছ) ভেবে নিয়ে ছিলাম হুজুর বললেন এর পরিবর্তে এক অথবা দুইটি তাসমা (সুকতলা) আগুনের (তোমার জন্য) আছে।

শহীদ হওয়ার ইঙ্গিত দিলেন

১৬। বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং-৬০৩ কিতাবুল মাগাজী খাইবার যুদ্ধের বর্ণনা, হাদীষ নং-৪১৯৬।

হাজরাত সালমা বিন আকওয়া রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে, একদা আমরা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের সাথে খাইবারের অভিমুখে বের হয়েছিলাম, আমরা রাত্রে সফর করছিলাম, সেই যাত্রাই আরবের একজন বড়ো কবি হাজরাত আমির ও আমাদের সঙ্গে ছিলেন, একজন বললো হে আমির! আপনি আপনার কবিতা আমাদের কে কেন শুনাচ্ছেন না? সুতরাং হাজরাত আমির রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এই কবিতা শুনাতে লাগলেন।

www.YaNabi.in
বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

اَللّٰهُمَّ لَوْلَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ۔ وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا ۔

فَاغْفِرْ فِدَاءً لَّكَ مَا اَبْقَيْنَاه ۔ وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَا قِيْنَا ۔

وَاَلْقِيَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَ ۔

উচ্চারণ:- আল্লাহুম্মা লাওলা আনতা মাহতাদাইনা- অলা তাস্বাদ্দাকনা অলা স্বাল্লাইনা= ফাগফির ফিদাআল লাকা মা আবক্বাইনাহু অ সাববিতিল আক্বদামা ইন লা কীনা = অ আলক্বি ইয়ান সাকীনাতান আলাইনা-

অর্থ:-ইয়া আল্লাহ যদি তুমি আমাদেরকে হিদায়েত দান না করতে তবে না আমরা নামায পড়তাম আর না জাকাৎ দিতাম। আমাদেরকে মাফ করে দাও। আমরা সারা জীবন তোমার দ্বীনে কুরবান হয়ে থাকবো-

আর কাফেরদের প্রতিদ্বন্দিতায় আমরাকে স্থীর রাখো হে আল্লাহ আমাদের অন্তরকে শান্তিদান করো।

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- مَنْ هٰذَا السَّائِقُ؟ قَالُوْ: عَامِرُ بْنُ الْاَكْوَعِ قَالَ: يَرْحَمُهُ اللّٰهُ۔

উচ্চারণ:- ফা ক্বালা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা মানহাযাস সাইকু? ক্বালু আমিরুবনু আকওয়ায়ী! ক্বালা ইয়ার হামুহুল্লাহু।

অর্থ:- রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বললেন এই কবিতা পাঠকারী কে? স্বাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইনি

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আমির বিন আকওয়া, হুজুর বললেন, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দয়া করুক এই দুয়া শুনে আমাদের মধ্যেকার একজন (হাজরাত উমর রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলতে লাগলেন হাজরাত আমিরের জন্য শাহাদাত অজিব হয়ে গেছে, ইয়া রাসুলুল্লাহ কতই না ভালো হত যদি আপনি কিছু দিন আমাদেরকে তার দ্বারাই উপকার হাসিল করতে দিতেন। যখন আমরা খাইবার পৌছে গেলাম তখন আমরা ঈহুদীদের ঘিরে ফেললাম সেই সময় খাবার না থাকায় খিদে আমাদেরকে অনেক যন্ত্রনা দিছছিল, তবুও আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জয়ী করলেন। আর যে দিন আমরা খাইবার জয় করলাম, সেই দিন সন্ধায় অনেক আগুন জ্বালানো হয়েছিলো। ইহা দেখে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন এ আগুন কেমন? আর কেনই বা জ্বালানো হয়েছে? স্বাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন গোস্ত্ম রান্না হচ্ছে, হুজুর জিজ্ঞেস করলেন, কিসের গোস্ত্ম ? স্বাহাবায়ে কেরাম বললেন গৃহ পালিত গাধার গোস্ত্ম। হুজুর বললেন গোস্ত্ম ফেলে দাও, আর হাঁড়ি ভেঙে দাও। কেউ বলল ইয়া রাসুলাল্লাহ! এটা করলে কেমন হয় যে গোস্ত্ম ফেলে দিই আর হাঁড়ি ধুয়ে নিই? হুজুর বললেন আচ্ছা সেটাই করো।

খাইবারের যুদ্ধে মুসলমান যখন সারি বদ্ধ হয়েছিল, তখন হাজরাত আমির রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর তরবারী অনেক ছোট ছিলো, এই যুদ্ধ চলা কালীন তিনি এক ইহুদীর পায়ে এমন ভাবে তরবারী চালিয়ে ছিলেন ঘুরে তিনার হাঁটুতেই লেগেছিল, তার কারণে তিনি ইন্স্তেকাল করে ছিলেন।

হাজরাত সালমা বিন আকওয়া বলেন, যে আমি যখন ফিরে আসছিলাম তখন আমাকে উদাসীন দেখে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম আমার হাত ধরে বললেন! তোমাকে কী

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হয়েছে? আমি বললাম ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমার পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ, কিছু ব্যক্তির ধারণা যে হাজরাত আমিরের নেক আমল সমূহ নষ্ট হয়ে গেছে।

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: كَذَبَ مَنْ قَالَهُ اِنَّ لَهُ لَاَجْرَيْنِ

উচ্চারণ:-ফা ক্বালান্নাবীয়ু স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা, কাযাবা মান কা-লাহু ইন্নালাহু লা আজরান।

অর্থ:- রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি এ কথা বলেছে সে ভুল বলেছে, তার জন্য দ্বিগুন নেকী আছে।

অত:পর তিনি আপন দুই আঙ্গুল একত্রিত করে বললেন যে আল্লাহর পথে আত্মা উৎসর্গ করা ব্যক্তি ছিলো, চলা ফেরা করা পল্লিগ্রাম বাসী মানুষের মধ্যে এমন পুরুষ কমই হয়।

হাজরাত আম্মারের শহীদ হবার সংবাদ

১৭। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং-৬৮ কিতাবুস্ব স্বালাত মসজিদ নির্মানে সাহায্য করার বর্ণনা, হাদীষ নং-৪৪৭।

হাজরাত ইকরামা বলেন যে, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা, আমাকে আর তিনার পুত্র হাজরাত আলীকে বললেন, চলো আমরা হাজরাত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট যায় আর তিনার কথা (নসীহত) শুনে আসি।

আমরা গিয়ে দেখলাম যে, হাজরাত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিজের বাগানের পরিচর্যা করছেন তিনি

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নিজের চাদর নিয়ে গায়ে দিলেন আর আমাদের সাথে কথা বলতে লাগলেন, বিভিন্ন কথার মাধ্যমে যখন মসজিদ নবাবী শরীফ নির্মানের কথা এলো তখন তিনি বললেন

كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً وَ عَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ

উচ্চারণ:- কুন্না-নাহমিলু লাবিনাতান লাবিনাতান অ আম্মারুন লাবিনাতাইনি লাবিনাতাইনি

অর্থ:- আমরা একখানা করে ইঁট বয়তাম আর হাজরাত আম্মার রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দুই খানা করে বয়তেন

فَرَاٰهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَيَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ وَ يَقُوْلُ: وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوْهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ وَ يَدْعُوْنَهُ اِلَى النَّارِ قَالَ: يَقُوْلُ عَمَّارٌ: اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ-

উচ্চারণ:-ফারাআহুন নবীয়ু স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামা ফাইয়ান ফুদুত তুরা-বা আনহু অ ইয়াকুলু অয়হা আম্মারিন তাক্বতুলুহুল ফিয়াতুল বাগীয়াতু ইয়াদয়ুহুম ইলাল জান্নাতি অ ইয়দয়ুনা হু-ইলান্নারি ক্বালা ইয়াকুলু আম্মারান, আউযু বিল্লাহি মিনাল ফিতানি।

অর্থ:- যখন রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজরাত আম্মার রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে দেখলেন তখন উনার শরীরের মাটি পরিস্কার করতে লাগলেন আর বললেন আম্মারের উপর একটা শক্ত সময় আসবে তাঁকে একটা বিদ্রোহী দল শহীদ করবে, এ তো ওরাকে জান্নাতের দিকে আহব্বান করবেন আর ওরা তাঁকে জাহান্নামের দিকে ডাকবে বর্ণনা কারী বলেন যে হাজরাত আম্মার

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

বিন ইয়াসার বলতেন- আমি ফেৎনা সমূহ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইছি।

হাজরাত হারিসাহ ফিরদৌসে আ'লাতে

১৮ বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৩৯৪ কিতাবুল জিহাদ, কোন অজানা ব্যক্তির তীর লেগে কেউ ইন্তেক্বাল করে তার বর্ণনা হাদীষ নং-২০৮৯ -

হাজরাত আনাস বিন মালিক রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, হাজরাত হারিসাহ বিন সুরাক্বাহর আম্মাজান হাজরাত উম্মে রাবী' বিনতে রাবয়া রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

يَا نَبِيَّ اللّٰهِ: اَلَا تُحَدِّثُنِيْ عَنْ حَارِثَةَ-

উচ্চারণ:- ইয়া নাবীয়াল্লাহি আলা! তুহাদ্দিষুনী আন হারিসাতা।

অর্থ:- ইয়া নাবীয়াল্লাহু! আমাকে আমার পুত্র হারিষার অবস্থা বলুন।

وَ كَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ اَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ-

উচ্চারণ:- অ কানা কুতিলা ইয়াওমা বাদরিন আস্বাবাহু সাহ'মুন গারবুন।

অর্থ:- বর্ণনা কারী বলেন যে, সে বদরের যুদ্ধে কোন অজানা লোকের নিক্ষেপ করা তীর খেয়ে শহিদ হয়ে ছিলেন।

فَاِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَ اِنْ كَانَ غَيْرَ ذٰلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ؟

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উচ্চারণ:- ফা ইনকানা ফীল জান্নাতি স্বাবারতু ও ইনকানা গায়রা যালিকা আজতা হাদতু আলাইহি ফীল বুকাই।

অর্থ:-সুতরাং সে যদি জান্নাতে থাকে তবে আমি ধৈর্য ধারণ করবো আর যদি ব্যাপারটা তার উল্টো হয় তবে আমি মন উজাড় করে ক্রন্দন করবো।

قَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةَ اِنَّهَا جِنَانٌ فِىْ الْجَنَّةِ وَ اِنَّ اِبْنَكَ

اَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْاَعْلٰى-

উচ্চারণ:- ক্বালা ইয়া উম্মা হারিসাতা ইন্নাহা জিনাজুন ফীল জান্নাতি অ ইন্না ইবনাকা আস্বাবাল ফির দাওসাল আ'লা।

অর্থ:- ইহা শুনে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন হে উম্মে হারিসাহ! সে জান্নাতের বাগানে আছে আর নিশ্চয় তোমার পুত্র ফিরদৌসে আ'লাতে স্থান পেয়েছে।

ভবিষ্যত সামনে

(হুজুরের, দাস-দাসীদেরও ভবিষ্যত সামনে)

১৯। বুখারী শরীফ,. ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৫১২ কিতাবুল মানাকিব, ইসলামে নবুয়াতের পরিচয়ের বর্ণনা, হাদীষ নং-৩৬৩১।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ : هَلْ لَكُمْ مِنْ اَنْمَاطٍ؟ قُلْتُ: وَاَنّٰى يَكُوْنُ لَنَا

الْاَنْمَاطُ؟ قَالَ: أَمَا اِنَّهُ سَتَكُوْنُ لَكُمُ الْاَنْمَاطُ-

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উচ্চারণ:-আন জাবিরিন ক্বালা! ক্বা-লান্নাবীয়ু স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা: হাল লাকুম মিন আনমাতিন? কুলতু অ আন্না ইয়াকুনু লানাল আনমাতু ক্বালা আমা অন্নাহু সা তাকুনু লাকুমূল আনমাতু!

অর্থ:- হাজরাত জাবির রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন! তোমার নিকট কার্পেট আছে কি? আমি বললাম ইয়া রাসুলাল্লাহ আমার নিকট কার্পেট কোথা থেকে এলো? হুজুর বললেন, স্বরণ রেখো, অতি নিকটে তোমার কাছে কার্পেট হবে। সুতরাং আজ আমি আমার স্ত্রীকে এই কথা বললাম যে তোমার কার্পেট টি আমার নিকট থেকে সরিয়ে নাও ইহা শুনে তিনার স্ত্রী উত্তর দিলেন

اَلَمْ يَقُلِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

سَتَكُوْنُ لَكُمُ الْاَنْمَاطُ!

উচ্চারণ:- আলাম ইয়াকুলিন্নাবীয়ু স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামা, সাতাকূনু লাকুমূল আনমাতু।

অর্থ:- রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আপনাকে বলেন নি? যে তোমার নিকট কার্পেট হবে। (তাঁর কথা শুনে আমি চুপকরে গেলাম) সুবহানাল্লাহ কত চমৎকার এক জন স্বাহাবীর স্ত্রীর ঈমান যার দরুন গাইবের সংবাদ জানতে পারছেন, কোথায় হাজরাত জাবিরকে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অতি নিকটে তোমার নিকট কার্পেট হবে, আর তিনার স্ত্রী বাড়ীতে বসেই জানত পারলেন যে হুজুর এই কথা বলেছেন, একজন দাসী যদি গাইবের সংবাদ জানতে পারে, তবে নবীও পয়গাম্বারদের নেতা কি জানতে পারেন না? অবশ্যই পারেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জয়ের ভবিষ্যত বাণী

২০। বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৫৯০ কিতাবুল মাগাজী, খন্দক যুদ্ধ অথবা আহজাব যুদ্ধের বর্ণনা হাদীষ নং-৪১১০-৪১১১

হাজরাত সুলাইমান বি স্বারদ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন।

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ حِيْنَ اَجْلَى الْاَحْزَابُ عَنْهُ: اَلْاٰنَ نَغْزُوْهُمْ وَلَا يَغْزُوْنَنَا نَحْنُ نَسِيْرُ اِلَيْهِمْ۔

উচ্চারণ:- সামি'তুন্নাবীয়া স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা ইয়াকুলু হীনা আজলাল আহ্জাবু আনহু: আল আ-না নাগজুহুম আলা ইযাগজুনানা নাহ্নু নুসীরু ইলাইহিম।

অর্থ:-আহ্জাব যুদ্ধে অর্থাৎ খন্দকের যুদ্ধের সময় যখন কাফিরদের সৈন্য দেখা গেল, তখন রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি ইহা বলতে শুনেছি যে, এখন আমরা তাদের উপর আক্রমণ চালাবো? এরা আমাদের উপর আক্রমণ করতে পারবে না, আর আমরা তাদের দিকে পায়ে হেঁটে যাব।

উপকার:- অদৃশ্যের সংবাদ দাতা নবী যেমন বলেছেন, ঠিক তদ্রুপই ফল মানুষ স্বচক্ষে দর্শন করেছে, যে খন্দকের যুদ্ধের সময় তুফান ঘুর্ণি-ঝড় বৃষ্টির আকারে মুশরিকদের উপর এমন দুর্যোগ নেমে এলো যে, তারা সকলে, মালধন, জিনিস, পত্র ছেড়ে পালালো,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এমত অবস্থায় মুসলমানেরা যুদ্ধ ছাড়াই জয়ী হলো, আর গনীমতের মাল নেওয়ার জন্য পায়ে হেঁটে গেলো। (যেমন অদৃশ্যের সংবাদ দাতা নবী বলেছিলেন)

অদৃশ্যের সংবাদ দাতা নবীর, ভবিষ্যদ্বানী

২১। বুখারী শরীফ, ১,ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৩৭২ কিতাবুস স্থুলহি- হাজরাত ইমাম হাসান বিন আলী রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার জন্য রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের সেই বুলির বর্ণনা, যে আমার এই ছেলে নেতা হবে! হাদীষ নং-২৭০৪

হাজরাত ইমাম হাসান বাস্বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, হাজরাত ইমাম হাসান বিন আলী রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা যখন পর্বতের ন্যায় দলের দল সৈন্য বাহিনী নিয়ে, হাজরাত আমীরে মুয়াবীয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসলেন, তখন হাজরাত আমর বিন আস্ব আমীরে মুয়াবিয়াকে বললেন, আমি হাজরাত ইমাম হাসানের সাথে এমন সৈন্য দেখছি যে তিনি সেই সময় পর্যন্ত্ব বিরত হবেন না যতক্ষন পর্যন্ত্ব নিজের প্রতিদ্বন্দ্বিকে পরিস্কার না করবে।

ইহা শুনে হাজরাত আমীরে মুয়াবিয়া, হাজরাত আমর বিন আসকে বললো যদি এরা ওরাকে মেরে ফেলে ওরা এদের কে মেরে ফেলে, তবে মানুষের সমস্য গুলো কে দেখবে? তাদের মহিলাদের দায়িত্ব ভার কে গ্রহণ করবে? আর তাদের সম্ম্মানাদী ও বয়জ্যেষ্টদের দেখা শুনা কে করবে?

সুতরাং হাজরাত আমীরে মুয়াবীয়া, কুরাইশ গোত্রের আর বানু আবদে শামস গোত্রের দুইজন ব্যক্তি, হাজরাত আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ ও হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন আমির বিন কুরাইজ কে ডেকে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বললেন যে, তোমরা দুজনে হাজরাত ইমাম হাসানের নিকট যাও, আর তিনার সাথে কথা বলো যাতে তিনি আমার সাথে সন্ধি করে নেন, এই কাজের জন্য উভয়েই গেলেন আর হাজরাত হাসানের সাথে কথা বলে তিনার নিকট সন্ধির আবেদন করলেন, উত্তরে হাজরাত ইমাম হাসান বললেন আমরা হাজরাত আব্দুল মোওলিব রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সন্তান, এই মাল আমরা পেয়েছি।

উনারা দুজনেই বললেন, হাজরাত আমীরে মুয়াবিয়া আপনার নিকট সন্ধির আবেদন জানিয়েছেন, আর আপনার দিক থেকে উনি এটাই চান যে আপনি যেন তিনার সাথে সন্ধি করে নেন। উত্তরে তিনি বললেন এই সন্ধির দায়িত্ব কে নেবে? উনারা বললেন আমরা দুজন এই সন্ধির দায়িত্ব নিচ্ছি সুতরাং হাজরাত ইমাম হাসান রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হাজরাত আমীরে মুয়াবীয়ার সাথে সন্ধি করে নিলেন।

فَقَالَ الْحَسَنُ: وَ لَقَدْ سَمِعْتُ اَبَابَكْرَةَ يَقُوْلُ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اِلٰى جَنْبِهٖ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَ عَلَيْهِ اُخْرٰى وَ يَقُوْلُ:

উচ্চারণ:- ফা-ক্বা-লাল হাসানু: অ লাক্বাদ সামি'তু আবা বাকরাতা ইয়াকুলু: রাআইতু রাসুলাল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা আলাল মিম্বারি অলহাসানুবনু আলীইন ইলা জানবিহি অহুম ইয়ুক্বিলু আলান্নাসি মাররাতান অ আলাইহি উখরা অ ইয়াকুলু।

অর্থ:- হাজরাত হাসান বাস্বারী বলেন যে, আমি হাজরাত

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

আবু বাকারাহ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে ইহা বলতে শুনেছি যে, আমি রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামকে মিম্বারে দেখেছি, আর হাজরাত হাসান বিন আলী রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা তিনার পার্শে ছিলেন, হুজুর কখনো মানুষের দিকে দেখছিলেন আর কখনো হাজরাত হাসানের দিকে দেখছিলেন, আরএই কথা বলছিলেন।

اِنَّ ابْنِىْ هٰذَا سَيِّدٌ وَ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُّصْلِحَ بِهٖ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

উচ্চারণ:-ইন্না ইবনী হাযা সাইয়্যেদুন অ লায়াল্লাল্লাহু আঁই ইউস্ব লিহা বিহি বাইনা ফিয়া তাইনি আজীমাতাইনি মিনাল মুসলিমিনা।

অর্থ:- অবশ্যই আমার এই ছেলে নেতা (সর্দার) আর আমি আশা রাখি যে এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মুসলমানের দুই বড়ো দলের মধ্যে সন্ধি করাবেন।

উপকার:- এই হাদীষ দ্বারা যেখানে হাজরাত ইমাম হাসান রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ফজিলত জানা গেল! সেখানে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের ঈলমে গাইবের দলীল ও পাওয়া গেল, যেমন তিনি বলে ছিলেন তেমনই ফল মানুষের সামনে ব্যক্ত হলো, আর হাজরাত ইমাম হাসান রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দ্বারা মুসলমানদের দুই বড়ো দলের মধ্যে সন্ধিও হলো, যার কারণে মুসলমান, অনেক বড়ো মাপের রক্তপাত থেকে বেঁচে গেল।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সত্য সংবাদিকের সংবাদ আর বর্তমান কালের বিশ্বাস

২২। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৪৯১ কিতাবুল আম্বিয়ায়ে, বানী ইস্রাঈল সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার বর্ণনা, হাদীষ নং-৩৪৫৬।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ-

উচ্চারণ:- আন আবী সাঈদিন আন্নান্নাবীয়া স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা ক্বা-লা, লি তাত্তাবিউন্না সুনানা মিনক্বাবলিকুম শিবরান বিশিবরিন অযিরায়ান বি যিরাঈন।

অর্থ:-হাজরাত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অবশ্যই তোমরা নিজেরাই পূর্ব পুরুষের প্রথার অন্ধ অনুসারী হবে, অর্থাৎ অর্দ্ধ হাতের সমান অর্দ্ধহাত, আর এক গজের সমান একগজ। حَتّٰى لَوْ سَلَكُوْ جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوْهُ-

উচ্চারণ:- হাত্তা লাও সালাকু হুজরি দাব্বিন লাসালাকতুমুহু।

অর্থ:- যদি তারা গোসাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে তবে তোমারাও তাতে প্রবেশ করবে।

قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى؟ قَالَ: فَمَنْ؟

উচ্চারণ:-কুলনা- ইয়া রাসুলাল্লাহি! আল ইয়াহুহু অন্নাস্বারা? ক্বালা! ফামান?

অর্থ:- আমরা জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার বাক্যে ইহুদি ও নাস্বারাকে বোঝাতে চাইছেন কি? (অর্থাৎ মুসলমান

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইহুদী নাসারাকে বোঝাতে চাইছেন কি?) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তা ছাড়া কে হবে?

উপকার:- উল্লিখিত '২২' বাইশটি হাদীস, ইহা বুঝাবার জন্য যথেষ্ট যে আল্লাহ তা'আলা নিজের পছন্দনীয় রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অসংখ্য ঈলমে গাইব অর্থাৎ অদৃশ্যের জ্ঞান দান করেছেন (ঈমানদারের কাজ মান্য করা আর বেঈমানদের কাজ অমান্য করা)

নবী ছাড়া আল্লাহর পছন্দনীয় অন্য ব্যক্তিদের গুপ্ত ঈলম-ইলহাম দ্বারা হয়

প্রশ্ন:- *নবীগণ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিও কি গাইবের খবর জানে?*

উত্তর:- নবী ও রাসুলগণ ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা গুপ্ত কথা বা ভবিষ্যত ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান দান করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন।

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

উচ্চারণ:- অ আও হাইনা ইলা- উম্মি মুসা আন আরদিয়ীহি ফাইযাখিফতি আলাইহি ফা আলক্বীহি ফীল ইয়াম্মি অলা তাখা-ফী অলা তাহ্জানী ইন্না রাদ্দুহু ইলাইকি অ জায়িলুহু মিনাল মুরসালীনা। পারা নং-২০ সূরা আল ক্বাস্বাস্ব আয়াত নং-৭

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ:- এবং আমি মূসার মাকে গোপন প্রেরণা দিয়েছি যে, তাকে দুধ পান করাও । অত:পর যখন তার সম্পর্কে তোমার আশঙ্কা হয়, তবে তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করো আর না ভয় করো এবং না দু:খ, নিশ্চয় আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে আনবো এবং তাকে রসুল করবো।

উক্ত ঘটনা এই রূপ যে যখন ফিরাউনকে জ্যোতিষরা এই কথা বললো যে, বানী ইস্রাঈলদের মধ্যে এমন এক ছেলে জন্ম নেবে, যে ফিরাউনের রাজত্বকে ধংস করে দেবে, সুতরাং ফিরাউন এই আদেশ জারী করল যে, তার রাজত্বে যত ছেলে জন্ম নেবে সকলকে মেরে ফেলা হয়, সেই কাজের জন্য সুনির্দিষ্ট ভাবে আদালত (বিচারালয় খোলা হলো, আর তার আদেশানুসারে বানী ইসাঈলদের ছেলেদের মেরে ফেলা শুরু হলো।

যে সময় হাজরাত মুসা আলাইহিস সালাম জন্ম গ্রহণ করলেন সে সময় তিনার মা আতঙ্কিত হলেন, যে হয়তো কোন মানুষ খবর দিয়ে দিবে, আর তাঁকে মেরে দেওয়া হবে তাই আল্লাহ তা'আলা তিনার মাকে এই ইলহাম করলেন, যে তাঁকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করো। আল্লাহ তা'আলা হাজরাত মুসা আলাইহিস সালামের মাকে যা অদৃশ্যের জ্ঞান দিয়েছেন তা এইরূপ-

১। দু:খ ও চিন্তার কারণে দুধ শুকিয়ে যায়, তাই চিন্তার কোন কারণ নাই, নিশ্চিন্তে দুধ পান করাও। এর জ্ঞান।

২। দরিয়ায় নিক্ষেপ করা সত্বেও ছেলে জীবিত থাকবে তার জ্ঞান।

৩। দরিয়ায় ভেসে যাওয়ার পরেও ছেলে পুন:রায় তারই কোলে আসবে তার জ্ঞান।

৪। হাজরাত মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার নাবী, আর তিনি বড়ো হয়ে নিজের পয়গাম্বারীর প্রচার কররেন, তার জ্ঞান।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উপকার:- নাবী আর যে নাবী নয় উভয়ের ইলমে গাইবে পার্থক্য ইহাই যে, নবীকে ঈলমে গাইব দেওয়া হয় তা ইয়াকীনী (যা পূর্ণ রুপে বিশ্বাস যোগ্য) আর তা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে আর যে নবী নয় তাকে যে ঈলমে গাইব দেওয়া হয় সেটা হয় ঈলহামের মাধ্যমে, আর সেটা হয় ঈলমে জান্নী জ্ঞান সম্মত কিন্তু সন্দেহ থাকতে পারে।

বাত্বেনী ঈলমের দলীল

প্রশ্ন:- *বাহ্যিক ঈলমের সাথে অভন্তরিন ঈলমের ও কি কোন দলীল আছে?*

উত্তর:- অবশ্যই আছে, বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-২২ কিতাবুল ইলম মুখস্থ করার বর্ণনা হাদীষ নং-১২০

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَائَيْنِ فَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهٗ وَ اَمَّا الْاٰخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهٗ قُطِعَ هٰذَا الْبُلْعُوْمِ-

উচ্চারণ:- আন আবী হুরাইরাতা ক্বা-লা: হাফিজতু মিন রাসুলিল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা বিয়াআইনি, ফা আম্মা আহাদুহুমা ফা বাসাষতুহু অ আম্মাল আখারু ফালাও বাষাষতুহু কুতিয়া হাযাল বুলউমু

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ:- হাজরাত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের নিকট দু থলি (বিদ্যা) শিখেছি সেই দু থলির মধ্যে এক থলি সর্ব সাধারণ কে দিয়েছি আর যদি দ্বিতীয় থলি দিই বা ব্যক্ত করি তবে আমার এই নরখরা খাদ্যনালী কেটে দেওয়া হবে। নারখরা বলা হয় গলার সেই অংশকে যেখান দিয়ে পেটের ভেতর খাবার যায়।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম এর ক্ষমতার বর্ণনা

(ক্ষমতা সপন্ন রাসুলুল্লাহ)

প্রশ্ন:- *রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম ক্ষমতাবান এর প্রতি কিছু দলীল দেন?*

উত্তর:- আল্লাহ তা'আলা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম কে ক্ষমতাবান করেছেন, তিনি যেটা ইচ্ছা হালাল করতে পারেন আর যেটা ইচ্ছা হারাম করতে পারেন কুরআন মজিদের কিছু আয়াত আর কিছ হাদীষ শরীফ দেখুন,

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ

উচ্চারণ:- অমা আ-তা-কুমুর রাসুলু ফাখুযুহু অমা নাহাকুম আনহু ফানতাহু। পারা নং ২৮ সুরা আল হাশ্‌র আয়াত নং ৭

অর্থ:- এবং যা কিছু তোমাদেরকে রাসূল দান করেন, তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ

উচ্চারণ:- ইয়া মুরুহুম বিল মা'রুফি অ ইয়ান হা হুম আনিল মুনকারি অইয়ুহিল্লু লাহুমত্তাইই বাতি অ ইয়ুহাররিমু আলাইহিমুল খাবাইষা। পারা নং৯ সূরা আল আ'রাফ আয়াত নং ১৫৭-

অর্থ:- তিনি তাদের কে সৎ কর্মের নির্দেশ দেবেন এবং অসৎ কাজে বাধা দেবেন আর পবিত্র বস্তু গুলো তাদের জন্য হালাল

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

করবেন এবং অপবিত্র বস্তু সমূহ তাদের উপর হারাম করবেন।

বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৬ কিতাবুল ঈলম, আল্লাহ যা চান তার বর্ণনা হাদীষ নং ৭১।

হাজরাত আমিরে মুয়াবিয়াহ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে আমি রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম কে বলতে শুনেছি

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَ اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَ اللّٰهُ يُعْطِىْ۔

উচ্চারণ:-মাঁই ইউরিদিল্লাহু বিহি খাইরান ইয়ু ফাক্কিহ ফীদ্দীনি অ ইন্নামা আনা ক্বাসিমুন অল্লাহু ইয়ুতি।

অর্থ:- আল্লাহ তা'আলা যার ভালো কারার ইচ্ছা করেন তবে তাকে ধর্মের জ্ঞান দান করেন আর আল্লাহ তা'আলা দান করেন এবং আমিই বন্টন করি।

অল্প বয়সের ছাগলের কুরবানী স্বাহাবীর জন্য জায়েজ করলেন

১। বুখারী শরীফ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৩৪, কিতাবুল ঈদাইন, ঈদের খুৎবা পাঠ অবস্থায় ইমাম আর মুক্তাদীর মধ্যে কথপ কথন করা ও ইমামকে খুৎবা দান আবস্থায় কিছু জিজ্ঞেস করার বর্ণনা হাদীষ নং- ৯৮৩।

হাজরাত বারা বিন আজিব রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ঈদুজ্জোহার দিনে অর্থাৎ কুরবানীর দিনে খুৎবা পাঠ করার সময় বললেন, যে আমার নামায পড়ার মতো নামায পড়লো আর আমার কুরবানী করার মতো কুরবানী করলো, তবেই তার কুরবানী সঠিক হলো আর যে নামাযের পূর্বেই কুরবানী করে নিলো, তবে সেটা হলো গোস্তের ছাগল, অর্থাৎ তার ইচ্ছা শুধু মাত্র গোস্তের, কুরবানীর নয়!

হাজরাত আবু বুরদাহ বিন নিয়ার রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দাড়িঁয়ে বললেন ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমিতো ঈদগাহ যাবার পূর্বেই কুরবানী করে নিয়েছি, ইহা ভেবে যে আজ পানাহার করার দিন এই জন্য আমি তাড়া তাড়ি করেছি, আর কুরবানীর গোস্ত আমি, আমার পরিবারের সকলে, আর প্রতিবেশী সকলেই খেয়েছি, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বললেন, ওটা তোমার গোস্তের ছাগল।

ইহা শুনে হাজরাত আবু বুরদাহ বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার নিকট একটি ছাগল ছানা আছে, যার বয়স এক বছরের কম, কিন্তু দেখতে ও গোস্তে দুটি ছাগলের সমান যদি আমি সেটাকে কুরবানী করি তবে কি হবে? রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লাম বললেন نَعَمْ وَ لَنْ تَجْزِىَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ

উচ্চারণ:- নায়াম অ লান তাজজিয়া অনি আহাদিন বা'দাকা।

অর্থ:- হাঁ! কিন্তু তুমি ছাড়া কখনো অন্য কারো জন্য জায়েজ নয়।

হাতের ইশারাই (ইঙ্গিতে) বৃষ্টি বর্ষন

বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং-১২৭ কিতাবুল জুমুয়াহ, জুম্মার দিন খুৎবাবস্থায় বৃষ্টির জন্য দুয়া করার বর্ণনা।

হাদীষ নং- ৯৩৩ বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৫০৬, কিতাবুল

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মানাক্বিব, ইসলামে নবীর পরিচয়ের বর্ণনা, হাদীষ নং ৩৫৮২,

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: اَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. فَبَيْنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَخْطُبُ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؛ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ.

উচ্চারণ:-আন আনাসিব নি মালিকিন ক্বালা অস্বাবাতিন্নাসা সানাতুন আলা আহ্‌দিন্নাবীই স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লামা, ফা বাইনা ন্নাবীই স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লামা ইয়াখত্ববু ফী ইয়াওমিল জুমুয়াতি, ক্বামা ইরাবিয়ুন ফাক্বালা ইয়া রাসুলাল্লাহ! হালাকাল মালু অ জ্বায়াল আয়ালু ফাদউলানা ফা রাফায়া ইয়াদাইহি।

অর্থ:- হাজরাত আনাস বিন মালিক রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের সময়ে এক বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়ে ছিলো। সে সময়ে একদিন রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লাম জুম্মার দিন খুৎবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় একজন পল্লিগ্রাম বাসী দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো ইয়া রাসুলাল্লাহ ! মাল- ধন শেষ হয়ে গেল, বাড়ীর পরিবার ক্ষুধার্ত, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দুয়া করুন, সুতরাং তিনি দুয়ার জন্য হাত উত্তোলন করলেন।

www.YaNabi.in

وَمَا نَرَى فِى السَّمَاءِ قَزَعَةً فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا وَضَعَهَا حَتّٰى ثَارَ السَّحَابُ اَمْثَالَ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهٖ حَتّٰى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلٰى لِحْيَتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

উচ্চারণ:- অ মা নারা ফীস সামায়ি কাজায়াতান ফাঅল্লাযী নাফসী বিইয়াদিহি মা অদায়াহা হাত্তা যারাস সাহাবু আমষালাল জিবালি ষুম্মা লাম ইয়ানজিল আন মিনবারিহি হাত্তা রাআইতুল মাত্বারা ইয়াতা হাদারু আলা লিহ্‌ইয়াতিহি স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লামা

অর্থ:- বর্ণনাকারী বলেন, সেই সময় আমরা উপরে বাদলের ছোট একটা টুকরাও দেখতে পাইনি সেই সত্তার কসম করে বলছি যার হাতে আমাদের আত্মা আছে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লাম, এখন হাত নিচেও করেননি পাহাড়ের দিক থেকে মেঘ উঠল, আর তিনি মিম্বর থেকে নামেননি, আমি বৃষ্টির পানি রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লামের দাড়ি মুবারক হতে গড়িয়ে যেতে দেখলাম

فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذٰلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَ بَعْدَ الْغَدِ وَ الَّذِىْ يَلِيْهِ حَتّٰى الْجُمُعَةَ الْاُخْرٰى وَ قَامَ ذٰلِكَ الْاَعْرَابِىُّ اَوْ قَالَ غَيْرُهٗ فَقَالَ.

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উচ্চারণ:- ফা মুত্বিরনা ইয়াওমানা জালিকা অ মিনাল গাদি অ বা'দাল গাদি অল্লাযী ইয়ালায়হি হাত্তাল জুমুয়াতাল উখরা অ ক্বামা যালিকাল আ'রাবিয়ু আউ ক্বালা গাইরুহু ফা ক্বালা:

অর্থ:- এমন কি সেই দিন, সারা দিন বৃষ্টি হতে থাকলো, তার পরের দিনও হলো তৃতীয় দিন ও হতেই থাকলো এমনকি আগামী জুম্মার দিন পর্যন্ত হতেই থাকলো। অত:পর সেই স্বাহাবী, অথবা অন্য স্বাহাবী জুম্মার দিন খুৎবার সময় দাঁড়িয়ে বললেন,

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ لَنَا۔

উচ্চারণ:- ইয়া রাসুলাল্লাহ তাহাদ্দামাল বিনাউ অ গারা কাল মালু ফাদউলানা।

অর্থ:- ইয়া রাসুলাল্লাহ্ অতি বৃষ্টির ফলে ঘর বাড়ী পড়ে গেল, মাল ডুবে গেল অতএব আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আমাদের জন্য দুয়া করুন,

فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ! اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَ لَا عَلَيْنَا فَمَا يُشِيْرُ بِيَدِهٖ اِلٰى نَاحِيَةٍ مِّنَ السَّحَابِ اِلَّا انْفَرَجَتْ وَصَارَتِ الْمَدِيْنَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ وَ سَالَ الْوَادِىْ قَنَاةُ شَهْرًا وَ لَمْ يَجِئْ اَحَدٌ نَاحِيَةً اِلَّا حَدَّثَ بِالْجُوْدِ۔

উচ্চারণ:- ফা রাফায়া ইয়াদাইহি ফা ক্বালা! আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা অলা আলাইনা ফামা ইয়ুশিরু বিইয়াদিহি ইলা নাহি

www.YaNabi.in
বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

ইয়াতিম মিনাস সাহাবি ইল্লা ইনফারাজাত অ সারাতিল মাদিনাতু মিষলাল জাওবাতি অ সালাল ওয়াদী ক্বানাতু শাহরান অ লাম ইয়াজীউ আহাদুন নাহি ইয়াতান ইল্লা হাদ্দাসা বিল জুদি

অর্থ:- সুতরাং রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম নিজের দুই হাত উত্তোলন করে বললেন ইয়া আল্লাহ আমাদের আস পাশে মেঘ দাও আমাদের উপর দিওনা, হুজুর আপন হাত দ্বারা যে দিকে ইঙ্গিত করতেন বাদল ছুটে যেত। আর মদিনা শরীফ গোল হাওজের মতো হয়ে গিয়ে ছিলো। আর ক্বানাত নামের উপত্যকা (অদি) এক মাস পর্যন্ত প্রবাহিত ছিলো, আর যে দিক থেকে যেই আসত সেই অতি বর্ষনের সংবাদ দিত।

যাকে চাইলেন "হারাম" (নিষিদ্ধ) করে দিলেন

৩। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৪০৪, কিতাবুল জিহাদ, যুদ্ধ ক্ষেত্রে সেবা করার ফজিলতের বর্ণনা, হাদীষ নং-২৮৮৯।

হাজরাত আনাস বিন মালিক রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন।

خَرَجْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلٰى خَيْبَرَ اَخْدُمُهٗ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَاجِعًا وَيَدَا لَهٗ اَحَدٌ۔

উচ্চারণ:- খারাজতু মায়া রাসুলিল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা ইলা খাইবারা আখদুমুহু ফালাম্মা কাদিমান্নাবীয়ু

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা রাজিয়ান অ বাদায়া-লাহু উহুদুন।

অর্থ:- আমি রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের সাথে খাইবারের দিকে বের হলাম, তিনার খেদমত (সেবা) করার জন্য, যখন তিনি খাইবার থেকে ফিরলেন, পথে উহুদ পর্বত চোখে পড়লো

قَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَ نُحِبُّهُ ثُمَّ اَشَارَ بِيَدِهِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اُحَرِّمُ لَابَتَيْهَا كَتَحْرِيْمِ اِبْرٰهِيْمُ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا وَمُدِّنَا۔

উচ্চারণ:- ক্বালা হাযা জাবালুন ইয়ুহিব্বুনা অনুহিব্বুহু যুম্মা আশারা বি ইয়াদিহি ইলাল মাদিনাতি ক্বালা আল্লাহুম্মা ইন্নী উহারিমু লা আবাতাইহা কা তাহরীমি ইব্রাহীমু। আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী স্বায়িনা অ মুদ্দিনা।

অর্থ:- হুজুর বললেন, এই পর্বত আমাকে ভালো বাসে আর আমিও একে ভালো বাসি। অত:পর হুজুর মদিনা শরীফের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ইয়া আল্লাহ, আমি এর দুই পর্বতের স্থানকে "হারাম" (নিষিদ্ধ) করছি যেমন হাজরাত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম মক্কাকে "হারাম" (নিষিদ্ধ) করে ছিলেন, ইয়া আল্লাহ তুমি আমাদের জন্য আমাদের স্বা' ও মুদে (খাদ্য দ্রব্য ওজন করার পাত্র) বরকত দান করো।

উপকার:-এই হাদীষ দ্বারাও জানা গেল যে আল্লাহ তা'আলা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লাম কে স্বাধীনতা (ক্ষমতা) দান করেছেন, তাই তো তিনি বলেছেন

www.YaNabi.in
বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اُحَرِّمُ لَابَتَيْهَا

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা ইন্নী উহার্রিমু লা আবাতাইহা-

অর্থ:- ইয়া আল্লাহ! আমি এর দুই পর্বতের স্থানকে হারাম করছি।

ইযখির কাটা জায়েজ করে দিলেন

৪। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৭৯ কিতাবুল জানাইজ, কবরে ইযখির আর ঘাস দেওয়ার বর্ণনা, হাদীষ নং ১৩৪৯।

হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন

حَرَّمَ اللّٰهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِىْ وَلَا لِاَحَدٍ بَعْدِىْ اُحِلَّتْ لِىْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لَا يُخْتَلٰى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا اِلَّا لِمُعَرِّفٍ۔

উচ্চারণ:- হাররামাল্লাহু মাক্কাতা ফালাম তাহিল্লা লি আহাদিন ক্বাবলী অলা লি আহাদিন বা'দী উহিল্লাত লিয়া সায়াতান মিন নাহারিন লা ইয়ুখ তালা খালাহা অ লা ইয়ু'দাদু শাজারাহা অলা ইউ নাফফারু স্বাইদুহা অলা তুলতাকাতু লুক্বাত্বাতুহা ইল্লালি মুয়াররাফিন।

অর্থ:- আল্লাহ তা'আলা মাক্কা মুকার্রামা কে হারাম (নিষিদ্ধ) করেছেন, না আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল ছিলো আর না আমার

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পরে কারো জন্য কোনোদিন হালাল হবে, আর আমার জন্যও (শুধু মাত্র কিছুক্ষনের জন্য)। দিনের অল্প কিছু অংশে জায়েজ করা হয়েছে এখন না তার ঘাস কাটা যাবে না তার গাছ কাটা যাবে। আর তার শিকার কে ও প্ররোচনা করা যাবে না, এখানে পড়ে থাকা বস্তু তোলাও যাবে না, তবে হাঁ প্রচার কারীর জন্য তোলা জায়েজ।

فَقَالَ الْعَبَّاسُ: اِلَّا الْاِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَ قُبُوْرِنَا؟

فَقَالَ: اِلَّا الْاِذْخِرَ۔

উচ্চারণ:-ফা ক্বালাল আববা-সু ইল্লাল ইযখিরা লিস্বা-গাতিনা-অ ক্বুবুরিনা? ফা ক্বালা ইল্লাল ইযখিরা-

অর্থ:- হাজরাত আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আবেদন করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ! কিন্তু ইযখির যে আমাদের স্বর্নের কাজে আর কববের কাজে ব্যবহার হয়, সুতরাং হুজুর বললেন, ঠিক আছে ইযখির ব্যতীত অর্থাৎ ইযখির কাটতে পারো।

উপকার:- প্রথমত: রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লাম হারাম শরীফের ইযখির ঘাস কাটা নিষেধ করলেন, পরে হাজরাত আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অনুরোধে সেটা কাটার অনুমতি দিয়ে দিলেন। এর দ্বারাও হুজুর একজন স্বাহেবে এখতিয়ার (ক্ষমতা সমপূর্ণ) রাসুল তা জানা গেল!

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

ভূগর্ভের ধনা গারের মালিক

৫। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৭৯ কিতাবুল জানায়েজ শহীদের জানাজার নামায পড়ার বর্ণনা হাদীষ নং-১৩৪৪ হাজরাত উক্ববা বিন আমির রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লাম একদা বাড়ি থেকে বের হলেন, আর, উহুদ যুদ্ধে শহীদ হওয়া স্বাহাবীদের জন্য এমন ভাবে দুয়া করলেন যেমন ভাবে মৃত মানুষের জন্য দুয়া করা হয়, অত:পর মিম্বারের দিকে এলেন, আর বললেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি এখন আপন হাওজে কাওসার দর্শন করছি,

وَاِنِّىْ اُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنَ الْاَرْضِ اَوْ

مَفَاتِيْحَ الْاَرْضِ

উচ্চারণ:-ইন্নী উত্বীতু মাফাতীহা খাজাইনাল আরদি আও মাফা-তীহাল আরদি।

অর্থ:-আর আমাকে ভূমন্ডলের চাবি, অথবা ভূমন্ডলের ধনা গারের চাবি দেওয়া হয়েছে আর আল্লাহর কসম নিশ্চয় আমি ভয় করিনা যে আমার পর তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে, কিন্তু আমি ভয় করছি যে তোমরা আমার পর দুনিয়া দারীতে লিপ্ত হয়ে পড়বে এই হাদীষ দ্বারা ইহাই জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম কে ভূগর্ভের ধনাগারের মালিক করে দিয়েছেন, আর দ্বিতীয় হাদীষ দ্বারা জানা গেল যে তিনাকে প্রত্যেক নেয়ামত বন্টনের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে, তাই তো তিনি বলেছেন।

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَ اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ

وَ اللّٰهُ يُعْطِىْ۔

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উচ্চারণ:-মাঁই ইয়ুরিদুল্লাহু বিহি খাইরান ইয়ুফাক্কিহু ফীদ্দীনি অইন্নামা আনা ক্বাসিমুন আল্লাহু ইউত্বী।

অর্থ:- আল্লাহ তা'আলা যার সৌজন্য চান তাকেই ধর্মের জ্ঞান দান করেন, এবং আল্লাহ তা'আলা দেন, আর আমিবণ্টন কারী। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৬ কিতাবুল ঈলম, আল্লাহ যার সৌজন্য চান তাকেই ধর্মের জ্ঞান দান করেন, তারই বর্ণনা হাদীষ নং-৭১

হাজরাত সিদ্দীকে আকবারের জন্য বিশেষ অনুগ্রহ

বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৬৬ কিতাবুস্ব স্বালাত; মসজিদের জানালা আর পথ রাখার বর্ণনা হাদীষ নং-৪৬৬ বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং- ৫১৬ কিতাবুল মানাক্বিব, নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের বলি, "দরজা বন্ধ করা" এর বর্ণনা হাদীষ নং ৩৬৫৪

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ قَالَ: خَطَبَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: اِنَّ اللّٰهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَ بَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ فَبَكَى اَبُوْ بَكْرٍ

উচ্চারণ:- আন আবী সাঈদিনিল খুদরী ক্বালা খাতাবান্নাবীয়ু সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা ফা ক্বালা ইন্নাল্লাহা খাইয়ারা আবদান বাইনাদ্দুনিয়া অ বাইনা মা ইন্দাহু, ফাখতারা মা ইন্দাল্লাহি

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

ফা বাকা আবু বাকরিন

অর্থ:- হাজরাত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম খুৎবা পাঠ করলেন, তাতে বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আপন এক বান্দাকে স্বাধীনতা দান করেছেন দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কে, তাই সে আখেরাতকে গ্রহণ করেছে হুজুরের এই কথা শুনে হাজরাত আবু বকর স্বিদ্দীক রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ক্রন্দন করতে লাগলেন।

فَقُلْتُ بِنَفْسِىْ: مَا يُبْكِىْ هٰذَا الشَّيْخَ اَنْ يَّكُنَ اللّٰهُ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَمَا عِنْدَ اللّٰهِ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هُوَ الْعَبْدُ وَ كَانَ اَبُوْ بَكْرٍ اَعْلَمَنَا قَالَ:

উচ্চারণ:-ফা কুলতু ফী নাফসী: মা ইয়ুবকী হাযাশ শাইখা আঁই ইয়া কুনিল্লাহু খাইয়ারা আবদান বাইনাদ্দুনিয়া অ বাইনা মা ইন্দাহু ফাখতারা মা ইন্দাল্লাহি ফাকানা রাসুলুল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা হুঅল আবদু অ কানা আবু বাকরিন আ'লামানা, ক্বালা:

অর্থ:-আমি মনে মনে বললাম, এই বৃদ্ধ ব্যক্তিকে কে কাঁদালো? যদি আল্লাহ তা'আলা আপন কোন এক বান্দাকে দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েই থাকেন, আর সেই বান্দা যদি আখেরাত কে গ্রহণ করেই থাকে, তবে তার জন্য ক্রন্দন করার কি

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রয়োজন? পরে আমি বুঝতে পারলাম যে সেই বান্দা সয়ং রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম নিজেই, আর হাজরাত আবু বাকর স্বিদ্দীক রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আমাদের মধ্যে সবার চাইতে বেশী জ্ঞানী ছিলেন, হুজুর বললেন

يَا اَبَا بَكْرٍ لَا تَبْكِ اِنَّ اَمَنَ النَّاسِ عَلَىَّ فِىْ صُحْبَتِهٖ وَ مَالِهٖ اَبُوْ بَكْرٍ

উচ্চারণ:- ইয়া আবা বাকরিন লা তাবকি! ইন্না আমানান্নাসি আলাইয়্য ফী স্বুহ্বাতিহি অ মালিহি আবু বাকরিন

অর্থ:- হে আবু বাকর তুমি ক্রন্দন কোরোনা! আরো বললেন নিশ্চয় নিজের সহচর্যও মালের দিক থেকে, সবার চাইতে বেশী এহ্সান আমার প্রতি আবু বাকর স্বিদ্দীকের আছে।

وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا مِنْ اُمَّتِىْ لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ وَلٰكِنْ اُخُوَّةُ الْاِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهٗ لَا يُبْقَيَنَّ فِى الْمَسْجِدِ بَابٌ اِلَّا سُدَّ اِلَّا بَابَ اَبِىْ بَكْرٍ

উচ্চারণ:- অ লাও কুনতু মুত্তাখিযান খালীলান মিন উম্মাতী লাত্তাখাযতু আবা বাকরিন অলাকিন উখুঅতিল ইসলামি অ মুঅদ্দঅতুহু লা ইয়াবক্বা ইয়ান্না ফীল মাসাজিদে বাবা সুদ্দা ইল্লা সুদ্দাইল্লা বাবা আবী বাকরিন।

অর্থ:- আর আমি যদি আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু বানাতাম তবে অবশ্যই সেটা হতেন আবু বাকর স্বিদ্দীক কিন্তু বন্ধুত্ব আর ইসলামী ভায়াচারী বিদ্যমান, আর ভবিষ্যতে আবু বাকরের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

দরজা ছাড়া মাসজিদে (নবাবী স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কারো দরজা খোলা থাকবেনা!

উপকার:- এই হাদীষ দ্বারা ইহাই বোঝা গেল যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম, মসজিদে নাবাবী স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের যত দরজা ছিলো সব দরজা বন্ধ করে দেওয়ার আদেশ দিলেন কিন্তু নিজ স্বাধীনতায় হাজরাত আবু বাকরের দরজা খুলে রাখার নির্দেশ দিলেন।

উপকার:- আমীরুল মু:মিনীন হাজরাত আবু বাকর স্বিদ্দীক রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বড়ই মর্যদার অধিকারী! আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন।

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ

উচ্চারণ:- ইল্লা তানস্বুরুহু ফাক্বাদ নাস্বারাহুল্লাহু ইয আখরাজাহুল-ল্লাযীনা কাফারু সানিয়াস নাইনি ইযহুমা ফীল গারি। পারা নং- ১০ সূরা তাওবা আয়াত নং-৪০

অর্থ:- যদি তোমরা "মাহবুব" কে সাহায্য না করো তবে নিশ্চয় আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছেন যখন কাফিরদের ষড় যন্ত্রের কারণে তাঁকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে যেতে হয়েছে। শুধু দুজন থেকে (একজন হলেন তিনি) যখন তাঁরা উভয়ই গুহার মধ্যে ছিলেন।

কুরআন শরীফের এই বর্ণিত আয়াত হাজরাত আবু বকর স্বিদ্দীক রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর (স্বাহাবী হওয়ার অকাট্য প্রমান তিনার স্বাহাবী হওয়ায় অস্বীকার করা কুরআন কে অস্বীকার করা দুটোই সমান যা কুফারী কাজ-

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হাজরাত স্বিদ্দীকে আকবারের লেখনী থেকে ক্ষমতা (স্বাধীনতা)র দলীল

৭। বুখারী শরীফ,১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং- ১৯৫ কিতাবুজ জাকাত; ছাগলের জাকাতের বর্ণনা, হাদীষ নং- ১৪৫৪।

হাজরাত আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, হাজরাত আবু বাকর স্বিদ্দীক রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন আমাকে বাহরাইন প্রেরণ করলেন, তখন নিম্ম লিখিত বিষয়ের চিঠি ও আমাকে দিলেন। بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هٰذِهٖ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَ الَّتِيْ اَمَرَ اللّٰهُ بِهَا رَسُوْلَهٗ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَ مَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ (الخ)

উচ্চারণ:- বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম,

হাযিহি ফারিদাতুস্ব স্বাদক্বাতি ফারাদা রাসুলুল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লামা আলাল মুসলিমীনা অল্লাতি আমরাল্লাহু বিহা রাসুলাহু ফামান সুয়িলাহা মিনাল মুসলিমীনা আলা অজহিহা ফাল ইয়ু'ত্বিহা অ মান সুয়িলা ফাউক্বাহা ফালা ইয়ু'ত্বি-ইলা আখিরিহি

অর্থ:- এই স্বাদক্বা (জাকাৎ) ফরজ, যা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লাম মুসলমানদের প্রতি ফরজ করেছেন যার

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নির্দেশানুযায়ী আল্লাহ তা'আলা, আপন নবীকে দিয়েছেন সেই জন্য, যে মুসলমানের নিকট, এই নির্দেশানুযায়ী সাদক্বাহ (জাকাৎ) চাওয়া হবে, তবে সে যেন অবশ্যই দিয়ে দেয়, যে ব্যক্তির নিকট মাত্রারিক্ত চাওয়া হবে সে যেন বেশী না দেয়, (শেষ পর্যন্ত)

উপকার:- হাজরাত আবু বাকর স্বিদ্দীক রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর এই লেখনীর দ্বারাও রাসুলুল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের ক্ষমতাবান (স্বাধীন) হওয়া বুঝা যাচ্ছে।

উপকার:- এই হাদীষ থেকে ইহাও জানতে পারা গেল যে হাজরাত আবু বকর স্বিদ্দীক রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর আক্বীদা, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামকে স্বাধীন (ক্ষমতাবান) জানতেন

ক্ষমতা আছে তাইতো হারাম করেননি

বুখারী শরীফ ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ১০৯৩ কিতাবুল ই'তিস্বাম ওই সমস্ত আহ্কামের বর্ণনা যা দলীল দ্বারা জানা যাই। হাদীষ নং- নাই কারণ ইহা সূচির কথা, বাবের আগেই বর্ণনা করা হয়েছে

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الضَّبِّ فَقَالَ لَا اٰكُلُهٗ وَلَا اُحَرِّمُهٗ

উচ্চারণ:- সুয়িলান্নাবীয়ু স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লামা আনিদ্দুব্বি ফা-ক্বালা লা-আ'কুলুহু অলা উহাররিমুহু

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ:- উক্ত হাদীষ বর্ণনা কারী বলেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লাম কে গোসাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, আমি উহা খাবোও না আর হারামও করবো না।

وَ اُكِلَ عَلٰى مَائِدَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاسْتَدَلَّ ابْنُ عَبَّاسٍ بِاَنَّهٗ لَيْسَ بِحَرَامٍ۔

উচ্চারণ:- অ উকিলা আলা মা-ইদাতিন্নাবীই স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লামা ফাসতাদাল্লা ইবনু আব্বাসিন বি আন্নাহু লাইসা বি হারামিন।

অর্থ:- আর রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লামের দস্তরখানে গোসাপের গোস্ত খাওয়া গেছে, তাই হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সেই থেকেই দলীল বের করেছেন যে গোসাপ খাওয়া হারাম নয়!

উপকার:- এই হাদীষ দ্বারা ইহাও জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম কে যে কোন বস্তু হালাল বা হারাম করার ক্ষমতা (অনুমতি) দিয়েছেন তাইতো তিনি বলেছেন, অলা উহাররিমুহু। অর্থাৎ আমি গোসাপ খাওয়া হারাম করবো না, আর এই শিক্ষাই কুরআন শরীফ থেকেও পাওয়া যাচ্ছে। যেমন কি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ۔

উচ্চারণ:- অ ইয়াহিল্লু লাহুমুত্ব ত্বাই য়িবাতু অ ইয়ুহাররিমু আলাইহিমুল খাবাইস

অর্থ:- আর পরিছন্ন বস্তু তাদের জন্য হালাল করবেন আর

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

অপবিত্র বস্তু তাদের জন্য হারাম করবেন।
পারা নং- ৯ সূরা আল আরাফ আয়াত নং-১৫৭।

যাকে ইচ্ছা তাকেই পূর্ণ দেন

৯। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-২৫৯ কিতাবুস্ব স্বাওমি, যদি কোন ব্যক্তি রমজান মাসে রোজা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করেন তার বর্ণনা হাদীষ নং- ১৯৩৬,
বুখারী শরীফ ,২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৮৯৯ কিতাবুল আদাবি মুচকি হাঁসা আর হাসাঁর বর্ণনা। হাদীষ নং-৬০৮৭।

হাজরাত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের নিকট বসে ছিলাম, সেই সময় একজন উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি ধংস হয়ে গেছি। হুজুর জিজ্ঞেস করলেন কেন? কি হয়েছে?

সে উত্তরে বললো! আমি রোজা অবস্থায় নিজের স্ত্রীর সাথে মিলন করে ফেলেছি, ইহা শুনে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম, জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কোন দাস আছে? যাকে তুমি মুক্তিদান করতে পারো? সে উত্তর দিলো না! হুজুর জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি একাধারে ষাট (৬০) টি রোজা রাখতে পারবে? সে বলল না, হুজুর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ষাট (৬০) জন ব্যক্তিকে খাবার খাওয়াতে পারবে সে উত্তর দিলো যে হুজুর আমার সে ক্ষমতাও নেই।

কিছুক্ষন পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম চুপ করে থাকলেন । আমরাও চুপ চাপ বসে ছিলাম এমতাবস্থায় রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের নিকট এক

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ধামা খেজুর এলো।

হুজুর জিজ্ঞেস করলেন প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলল ইয়া রাসুলাল্লাহ আমি হাজির আছি! হুজুর বললেন এই খেজুর গুলি নিয়ে যাও আর দান করে দাও। সে জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসুলাল্লাহ এই খেজুর গুলি কি ওদের কে দিতে হবে, যে আমার চাইতে দরিদ্র ? ইয়া রাসুলাল্লাহ,আল্লাহর কসম করে বলছি, মদিনা শরীফের প্রস্তর ও কঙ্করময় ভূমিতে আমার চাইতে বেশী দরিদ্র কেউ নেই?

فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَتْ أَنْيَابُهُ

উচ্চারণ:- ফা দাহিকান নাবীয়্যু স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা হাত্তা বাদাত আনইয়াবুহু

অর্থ:-তার কথা শুনে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লাম হেঁসে ফেললেন এমন হাঁসলেন যে সামনের দাঁত মুবারক দেখা যাচ্ছিল। ثُمَّ قَالَ: اَطْعِمْهُ اَهْلَكَ

উচ্চারণ:- সুম্মা ক্বালা আত্বইমহু আহ্লাক্বা

অর্থ:- অতঃপর বললেন যাও নিজের পরিবার কেই খাওয়াও।

উপকার:- এই হাদীষ থেকে ইহাই জানতে পারা গেল যে,রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যে কোন আদেশ বা নিষেধের ব্যাপারে পরিবর্তন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। যার কারনে তিনি কাফ্ফারা ওয়ালার কাফ্ফারা তার জন্য আর তার পরিবারের জন্য জায়েজ ও হালাল করে দিলেন।

উপকার:- এই হাদীষ দ্বারা ইহাও জানা গেল যে, স্বাহাবায়ে কেরাম দ্বারা যদি কোন ত্রুটি হয়ে যেত, তবে সাথে সাথে সে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের নিকট উপস্থিত

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হয়ে যেত, কুরআন শরীফ থেকে ও এই কথার শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا۔

উচ্চারণ:- অ লাও আন্নাহুম ইয জালামু আনফুসাহুম জাউকা ফাসতাগফারুল্লাহা অসতাগফারা লাহুমুর রাসুলু লা অজাদুল্লাহা তাওওয়াবার রাহীমা। পারা নং-৫ সূরা নিসা আয়াত নং-৬৮

অর্থ:- আর যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুম করে, তখন হে মাহবুব! (তারা আপনার দরবারে হাজির হয়, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রাসুল তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে অত্যন্ত তাওবা কবুলকারী, দয়ালু পাবে।

উপকার:- যেমন ভাবে আল্লাহ তা'আলা, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের জীবনী ও চরিত্র আর তিনার গুনাবলী কুরআন শরীফে বর্ণনা করেছেন উদাহারণ স্বরূপ এই আয়াত

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ۔

উচ্চারণ:-ক্বাদ নারা তাক্বল্লুবা অজহিকা ফীস সামায়ি- পারা নং২ সূরা বাক্বারাহ আয়াত নং ১৪৪

অর্থ:- আমি লক্ষ করছি বারবার আপনার আসমানের দিকে তাকানো

ঠিক এই মতই স্বাহাবায়ে কেরাম, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের দাঁড়ানো, বসা, চলা, হাঁসা যাতে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

করে আল্লাহ তা'আলার সুন্নাতের উপর আমল হয়ে যায়, আর তিনার পূর্ণ জীবনী চির কালের জন্য হেফাজত হয়।

মৃত ব্যক্তিদের বর্ণনা

মৃত ব্যক্তি ও শুনতে পায়

প্রশ্ন:- *মানুষ মরণের পরে ও কি শুনতে পায়? (শুনার শক্তি রাখে)?*

উত্তর:-হাঁ মানুষ মরণের পরেও শুনতে পায়!

বুখারী শরীফ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৭৮ কিতাবুল জানায়েজ মৃত ব্যক্তিকে (দাফন করার পর) ফিরে আসা মানুষের জুতার শব্দ শুনতে পায় তার বর্ণনা হাদীষ নং- ১৩৩৮।

عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ:

اَلْعَبْدُ اِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهٖ وَتَوَلّٰى وَذَهَبَ اَصْحَابُهٗ حَتّٰى

اِنَّهٗ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ.

উচ্চারণ:- আন আনাসিন রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আনিন নাবীই স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা ক্বা-লা আল-আবদু ইযা উদিয়া ফী ক্বাবরিহি অতা অল্লা অ যাহাবা আস্বহাবুহু হাত্তা ইন্নাহু লাইয়াসমাউ ক্বারয়া নিয়ালিহিম।

অর্থ:- হাজরাত আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, মানুষকে যখন তার কবরে শায়িত করা হয়, আর তার আত্মীয়স্বজন ফিরে আসে তখন মৃত ব্যক্তি ফিরে আসা ব্যক্তিদের জুতার শব্দ শুনতে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পায়

اَتَاهُ مَلَكَانِ فَاَقْعَدَاهُ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ مَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا

الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ؟

উচ্চারণ:- আতাহু মালাকানি? ফা আক্বয়াদাহু ফাইয়াকু লানি লাহু মা কুনতা তাকুলু ফী হাযার রাজুলি মুহাম্মাদিন স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লাম?

অর্থ:-অতঃপর দুই জন ফিরিশতা তার নিকট এসে তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করে, তুমি এই ব্যক্তি মুহাম্মাদ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম সম্পর্কে কি বলছো?

فَيَقُوْلُ: اَشْهَدُ اَنَّهٗ عَبْدُ اللّٰهِ وَ رَسُوْلُهٗ

উচ্চারণ:- ফাইয়াকুলু আশহাদুআন্নাহু আব্দুল্লাহি অ রাসুলুহু।

অর্থ:-সে উত্তর দেয় আমি সেই কথার সাক্ষী দিচ্ছি যে তিনি আল্লাহর বান্দা আর তিনার রাসুল!

অতঃপর তাকে জাহান্নাম দেখান হয়, আর তাকে বলা হয়, জাহান্নামে নিজের স্থান দেখে নাও আল্লাহ তা'আলা এর পরিবর্তে তোমাকে জান্নাত দান করেছেন।

وَاَمَّا الْكَافِرُ اَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُوْلُ لَاَدْرِىْ كُنْتُ اَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ

উচ্চারণ:- অ আম্মাল কাফিরু আবিল মুনাফিকু ফা ইয়াকুলু লা আদরী কুনতু আকুলু মা-ইয়াকুলুন্নাসু।

অর্থ:- আর যদি সে কাফির অথবা মুনাফিক হয়, তবে বলে আমি এ সম্পর্কে কিছু জানিনা, আমি উহাই বলতাম, যা অন্যরা বলতো তাকে বলা হবে, হাই দুঃখ না তুমি তাকে জেনেছ না তুমি

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তাকে বুঝেছ যদি তুমি তাকে বুঝতে তবে মু:মিন হতে, আর আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পেতে, তার পর লৌহ হাতুড়ী দ্বারা তার কানের মাঝে আঘাত করা হবে, সে চিৎকার করবে, মানুষ আর জ্বীন শুনতে পাবে না এই দুই রকমের সৃষ্টি ছাড়া আশে পাশের সকলেই শুনে থাকে।

উপকার:- এই হাদীষ থেকে ইহাই জানতে পারা গেল যে, মানুষ মরণের পরও শুনার শক্তি রাখে, আর ইহাও জানা গেল যে কবরের প্রশ্ন উত্তর, ও আযাব (শাস্তি) সবই সত্য

মৃত ব্যক্তি শুনতে পায় তার আরও একটি বর্ণনা

বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং- ১৮৩ কিতাবুল জানায়েজ ক্বরের শাস্তির বর্ণনা হাদীষ নং-১৩৭০।

হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বর্ণনা করেন।

اِطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلٰى اَهْلِ الْقَلِيْبِ فَقَالَ: هَلْ وَجَدْتُّمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَقِيْلَ لَهٗ تَدْعُوْا اَمْوَاتًا قَالَ: مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ مِنْهُمْ وَ لٰكِنْ لَا يُجِيْبُوْنَ-

উচ্চারণ:- ইত্তালায়া ন্নাবীয়ু স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা আলা আহলিল ক্বালীবি ফা ক্বালা হাল অজাততুম মা-

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

অয়াদাকুম হক্কান? ফা ক্বীলা লাহু তাদয়ু আমওয়াতান ক্বা-লা মা-আনতুম বিআসমায়া মিনহুম অলাকিন লা-ইয়ুজীবুনা।

অর্থ:- রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম আহলি ক্বালীবের নিকট গেলেন, আর বললেন, তোমরা কি তাকে সত্য পেয়েছ যা আমার আল্লাহ তোমাদের কে আযাব দেবার অঙ্গিকার করেছিলেন, হুজুর কে জিজ্ঞেস করা হলো? আপনি মরাকে ডাকছেন হুজুর উত্তরে বললেন তোমরা ওদের চাইতে বেশী শোনো না কিন্তু ওরা উত্তর দিতে সক্ষম নয়।

উপকার:- ক্বালীব; বদর প্রান্তরের সেই কূপকে বলা হয় যার মধ্যে কাফিরদের লাশ কে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

উল্লিখিত কথার বিস্তারিত বর্ণনা

বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ৫৬৫, কিতাবুল মাগাজী, আবু জেহেলের হত্যার বর্ণনা হাদীষ নং ৩৯৭৯।

হাজরাত আনাস বিন মালিক রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হাজরাত আবু ত্বালহা রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী, বদরের যুদ্ধের দিন কোরেশ বংশের কাফেরদের ২৪ জন সর্দার মারা গেছে, সব লাশ (মৃতদেহ) গুলি এক অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো, হুজুরের ইহা অভ্যাস ছিলো যে, যখন কোন গোষ্ঠিরসাথে যুদ্ধ করে জয়ী হতেন তখন সেখানে তিন দিন পর্যন্ত অবস্থান করতেন। যখন বদর প্রান্তরে তৃতীয় দিন হলো, তখন তিনি নিজ যানবাহন আনার নির্দেশ দিলেন। যান বাহন এসে গেলে, তার উপর আরোহন করে রওনা হলেন। আর তিনার সাথে কিছু স্বাহাবী ও চললেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

স্বাহাবাগণ ইহা ভেবে ছিলেন যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম কোন প্রয়োজন বশত: বের হলেন কিন্তু তিনি সেই বদর প্রান্তরে যেখানে কূপ আছে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। যার মধ্যে মক্কার কাফিরগণের লাশ নিক্ষেপ করা হয়েছিল, আর লাশের নাম তার পিতার নাম সহ বলতে লাগলেন, হে অমুকের পুত্র অমুক, হে অমুকের পুত্র অমুক তোমাদের জন্য কতই না ভালো হতো যে তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসূলের কথা মানতে, নিশ্চয় আমার আল্লাহ আমার সাথে যা অঙ্গিকার করেছেন, তা আমি পেয়ে গেছি, তোমরা বলো যে, তিনি তোমাদের সাথে যে অঙ্গিকার করেছেন সেটা তোমরা পেয়েছ কিনা? ইহা শুনে হাজরাত উমর জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি এমন লাশের সাথে কথা বলছেন যার মধ্যে আত্মা নেই? হুজুর উত্তরে বললেন আমি সেই আল্লাহর কসম করে বলছি যার মুঠের মধ্যে মুহাম্মাদ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম এর জীবন আছে, যা কিছু আমি বলছি তোমরা তা ওদের চাইতে বেশি শুনতে পাওনা।

নিম্নে বর্ণিত আয়াতে মাওতা বলতে কবরের মৃতকে বুঝানো হয়নি

প্রশ্ন:- কুরআন পাকের আয়াত আছে ?

فَاِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتٰى

উচ্চারণ:- ফাইন্নাকা লা তুসমিউল মাওতা। পারা নং ২১ সূরা আর রুম আয়াত নং ৫২

অর্থ:- এ জন্য যে, আপনি মৃতদেরকে২শোনালেন না এবং

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

না বধিরদের কে আহ্বান শোনান।

উল্লোখিত আয়াত দ্বারা নবীগণও ওলীগণ আর মৃতদের না শুনার পক্ষে দলীল করা কি ঠিক?

উত্তর:- পূর্ণ আয়াতের অর্থ পড়ুন আর দেখুন উদ্যেশ্য নিজে নিজেই পরিস্কার হয়ে যাবে, যে এই আয়াতে মাওতা বলতে কবরের মৃত দেরকে বলা হয়েছে না কুফ্ফার ও মুশরিক দেরকে বোঝানো হয়েছে।

فَاِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَ لَاتُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْ

مُدْبِرِيْنَ وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ اِنْ تُسْمِعُ

اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ

উচ্চারণ:- ফাইন্নাকা লাতুস মিউল মাওতা অলা তুসমিউস্সুম্মাদ দুয়ায়া ইযা অল্লাও মুদবিরীনা অ মা আনতা বিহা-দীলউময়ী আন দালালাতিহিম ইন তুসমিয়ু ইল্লা মাঁই ইয়ুমিনু বিআয়াতিনা ফাহুম মুসলিমুনা। পারা নং- ২১ সূরা আর রুম আয়াত নং-৫২-৫৩ পারা নং- ২০ সূরা নামাল আয়াত নং- ৮০-৮১

অর্থ:- এজন্য যে, আপনি মৃতদেরকে শুনান না এবং না বধিরদেরকে আহব্বান শুনান যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে যায়, এবং যা আপনি অন্ধগণ কে তাদের পথ ভ্রষ্টতা থেকে সঠিক পথে নিয়ে আসেন। কাজেই, আপনি তো তাকেই শুনান, যে আমার আয়াত গুলোর প্রতি ঈমান আনে অতঃপর তারা হয় আত্মসমর্পন কারী ফাইন্নাক লা তুসমিউল মাওতা এজন্য যে আপনি মৃতদেরকে শুনান না, অর্থাৎ সেই কাফের ও মুশরিকগণ যাদের ভাগ্যে কুফরী লিখা আছে, এরা দুশমনি জনিত কারণে হক্ব কথা শুনতে অপারগ হয়ে গেছে। এর বিপরীত اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইন তুসমিউ ইল্লা মাঁই ইউমিনু বি আয়াতিনা, অর্থাৎ আপনি তো তাকেই শুনান, যে আমার আয়াত গুলোর প্রতি ঈমান আনে, অর্থাৎ ঈমান দারেরাই আপনার কথা শুনে, কাফেরদের দোষ ত্রুটি গুলো আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, যে তারা অন্ধ, বধির ইত্যাদি।

এমতই সূরা বাক্বারাহ আয়াত নং-১৮ তে কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, (فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ) সুম্মুন বুকমুন, উময়্যুন ফাহুম লা ইয়ারজিউন, **অর্থ:-** এরা বধির, বোবা, অন্ধ এরা ফিরে আসবার নয়, অর্থাৎ এরা ঈমান আনার নয়, এই মুশরিকগণ দুশমনির কারণে হক্ব কথা, শুনা, বলা আর পড়া থেকে বধির, বোবা আর অন্ধদের মতো অসহায় হয়ে পড়েছে। ঠিক তদ্রুপ এই আয়াতেও কাফির, মুশরিক ও বেদ্বীনদেরকে মরা বধির আর, হক্ব কথা শুনতে, দেখতে, পড়তে অপারগ বলা হয়েছে।

বোঝা গেল যে এই আয়াতে কবরের মৃতদের কোন বর্ণনাই নাই, তখন তার কিছু শব্দকে নিয়ে মৃতদের না শুনার পক্ষে দলীল করা, কুরআনের নির্দেশকে বদলে দেওয়ারই সমতুল্য আর মৃতদের, শুনা, দেখা, আর বলার প্রমানের জন্য যে কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীষে আছে সে গুলিকে অস্বীকারই করা হয়, আল্লাহ তা'আলা শহীদগণের জীবন সম্পর্কে বলেন

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾

উচ্চারণ:- অলা- তাকূলূ লি মাঁই ইয়ুক্বতালু ফী সাবীলিল্লাহি আমওয়াতুন বাল আহ্ইয়াউঁ অলা-কিল, লা তাশউরুন। পারা নং-২ সূরা বাক্বারাহ আয়াত নং-১৫৪

অর্থ:- এবং যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত; হ্যাঁ তোমাদের খবর নেই।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ

উচ্চারণ:-অলা-তাহ্ সাবান্নাল্লাযীনা ক্বুতিলু ফী সাবীলিল্লাহি আমওয়াতান বাল আহ্ইয়াউঁন ইন্দা রাব্বিহিম ইউরজাকুনা ফারিহ্বীনা বিমা আ-তাহুমুল্লাহু মিন ফাদলিহি। অ ইয়াস তাব শিরুনা বিল্লাযীনা লাম ইয়াল হাক্বু বিহিম খালফিহিম পারা নং-৪ সূরা আল ইমরান আয়াত নং ১৬৯-১৭০

অর্থ:- এবং যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, কখনো তাদেরকে মৃত বলে ধারণা করোনা বরং তারা নিজের রবের নিকট জীবিত রয়েছে জীবিকা পায় তারা উৎফুল্ল; এরই উপর যা আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহক্রমে দান করেছেন। এবং আনন্দ উদযাপন করছে তাদের পরপর্তিদের জন্য, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি

মৃত ব্যক্তিও কথা বলে

প্রশ্ন:- মানুষ মারা যাবার পরেও কী? কথা বলার শক্তি রাখে?

উত্তর:- হাঁ, মানুষ মরণের পরেও কথা বলার শক্তি রাখে। এর সাপেক্ষে দলীল ।

১। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ১৬৭ কিতাবুল জানায়েজ, জানাজার খাটে মৃত ব্যক্তির বুলি, আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চলো, এর বর্ণনা হাদীষ নং- ১৩১৬।

হাজরাত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلٰى اَعْنَاقِهِمْ فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُوْنِيْ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উচ্চারণ:- কানান্নাবীয়ু স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা ইয়াক্বুলু ইযা উদিয়াতিল জানাজাতু অহ্তামালাহার রিজালু আলা আ'নাক্বিহিম ফাইন কানাত স্বালিহাতান ক্বালাত ক্বাদ্দিমূনী

অর্থ:- রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন মৃত ব্যক্তিকে যখন খাটে রাখা হয়, তার পর মানুষ যখন সেই খাট ঘাড়ে তুলে নেয়, আর মৃত ব্যক্তি যদি নেককার হয় তবে সে তাদের কে বলে আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চলো-

وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِاَهْلِهَا: يَاوَيْلَهَا اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا؟

উচ্চারণ:-অইন কানাত গাইরা স্বালিহাতিন ক্বালাত লি আহলিহা ইয়া অয়লাহা আইনা তাযহাবুনা বিহা

অর্থ:- আর যদি সে নেককার না হয় (বদকার হয়) তবে সে তাদেরকে বলে আফসোস তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ اِلَّا الْاِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْاِنْسَانُ لَصَعِقَ

উচ্চারণ:- ইয়াসমায়ু সাওতাহা কুল্লু শাইইন ইল্লাল ইনসানা অ লাও সামিয়াল ইনসানু লা স্বায়িকা

অর্থ:- মৃত ব্যক্তির সেই শব্দ মানুষ ছাড়া সবাই শুনে থাকে, যদি মানুষ সেই শব্দ শুনতে পেত তবে জ্ঞান শূন্য হয়ে যেত। ২। বুখারী শরীফ, ১ম, খন্ড পৃষ্ঠা নং- কিতাবুল জানায়েজ কবরের আযাব থেকে আশ্রায় চাওয়ার বর্ণনা। হাদীস নং-১৩৭৫।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ: خَرَجَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ: يَهُوْدُ تُعَذَّبُ فِىْ قُبُوْرِهَا۔

উচ্চারণ:-আন আবী আইউবা ক্বালা খারাজান্নাবীয়ু স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা অ ক্বাদ অজাবাতিশ শামসু ফাসামিয়া স্বাওতান ফাক্বালা ইয়াহুদু তুয়াযযাবু ফী ক্বুবূরিহা।

অর্থ:- হাজরাত আবু আইউব আনসারী রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম সূর্য অস্তের পর (মদীনা থেকে) বের হলেন, সেই সময় একটি শব্দ শুনতে পেলেন, শব্দ শুনে বললেন ইহুদীদেরকে তাদের কবরে আযাব দেওয়া হচ্ছে।

উপকার:- বর্ণিত দুইটি হাদীষ দ্বারা ইহা জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার মৃত্যুর পরও বলার শক্তি দেন।

মৃত ব্যক্তির দেখারও শক্তি আছে

প্রশ্ন:- *মানুষ মরার পরেও কী তার দেখার শক্তি থাকে?*

উত্তর:- হাঁ মানুষ মৃত্যু বরণ করার পরেও তার দেখার শক্তি থাকে! আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে আলে ফিরাউন সম্পর্কে বলেছেন

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۫ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ۝

উচ্চারণ:- আন্নারু ইয়ুরাদুনা আলাইহা গুদুওঁও অ আশীয়ান

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অ ইয়াওমা তাকূমুস সায়াতু আদখিলু আলা ফীরআউনা আশাদ্দাল আযাবি। পারা নং- ২৪, সূরা আল মুঃমীন আয়াত নং- ৪৬

অর্থ:- আগুন যার উপর তাদেরকে সকাল ও সন্ধায় উপস্থিত করা হয়। এবং যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন নির্দেশ দেওয়া হবে "ফির আউনের" অনুসারীদেরকে কঠিনতর শাস্তিতে প্রবিষ্ট করো।

উপকার:- কবরের আযাব (শাস্তি) সত্য এই আয়াত দ্বারা আযাবে কবরের দলীল পাওয়া যাচ্ছে।

উপকার:- এই আয়াতে ইহাই বলা হয়েছে যে প্রত্যেক দিন দুই বার সকাল সন্ধ্যা আলে ফিরাউনের সামনে আগুন পেশ (হাজির) করা হয় আর তাদেরকে ইহা বলা হয় যে , আগুন তোমাদের ঠিকানা আর কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সাথে এই রূপই ব্যবহার করা হবে, তাহলে মরার পর যদি দেখার শক্তিই না থাকে তবে, তা দেখাবার অর্থই কি? বিস্তারিত জানার জন্য বুখারী শরীফের আর একটি হাদীষ পড়ুন

বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৯৬৪, কিতাবুর রিক্বাক্ব, মরণ কষ্টের বর্ণনা হাদীষ নং- ৬১৫।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلٰى مَقْعَدِهٖ غُدْوَةً وَّعَشِيَّةً اِمَّا النَّارُ وَاِمَّا الْجَنَّةُ۔

উচ্চারণ:- আনইবনি উমারা ক্বালা, ক্বা-লা রাসুলুল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা ইযা মাতা আহাদুকুম উরিদা আলা মাক্ব, আদিহি গুদুওয়াতাঁও অ আশীয়াতান ইম্মান্নারু অ ইম্মাল

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

জান্নাতু।

অর্থ:- হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মারা যায় তখন সকাল ও সন্ধ্যা তার সামনে ওর ঠিকানা উপস্থিত করা হয়। জান্নাত অথবা জাহান্নাম فَيُقَالُ: هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى تُبْعَثَ۔

উচ্চারণ:- ফা ইয়ুক্বালু হাযা মকয়াদু কা হাত্তা তুবয়াষু।

অর্থ:- অতঃপর সেই মৃত ব্যক্তিকে বলা হয়, হাশরের পর তোমার প্রাপ্য ঠিকানা ইহাই, এই কথা কিয়ামত পর্যন্ত বলতে থাকবে।

উপকার:- এই হাদীষ দ্বারা ইহাই জানা গেল যে, পাপীদের ও বেঈমান, কাফির মুশরিকদের কে জাহান্নাম দেখানো হয়, আর ইহা তাদের জন্য অবশ্যই দুঃখের ব্যাপার । আর মুসলমান ও নেককারদেরকে যে আল্লাহ তা'আলার জান্নাত দেখানো হয় তাহা তাদের জন্য অবশ্যই খুশীর বিষয়।

উপকার:- বর্ণিত সমস্ত আয়াত ও হাদীষ শরীফ গুলি মৃত ব্যক্তিদের শুনা, বলা, আর দেখার জন্য দলীল, যা অমান্য কারী হয় কুরআনের আয়াত ও রাসুলের হাদীষকে অস্বীকার কারী আর আয়াত ও হাদীষকে অস্বীকার কারী হয় কাফির। বেঈমান।

উপকার:- যে সমস্ত মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন তাদের পরকালের জীবন কেমন তা আমি অনুভাব করতে পারিনা আর পরকালের জীবনকে ইহ জগতের জীবনের উপরে কিয়াসও করা যাবে না আর পার্থিব জীবন দ্বারা তাদের জীবন কে বুঝাও যাবে না কিন্তু যাদের জন্য আল্লাহ চান তারা বুঝেন ও জানেন।

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কবরে দেহ খারাপ (নষ্ট) না হওয়ার বর্ণনা

প্রশ্ন :- আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় বান্দাদের দেহ কবরে কী নষ্ট হয় না?

উত্তর:- না আল্লাহ তা'আলার মনোনিত বান্দাদের দেহ কবরে নষ্ট হয় না। এর দলীল নিচে পড়ুন।

বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং- ১৮৬ কিতাবুল জানায়েজ রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লামের কবরের বর্ণনা, হাদীষ নং-

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَائِطُ فِىْ زَمَانِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ اَخَذُوْا فِىْ بِنَائِهِ فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ فَفَزِعُوْا وَظَنُّوْا اَنَّهَا قَدَمُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا وَجَدُوْا اَحَدًا يَعْلَمُ ذٰلِكَ حَتّٰى قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ: لَا وَاللّٰهِ مَا هِىَ قَدَمُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِىَ اِلَّا قَدَمُ عُمَرَ۔

উচ্চারণ:- আন হিশামিবনি উরঅতা আন আবীহি লাম্মা সাক্বাত্বা আলাই হিমূল হায়িতু ফী জামানিল অলীদিবনি আব্দিল মালিক, আখাযু ফীবিনায়িহি ফা বাদাত লাহুম ক্বাদামুন ফা ফাজায়ু অ জান্নু আন্নাহা ক্বাদামুন্নাবীই স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লামা ফমা-

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

অজাদু আহাদান ইয়া'লামু যালিকা হাত্তা ক্বালা লাহুম উরঅতুঃলা অল্লাহি মা হিয়া ক্বাদামুন্নাবীই স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লামা মা-হিয়া ইল্লা ক্বাদামু উমারা।

অর্থ:- হাজরাত হিশাম আপন পিতা হাজরাত উরওয়াহর নিকট থেকে বর্ণনা করেন যে, অলিদ বিন আব্দুল মালিকের রাজত্বকালে হাজরাত উম্মূল মুঃমিনীন সাইয়্যেদাহ আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহার ঘর অর্থাৎ রওজা মুনাওওরার দেওয়াল ভেঙ্গে গিয়েছিল তখন মানুষ তার পূনর্নির্মান ৮৭, হিজরী সনে আরম্ভ করেছিলো, নির্মান কাজ চলা কালীন হঠাৎ তাদের সামনে এক খানা পবিত্র পা দেখা গেল, তা দেখে মানুষ ভয় পেয়ে গেল, আর তারা ইহাই অনুভব করল যে ইহা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের পা মুবারক, সেখানে কোন এমন ব্যক্তি ছিলোনা যে বলে, এটা কার পবিত্র পা? শেষ পর্যন্ত উরঅহ বিন জুবাইর বললেন আল্লাহর কসম করে বলছি যে এটা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের পা নয় বরং হাজরাত উমর বিন খাত্তাব রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পবিত্র পা

উপকার:- এই বর্ণনা দ্বারা ইহাই জানা গেল যে মোটা মুটি ৬৪ বছরের পরেও হাজরাত উমর রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পবিত্র শরীর মুবারক যেমনকার তেমনই অক্ষত ছিলো।

কবরে দেহ নষ্ট না হওয়ার আরো একটি প্রমাণ

বুখারী শরীফ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং- ১৮০ কিতাবুল জানায়েজ, লাশ কে কি কবর থেকে উঠানো (বের করা) যায়? তার বর্ণনা হাদীষ নং- ১৩৫১।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ دَعَانِيْ أَبِيْ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: مَا أُرَانِيْ إِلَّا مَقْتُوْلًا فِيْ أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَإِنِّيْ لَا أَتْرُكُ بَعْدِيْ أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَاقْضِ وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيْلٍ۔

উচ্চারণ:-আন জাবিরিন- ক্বালা, লাম্মা হাদারা উহুদু দা'আনী আবী মিন্ লাইলি ফা ক্বালা, মা উরানী ইল্লা মাক্বতুলান ফী আউয়ালি মাঁই ইয়ুক্বতালু মিন আস্বহা-বিন্নাবীই স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা অ ইন্নী লা আতরুকু বা'দী আয়াজ্জা আলাইইয়া মিনকা গাইরা নাফসি রাসুলিল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা অ ইন্না আলাইইয়া দাইনান ফাক্বদি অসতা অস্বস্বি বিইখ ওয়াতিকা খাইরান ফা আস্বাবাহনা ফা কানা আও অলা ক্বাতীলিন।

অর্থ:- হাজরাত জাবির রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, যখন উহুদ যুদ্ধের সময় নিকটে এলো তখন আমার পিতাজান আমাকে ডেকে বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের পর তুমি ছাড়া কেউ আদরের নাই, আমার দেনা আছে তুমি মিটিয়ে দিও আর আমি তোমাকে ওস্বিওত করছি যে তোমার বোনেদের সাথে ভাল ব্যবহার করিও, অতঃপর যখন সকাল হলো তখন সর্ব প্রথম আমার পিতাজি শহীদ হলেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

وَدَفَنْتُ مَعَهُ آخَرَ فِيْ قَبْرِهِ ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِيْ أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ آخَرَ فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أُذُنِهِ۔

উচ্চারণ:- অ দাফানতু ময়াহু আ খারা ফী ক্বাবরীহি সুম্মা লাম তুত্বিব নাফসী আন আতরুকাহা মায়া আখারিন ফাসতাখরাজতুহু বা'দা সিত্তাতি আশহুরিন ফাইযা হুয়া কা ইয়াওমিন অদা'তুহু হুনাই ইয়াতান গাইরা উযনিহি।

অর্থ:- আমি আমার পিতাজির সাথে অন্য একজনকে তাঁর কবরে কবরস্থ করে ছিলাম, অতঃপর সেটা আমার নিকট পছন্দ না হওয়ায়, ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আমি আমার পিতাজির লাশকে কবর থেকে তুলে নিলাম, দেখা গেল তিনার দেহ কান ছাড়া ওই রূপই ছিলো যেমন তিনাকে দফন করা হয়েছিল,

কবরের উপর ফুল, পাতা দেওয়া জায়েজ

প্রশ্ন:- মুসলমানদের কবরের উপর, কাঁচা ডাল, পাতা খেজুর ডাল, পাতা আর ফুল এসব রাখা বা দেওয়া কি ঠিক?

উত্তর:- অবশ্যই ঠিক বরং রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লামের সুন্নাত, কবরের আযাব হালকা হয়, এই জন্য যে যতক্ষন পর্যন্ত সেই ডাল কাঁচা থাকবে, ততক্ষন পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পাঠ করবে, যার দরুন মৃত ব্যক্তির আযাব হালকা হয়। দলীল বুখারী শরীফ থেকে পড়ুন

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رُطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِيْ كُلِّ قَبْرٍ وَ احِدَةً فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا؟ فَقَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُّخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا۔

উচ্চারণ:- আন ইবনি আব্বাসিন ক্বা-লা মাররান্নাবীয়ু স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামা বিক্বাবরাইনি ইয়ুয়াযযা বানি ফা ক্বালা ইন্নাহুমা লা ইয়ুয়াযযাবানি অমা ইয়ুয়াযযা ফী কাবীরিন, আম্মা আহাদুহুমা ফাকা-না লা ইয়াস তাতিরু মিনাল বাউলি অ আম্মাল আখারু ফা কানা ইয়ামশি বিন্নামীমাতি সুম্মা আখাযা জারীদাতান রুত্বাতান ফাশাক্কাহা বিনিস্বফাইনি ষুম্মা গারাজা ফীকুল্লি ক্বাবরিন অহিদাতান, ফা ক্বালু ইয়া রাসুলাল্লাহি লিমা স্বানা'তা হাযা? ফাক্বালা লায়াল্লাহু আঁই ইয়ু খাফফিফা আনহুমা মালাম ইয়াই বাসা। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং- ১৮১/১৮২ কিতাবুল জানায়িজ হাদীষ নং- ১৩৬১

অর্থ:-হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সাল্লাম এমন দুইটি কবরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাদেরকে আযাব দেওয়া হচ্ছিল। তিনি বললেন, তাদের উভয়কে আযাব (শাস্তি) দেওয়া হচ্ছে কিন্তু কোন বড়ো পাপের জন্য নয় তাদের মধ্যে একজন প্রস্রাবের ছিটা থেকে নিজেকে বাঁচাতো না, আর দ্বিতীয় জন পরনিন্দা করে বেড়াত। এই বলে তিনি এক খানা খেজুরের ডাল নিলেন সেটাকে দুই খন্ড করে উভয় কবরে এক এক খন্ড রেখে দিলেন। স্বাহাবায়ে কেরাম ইহা দেখে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ! এরূপ কেন করলেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি আশা রাখি যে যতক্ষন পর্যন্ত এই ডাল শুকাবে না ততক্ষন পর্যন্ত, এদের প্রতি আযাব(শাস্তি) হালকা হবে।

ফাতিহা আর ইস্বালি সাওয়াবের বয়ান
মৃত ব্যক্তিদের নামে স্বাদকা (দান) করার বর্ণনা

প্রশ্ন:- মৃত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে স্বাদক্বাহ ও দান করা কি ঠিক?

উত্তর:- অবশ্যই ঠিক দেখুন বুখারী শরীফে আছে!

১। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৩৮৬ কিতাবুল অস্বা ইয়া যখন কোন ব্যক্তি বলে যে আমার বাড়ী অথবা বাগান আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলাম তার বর্ণনা। হাদীষ নং ২৭৫৬ হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বর্ণনা করেন,

اِنَّ سَعْدَبْنَ عُبَادَةَ تُوُفِّيَتْ اُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؛ اِنَّ اُمِّي تُوُفِّيَتْ وَ اَنَا غَائِبٌ عَنْهَا اَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ بِهٖ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ۔

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উচ্চারণ:- ইন্না সা'দাবনা উবাদাতা তুউফফিয়াত উম্মুহু অহুঅ গায়িবুন আনহা ফাক্বালা: ইয়া রাসূলাল্লাহি! ইন্নাউম্মী তুউফফিয়াত অ আনা গায়িবুন আনহা আইয়ান ফাউহা শাইউন ইন তাস্বাদ্দাকতু বিহি আনহা? ক্বা-লা: নায়াম!

অর্থ:- হাজরাত সায়াদ বিন উবাদাহ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মাতাজান এমন সময় ইন্তেক্বাল করে ছিলেন, যখন তিনি বাড়িতে ছিলেন না, তাই হাজরাত সায়াদ বিন উবাদাহ হুজুরের নিকট হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লাম! আমার মাতাজি আমার অনুপস্থিতির সময়ে পরলোক গমন করেছেন, এখন যদি আমি আমার আপন মাতাজির নামে কিছু দান করি তবে কি তাঁহার কোন উপকারে আসবে? হুজুর পাক বললেন হাঁ।

قَالَ: فَاِنِّىْ اُشْهِدُكَ اَنَّ حَائِطِىَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا۔

উচ্চারণ:- ক্বালা ফাইন্নী উশহিদুকা আন্না হাইত্বিল মিখরাফ সাদক্বাতুন আলাইহা।

অর্থ:- হাজরাত সায়াদ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আপনাকে এব্যাপারে সাক্ষী করছি যে আমার মিখরাফ বাগান তিনার নামে উৎসর্গ করলাম।

উপকার:- এই হাদীষ দ্বারা ইহাই জানা গেল যে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যে, সব স্বাদক্বাহ, দান খাইরাত করা হয় আর এগুলির জারিয়া নেকী পৌছান হয়।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্ব করার বর্ণনা

প্রশ্ন:- মৃত ব্যক্তির জন্য কোন এবাদতের নেকী পৌছান কেমন কাজ?

উত্তর:- বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-২৪৯-২৫০ কিতাবুল জাজাইস্ব স্বাইদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ ও মানত পূর্ণ করার বর্ণনা হাদীষ নং ১৮৫২।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَائَتْ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: اِنَّ اُمِّىْ نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتّٰى مَاتَتْ اَفَاَحُجُّ عَنْهَا؟

উচ্চারণ:- আন ইবনি আব্বাসিন আন্না ইমরায়াতান মিন জুহাইনাতা জায়াত ইলান্নাবীই স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা ফা ক্বা-লাত ইন্না উম্মী নাযারাত আন তাহুজ্জা ফালাম তাহুজ্জা হাত্তা মাতাত আফা আহুজ্জু আনহু

অর্থ:- হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বর্ণনা করেন যে জুহাইনা গোত্রের জনৈক মহিলা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র খিদমতে এসে বলল! আমার মাতাজান হজ করার জন্য মানত মেনে ছিলেন কিন্তু তিনি তা করতে পারেন নি, আর এখন তিনি ইন্তেক্বাল করে গেছেন, আমি কি তিনার পক্ষ থেকে হজ আদায় করতে পারি?

قَالَ: حُجِّىْ عَنْهَا اَرَاَيْتِ لَوْ كَانَ عَلٰى اُمِّكِ دَيْنٌ اَكُنْتِ قَاضِيَةً

উচ্চারণ:- ক্বা-লা হুজ্জি আনহা আরাআইতি লাওকানা আল উম্মিকি দাইনুন আকুনতি কাদিয়াতান?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ:- রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বললেন তাঁর পক্ষ থেকে হজ আদায় করো, তুমি এটা বলো যে তোমার মায়ের উপর যদি কোন ধার (দেনা) থাকতো তবে কি তিনি সেটা পরিশোধ করতেন না? اُقْضُوا اللّٰهَ فَاللّٰهُ اَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

উচ্চারণ:-উক্ব দুল্লাহা ফাল্লাহু আহাক্কু বিল আফায়ি।

অর্থ:- আল্লাহ তা'আলার হক্ব আদায় করো, কারণ আল্লাহ তা'আলাই সব চাইতে বড়ো হাক্বদার যে তাঁর হক্ব আদায় করা হয়।

উপকার:- এই হাদীষ দ্বারা ইহাই জানাগেল যে মৃত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে হজ্জ করলে সেটার নেকী মৃত ব্যক্তিকে পৌছান যায়।

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে স্বাদক্বাহ করা জায়েজ

৩। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৮৬, কিতাবুল জানায়েজ হঠাৎ মরণ আসার বর্ণনা হাদীষ নং- ১৩৮৮।

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ: لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ اُمِّيْ اُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَ اَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا اَجْرٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ : نَعَمْ-

উচ্চারণ:- আন আয়িশাতা আন্না রাজুলান ক্বালা লিন্নাবীই স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইন্না উম্মী উফতুলিতাত

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

নাফসুহা অ আজুন্নুহা লাও তাকাল্লামাত তাস্বাদ্দাক্বাত ফাহাল লাহা অজরুন, ইন তাস্বাদ্দাক্বতু আনহা ক্বা-লা নায়াম।

অর্থ:- উম্মূল মু:মিনীন সাইয়্যিদাহ আয়েশা স্বিসদ্দীক্বাহ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার মাতাজি হঠাৎ পরলোক গমন করেছেন, আর আমার মন বলছে যে, তিনি যদি বলতে পারতেন তবে স্বাদকা করতেন। এখন যদি আমি উনার পক্ষ থেকে স্বাদকা করি তবে কি সেগুলির নেকী তাঁহার জন্য পৌঁছান যাবে? হুজুর উত্তর দিলেন হাঁ। অর্থাৎ যদি তুমি তাঁর পক্ষ থেকে স্বাদকাহ করো তবে তার নেকী উনি পাবেন।

উপকার:- উপরে বর্নিত তিনটি হাদীষ দ্বারা ইহাই প্রমানিত হলো যে অপন মু'মীন মৃত ব্যক্তিদের জন্য স্বাদকা, দান করলে মৃত ব্যক্তি তার নেকী পায়, এবং যে কোন নেকীর কাজ করে তার পূণ্য মৃত ব্যক্তিদের নামে পৌঁছান যায়।

উপকার:- আপন আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে, যার প্রয়োজন আছে, তাকে স্বাদকা দেওয়া অপর ব্যক্তিকে দেওয়ার চাইতে উত্তম, অতঃপর যত নিকট আত্মীয় হয় যেমন, ভাই, বোন, মামা খালা, চাচা, চাচি ইত্যাদী এদের কে দেওয়া অতি উত্তম।

উপকার:- স্বাদক্বা অথবা জাকাতের পয়সা অথবা স্বাদকার বস্তু কাউকে দেওয়ার সময় ইহা বলা জরুরী নয় যে এই টাকা অথবা বস্তু স্বাদক্বা বা জাকাতের বরং উপঢোকন, উপহার, অথবা ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য মিষ্টান্ন বস্তু খাবার জন্য অথবা ঈদের সামগ্রী ও দেওয়া যায়, বরং এরুপ করাই উত্তম।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

একটি সন্দেহ দুরী করণ

প্রশ্ন:-কিছু মানুষ ইহাই বলে থাকেন যে, মৃত ব্যক্তিকে শুধু মাত্র নিজের আমলই কাজ দেয়, অন্য লোকের আমল তার কোন কাজে আসে না, আর দলীল স্বরূপ সে এই আয়াত কে তুলে ধরে

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ۝

উচ্চারণ:-অ আন লাইসালিল ইনসানি ইল্লা-মা-সায়া । পারা নং- ২৭ সূরা নাজম আয়াত নং- ৩৯।

অর্থ:-আর এই ব্যক্তি পাবে না কিন্তু তার আপন কর্মের ফল

উত্তর:- তাদের, এই আয়াতকে দলীল করা ঠিক নয়! কারণ

১) এই আদেশ অতিতের কিছু উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট ছিলো আর হাজরাত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের স্বাহিফাতেও এই নির্দেশই দেওয়া ছিলো কিন্তু ইসলাম ধর্মে সে নির্দেশ দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে, যেমনটা খাজাইনুল ইরফানের লিখক বর্ণনা করেছেন আর অন্যান্য মুফাসসির গণও লিখেছেন

২) এই আয়াতের উদ্যেশ্য ইহাই যে মানুষ যেন তার পরকালের পুঁজি নিজেই অর্জন করে, এবং সেটাকেই নিজের জন্য ভরসার উপযুক্ত মনে করে, কারণ সে ইহা মোটেই জানে না যে মরণের পর কেউ তার নামে দান খাইরাত, স্বাদকা করবে কিনা, আর তার দ্বারা কেউ তার উপকার করবে কিনা?

৩। যদি এই আয়াতের অর্থ ইহা না নেওয়া হয় তবে উপরের বর্ণিত তিনটি হাদীষ আর এই মতো অনেক হাদীষকে অস্বীকার করা হবে যে গুলি মৃত ব্যক্তিকে স্বাদক্বা, দান, দ্বারা অর্জিত নেকী তাকে অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে পৌঁছান যায়।

www.YaNabi.in
বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

কবর জিয়ারত করা জায়েজ

প্রশ্ন:- মুসলমানদের ক্বর জিয়ারত করা, ফাতিহা পড়া, দুয়া করা আর নেকী পৌঁছানোর জন্য যাওয়া আর কুরআন শরীফ পাঠ করে তার পূণ্য পৌঁছানো কি জায়েজ?

উত্তর:- পূণ্য পৌঁছানোর উদ্যেশ্যে মুসলমানদের ক্বরের নিকট যাওয়া জায়েজ, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের সুন্নাত. পরকাল স্মরণ, আর দুনিয়ার প্রতি অন্য মনস্ক থাকার বস্তু, জিয়ারতকারী আর মৃত ব্যক্তি উভয়েরই উপকার হয়ে থাকে। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং-১৭৯, কিতাবুল জানায়েজ শহীদগণের জানাজার নামায পড়ার বর্ণনা হাদীষ নং-১৩৪৪।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلّٰى عَلٰى اَهْلِ اُحُدٍ صَلَاتَهٗ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: اِنِّيْ فَرَطٌ لَكُمْ وَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ وَ اِنِّيْ وَ اللّٰهِ لَاَنْظُرُ اِلٰى حَوْضِيْ الْاٰنَ وَ اِنِّيْ اُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ اَوْمَفَاتِيْحَ الْاَرْضِ وَ اِنِّيْ وَاللّٰهِ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِيْ وَلٰكِنْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا۔

উচ্চারণ:- আন উক্ববাতাবনি আমিরিন আন্নান্নাবীয়া স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা খারাজা ইয়াওমান, ফাস্বাল্লা আলা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আহ্‌লিউহুদিন স্বালাতাহু আলাল মাইয়িতি সুম্মান স্বারাফা ইলাল মিম্বারি ফা ক্বা-লা ইন্নী ফারাতুন লাকুম অ আনা শাহীদুন আলাইকুম অ ইন্নী অল্লাহি লা আনজুরু ইলা হাত্তদীল আনা, অইন্নী উ'ত্বীতু মাফাতিহা খাযাইনাল আরদি আও মাফাতীহাল আরদি অ ইন্নী অল্লাহি মাআখাফু আলাইকুম আনতুশরিকূ সবা'দী অলা-কিন আখা-ফু আলাইকুম আন তানাফাসু ফীহা।

অর্থ:- হাজরাত উক্ববা বিন আমির রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, একদিন রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বের হলেন, অতঃপর উহুদের যুদ্ধে শহীদদের জন্য এভাবে দুয়া করলেন, যেভাবে মৃত্যের জন্য দুয়া করা হয় অতঃপর মিম্বারের দিকে আসলেন, আর বললেন, আল্লাহর কসম, আমি এখন আপন হাউজে কাওসার দর্শন করছি, আর আমাকে ভূমন্ডলের চাবি অথবা ভূমন্ডলের ধনাগারের চাবি দেওয়া হয়েছে, আর আল্লাহর কসম নিশ্চয় আমি ভয় করি না যে আমার পর তোমরা মুশরিক হবে, কিন্তু আমি ভয় করছি যে তোমরা আমার পর দুনিয়া দারীতে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

সমস্ত মুসলমান জান্নাতী

প্রশ্ন:- প্রত্যেক মুসলমানই কি জান্নাতে যাবে?

উত্তর:- হাঁ প্রত্যেক মুসলমানই জান্নাতে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই, যদিও সে ব্যক্তি আপন কৃত পাপের সাজা পেয়ে হয়। কিন্তু মুসলমান এক দিন না এক দিন জান্নাতে যাবেই বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং-৮ কিতাবুল ঈমান, ঈমানদারের আমল অনুযায়ী এক অপরের ফজিলতের বর্ণনা, হাদীষ নং- ২২

হাজরাত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

করেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন

يَدْخُلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَاَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ: اَخْرِجُوْا مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّ مِّنْ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَيَخْرُجُوْنَ مِنْهَا قَدْ اِسْوَدُّوْا۔

উচ্চারণ:- ইয়াদখুলু আহলুল জান্নাতিল জান্নাতা অ আহলুন্নারিন নারা সুম্মা ইয়াকুলুল্লাহু: আখরিজু মান কানা ফী ক্বালবিহি মিসকা-লু হাব্বাতিন মিন খারদা লিন মিন ঈমানিন ফাইয়ুখরুজুনা মিনহা ক্বাদ্ ইস তা অদ্দূ

অর্থ:-জান্নাতীরা যখন জান্নাতে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাবে, তার পর আল্লাহ তা'আলা বলবেন: যে মানুষের অন্তরে সরিষার দানা পরিমানও ঈমান থাকে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করো, সুতরাং এই রকম সমস্ত মানুষকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে, তাদের অবস্থা এই রূপ হবে যে, সে পুড়ে একেবারে কালো হয়ে যাবে

فَيُلْقَوْنَ فِىْ نَهْرِ الْحَيَا اَوِ الْحَيَاةِ شَكَّ مَالِكٌ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِىْ جَانِبِ السَّيْلِ۔

উচ্চারণ:- ফা ইয়াল ক্বাউনা ফী নাহ্‌রিল হ্বাইয়া আবিল হ্বাইয়াতি শাক্বকা মালিকুন ফা ইয়ানবুতুনা কামা তানবুতুল হাব্বাতু জানিবিস সাইলি।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ:-অতঃপর তাদেরকে হায়া (জীব) নদী অথবা হায়াত (জীবন) নদীতে নামানো হবে, তার পর তারা এত সুন্দর হয়ে ওখান থেকে বের হবে যেমন কোন (শষ্য) দানা পানীতে ধুয়ে পরিস্কার হয়ে বের হয়

সম্মুখে কিছু রেখে ফাতিহা পড়ার বর্ণনা
সামনে কিছু রেখে ফাতিহা পড়া সুন্নাত

প্রশ্ন:- নেকী ও বরকতের উদ্দেশ্যে, খাদ্য বস্তু যেমন মিষ্টান্ন বস্তু অথবা ফল সামনের দিকে রেখে কুরআনের আয়াত, দুয়া দরুদ শরীফ পড়ার পর বরকতের দুয়া করে সে গুলি খাওয়া বা বন্টন করা কি জায়েজ?

উত্তর:- ফাতিহা পড়ার সময়, মিষ্টি, ফল বা অন্য কোন খাদ্য বস্তু সামনে রাখা ফরজও নয়, অজিবও নয় শেরেকও নয় বেদাতও নয় বরং রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত, আর তাবাররুকের জন্য নেককারদের আমলও বটে, কয়েকটি হাদীষ দলীল সরূপ দিচ্ছি মনযোগ সহকারে পড়ুন আর বোঝার চেষ্টা করুন

সামনে কিছু রেখে বরকতের দুয়া করার প্রথম হাদীষ

১। বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং-৯৮৯ কিতাবুল আইমানি অন নুযুর যখন কোন ব্যক্তি কসম খেল যে সে তরকারী খাবে না অতঃপর সে খেজুর দিয়ে রুটি খেল তার বর্ণনা হাদীষ নং- ৬৬৮৮
বুখারী, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং-৫০৫ কিতাবুল মানাকিব, ইসলামে নবুআতের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

পরিচয়ের বর্ণনা হাদীষ নং-৩৫৭৮ হাজরাত আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন

قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ لِاُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ضَعِيْفًا اَعْرِفُ فِيْهِ الْجُوْعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ

উচ্চারণ:-ক্বা-লা আবু ত্বালহাতা লি উম্মি সুলাইমিন লাক্বাদ সামিতু সাওতা রাসুলিল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামা দায়ীফান, আ'রিফু ফীহিল জুমুয়া ফাহাল ইন্দাকি মিন শাইইন।

অর্থ:- হাজরাত আবু ত্বালহা রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু (নিজসহধর্মনী) হাজরাত উম্মে সুলাইম রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহা কে বললেন আমি রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের আওয়াজে ক্ষীনতা অনুভাব করলাম, তাতে আমি ইহাই অনুভাব করলাম যে তিনি ক্ষুধার্ত আছেন, তাই বলি তোমার কাছে কিছু খাবার আছে কি?

فَقَالَتْ نَعَمْ! فَاَخْرَجَتْ اَقْرَاصًا مِنْ شَعِيْرٍ ثُمَّ اَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهٖ ثُمَّ اَرْسَلَتْنِىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ-

উচ্চারণ:- ফা ক্বা-লাত নায়াম, ফাআখরাজাত আক্বরাস্বান মিন শাঈরিন সুম্মা আখাযাত খিমারান লাহা ফালাফফাতিল খুবজা বিবা'দিহি সুম্মা আর সালানী ইলা রাসুলিল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আলাইহি ওয়া সাল্লামা।

অর্থ:- হাজরাত উম্মে সুলাইম বললেন হাঁ আছে! অতঃপর তিনি কয়েক খানা যবের রুটি বের করলেন, আর নিজের ওড়নার কিছু অংশে রুটি গুলি জড়িয়ে নিলেন, তার পর তিনি সে গুলি আমাকে দিয়ে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পাঠালেন।

فَذَهَبْتُ فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ وَ مَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَرْسَلَكَ اَبُوْ طَلْحَةَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ

উচ্চারণ:- ফা যাহাবতু ফা আজাদতু রাসুলাল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামা ফীল মাসজিদি অ মায়াহুন্নাসু ফা কুমতু আলাইহিম, ফাক্বালা রাসুলুল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামা আর সালাকা আবু ত্বালাহ্তা? ফাকুলতু নায়াম।

অর্থ:-আমি যখন হুজুরের নিকট উপস্থিত হলাম তখন আমি রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মসজিদে স্বাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে বসা অবস্থায় দেখলাম। আমি তাদের নিকট গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমাকে দেখে রাসুলুল্লাহ বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কি আবু ত্বালাহা পাঠিয়েছে? আমি বললাম জি হাঁ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ: قُوْمُوْا فَانْطَلَقُوْا وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ حَتّٰى جِئْتُ اَبَا طَلْحَةَ فَاَخْبَرْتُهُ۔

উচ্চারণ:- ফা ক্বা-লা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামা লিমান মায়াহু:কুমূ ফানত্বলাকু আনত্বালাক্বতু বাইনা আইদীহিম হাত্তা জে'তু আবা ত্বালাহ্তা ফা আখবারতুহু।

অর্থ:-ইহা শুনে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ স্বাহাবাগণকে বললেন, দাঁড়িয়ে যাও, অতঃপর তিনি উপস্থিত সমস্ত স্বাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে, চলতে লাগলেন। হাজরাত আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি তাঁদের আগে আগে চলতে লাগলাম আর হাজরাত আবু ত্বালহ্বার নিকট পৌঁছে গিয়ে তিনাকে এই সংবাদ দিলাম যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম সমস্ত সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে আসছেন।

فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ: يَااُمَّ سُلَيْمٍ؛ قَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُمْ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَانُطْعِمُهُمْ؟

উচ্চারণ:- ফা ক্বা-লা আবু ত্বালহ্তা ইয়া উম্মা সুলাইম, ক্বাদ জায়া রাসুলুল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা অন্নাসু মায়াহুম অ লাইসা ইন্দানা মিনাত্ব, ত্বায়ামি মা তুত্বয়িমুহুম।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ:-হাজরাত আবু ত্বালহা, হাজরাত উম্মে সুলাইমকে বললেন হে উম্মে সুলাইম, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের সঙ্গে অনেক স্বাহাবায়ে কেরাম আসছেন, আর আমাদের নিকট অত খাবার নাই যা আমরা ওই সমস্ত লোককে খাওয়াতে পারব?

فَقَالَتْ: اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ فَانْطَلَقَ اَبُوْ طَلْحَةَ حَتّٰى لَقِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَبُوْ طَلْحَةَ حَتّٰى دَخَلَا۔

উচ্চারণ:- ফা ক্বা-লাত আল্লাহু অ রাসুলুহু আ'লাম্। ফানত্বালাকা আবু ত্বালহাতা হাত্তা লাক্বিয়া রাসুলাল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা ফা আক্বালা রাসুলুল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা অ আবুত্বাল হাতা হাত্তা দাখালা।

অর্থ:- হাজরাত উম্মে সুলাইম বললেন, আল্লাহও তাঁর রাসুল খুবই ভালো জানেন, অর্থাৎ (আপনি চিন্তা করবেন না, অতঃপর রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম কে সঙ্গে নিয়ে গৃহে প্রবেশ করলেন।

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: هَلُمِّىْ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ؟ فَاَتَتْ بِذٰلِكَ الْخُبْزِ قَالَ: فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ بِذٰلِكَ الْخُبْزِ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَاَدَمَتْهُ۔

www.YaNabi.in

উচ্চারণ:- ফা ক্বা-লা রাসুলুল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা: হালুম মী ইয়া উম্মা সুলাইম মা ইন্দাকি? ফা আতাত বিযালিকাল খুবজি ক্বালা, ফা আমারা রাসুলুল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা বিযালিকাল খুবজি ফাফুত্তা অ আস্বারাত উম্মু সুলাইমিন উক্কাতান লাহা ফা আদামাতহু।

অর্থ:- আর রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বললেন, এই উম্মে সুলাইম, যা কিছু খাবার তোমার নিকট আছে, তা হাজির করো, তিনি ওই সমস্ত রুটি নিয়ে এসে হাজির করলেন যা তিনি পূর্বে পাঠিয়ে ছিলেন। রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম সব রুটিকে ভেঙ্গে টুকরো করার নির্দেশ দিলেন। রুটি ভেঙ্গে টুকরো করা হলো। হাজরাত উম্মে সুলাইম রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহা, সেই রুটির টুকরো গুলিতে ঘী ঢেলে দিলেন ইহাই ছিলো তরকারী।

ثُمَّ قَالَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّقُوْلَ ثُمَّ قَالَ: اِئْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَاَذِنَ لَهُمْ فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْ ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ: اِئْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَاَذِنَ لَهُمْ فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا۔

উচ্চারণ:- সুম্মা ক্বা-লা ফীহি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা মা-শা-য়াল্লাহু আঁই ইয়াকুলা সুম্মা ক্বা-লা ই'যিন লি আশারাতিন, ফা আযিনা লাহুম, ফা আকালু হাত্তা শাবিয়ু সুম্মা খারাজু সুম্মা ক্বা-লা ই'যিন লি আশারাতিন ফা আযিনা লাহুম, ফা আকালূ হাত্তা শাবিয়ূ।

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ:- অতঃপর রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম, সেই খাবারে দুয়া বা ফাতিহা পাঠ করলেন যা আল্লাহ তা'আলা চাইলেন তারপর হুজুর বললেন, দশ জনকে খাবার অনুমতি দাও, অতএব দশ জন কে খাবার অনুমতি দেওয়া হইলে সবাই পেট পূর্ণ করে খাবার খেয়ে বেরিয়ে এলেন, অতঃপর হুজুর বললেন আরো দশ জন কে খাবার জন্য ডেকে নাও, তাই আবারও দশ জন কে ডাকা হলো, তাঁরা খাবার খেয়ে বের হয়ে এলেন

ثُمَّ قَالَ: اِئْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَاَذِنَ لَهُمْ فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا

وَالْقَوْمُ سَبْعُوْنَ اَوْ ثَمَانُوْنَ رَجُلاً۔

উচ্চারণ:- সুম্মা ক্বা-লা ই'যিন লি আশারাতিন ফা আকালাল কাউমু কুল্লুহুম হাত্তা শাবিয়ু অল কাউমু সাবয়ুনা আউ যামানুনা রাজুলান।

অর্থ:- আবারও হুজুর বললেন, দশ জনকে খাবারের জন্য ডেকে নাও, দশ জন কে ডাকা হলো, সাবাই এসে পেট ভরে খাবার খেয়ে ফিরে এলো, এভাবে ৭০ (সত্তর) অথবা ৮০ (আশি) জন স্বাহাবায়ে কেরাম উদর পূর্ণ করে খাবার খেলেন।

উপকার:- হাজরাত উম্মে সুলাইম রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহার, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লাম যে গাইবের খবর জানেন তার প্রতি এতই বিশ্বাস ছিলো যে, হাজরাত আবু ত্বালহা রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন খাবার কম থাকার কথা বললেন, তখন উম্মে সুলাইম বললেন,, "আল্লাহু অ রাসুলুহু আ'লামু" আল্লাহ এবং তিনার রাসুলই ভালো জানেন। আর নিজ স্বামীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে আপনি চিন্তা করবেন না, আমরা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম কে ডেকেছি, আমরা তিনার খাবারের ব্যবস্থা করবো, আর স্বাহাবায়ে কেরাম কে হুজুর নিমন্ত্রণ করেছেন, তাই

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হুজুর নিজে তাঁদের খাবারের ব্যবস্থা করবেন আর তিনি যেমন বিশ্বাস রেখে ছিলেন ঠিক তেমনই ফল দেখা গেল।

উপকার:- এই হাদীষ দ্বারা খাদ্য বস্তু সামনে রেখে কুরআনের আয়াত, সূরা পাঠ করা, দুয়া করা, আর সেই খাবার খাওয়ার দলীল পাওয়া গেল, আর এটাই কাজের নাম মুসলমান দিয়ে রেখেছে 'ফাতিহা করা,' তাই জানা গেল যে ফাতিহা করা সুন্নাত, পুজাও নয় শেরেকও নয় এমন কি বিদআতও নয় (তাই হিংসা ছেড়ে হাদীষ বুঝার চেষ্ঠা করুন) অনুবাদক-

ফাতিহার মাধ্যমে দুয়া করার দ্বিতীয় হাদীষ

বুখারী শরীফ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং-৫৮৮ কিতাবুল মাগাজী খন্দক যুদ্ধ যার নাম আহযাবের যুদ্ধও বলা হয়েছে তার বর্ণনা হাদীষ নং-৪১০২।

হাজরাত জাবির রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে, আমরা যখন গর্ত খনন করছিলাম তখন একটা খুব শক্ত পাথর বেরিয়ে এলো তাই স্বাহাবায়ে কেরাম রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ গর্তে একটা অনেক বড়ো পাথর দেখা দিয়েছে। ইহা শুনে হুজুর বললেন, চলো আমি নিজেই গর্তে নামবো। হুজুর দাঁড়ালেন, এই অবস্থায় যে সে সময় তিনার পেটে পাথর বাঁধা ছিলো, আর আমাদের অবস্থাও মোটামুটি একই ছিলো, কারণ আমরাও তিন দিন যাবত কিছু খাইনি, তবুও রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লাম যেমনই কোদাল চালিয়েছেন তেমনই পাথর চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে গেল।

হাজরাত জাবির বলেন যে, আমি রাসুলুল্লাহকে বললাম ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকে বাড়ী যেতে অনুমতি দেওয়া হোক? হুজুর অনুমতি

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দিলেন, হাজরাত জাবির রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বাড়ি গেলেন। আর তিনার স্ত্রীকে বললেন, উনি বলেন।

فَقُلْتُ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ فَإِنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَمْصًا شَدِيْدًا۔

উচ্চারণ:- ফা কুলতু হাল ইন্দাকি শাইউন? ফাইন্নী রাআইতু রাসুলাল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা খামস্বান শাদীদান।

অর্থ:- আমি বাড়ি গিয়ে নিজের বিবিকে বললাম, শুনছো তোমার নিকট কিছু খাবার আছে কি? আজ আমি রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম কে এমন অবস্থায় দেখেছি, যা আমি সহ্য করতে পার ছিনা, উনার বিবি একটা বস্তা বের করলেন যাতে অল্প পরিমান যব ছিলো, আর আমার নিকট একটা ছাগল ছানা ছিলো আমি ছাগল ছানাটি জবাই করে দিলাম, আর গোস্তের টুকরো করে হাঁড়িতে রেখে ছিলাম, আর আমার বিবি যব পিষাই করে নিলেন আর গোস্ত রান্নার জন্য উনুনে (আখার উপর) চড়ালেন, রান্নার কাজ যখন হয়ে এলো, তখন আমি হুজুরকে ডাকার জন্য বের হবো এ মতাবস্থায় আমার বিবি আমাকে বললেন, আপনি আমাকে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম, আর উনার স্বাহাবাগণের সম্মুখে লজ্জা দেবেন না, অর্থাৎ খাবার অল্প তাই বেশী জনকে খাবারের জন্য ডাকবেন না, অতঃপর আমি রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের সামনে উপস্থিত হয়ে চুপি চুপি বললাম ইয়া রাসুলাল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম, আমার বাড়িতে আপনার জন্য কিছু খাবার তৈরী করা হয়েছে, তাই আপনি, দুএকজন স্বাহাবীকে নিয়ে আমার বাড়ি চলুন, হুজুর জিজ্ঞেস করলেন কি পরিমান খাবার রান্না করেছ?

www.YaNabi.in
বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

আমি বলে দিলাম, হুজুর! একটি ছাগল ছানা, আর এক সা' যবের ময়দা, হুজুর বললেন, ইহা যথেষ্ট এবং খুব উন্নতমানের খাবার, অত:পর তিনি বললেন যাও গিয়ে আপন বিবিকে বলে দাও সে যেন আমি না যাওয়া পর্যন্ত উনুনের (আখার) উপর থেকে হাঁড়ি না নামায় আর রুটি ও তৈরী না করে

فَصَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: يَا اَهْلَ خَنْدَقٍ اِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُوْرًا فَحَيَّ هَلًّا بِكُمْ۔ فَبَصَقَ فِيْهِ وَ بَارَكَ

উচ্চারণ:- ফা স্বাহ্বান্নাবীয়ু স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম,ফা ক্বা-লা ইয়া আহলাল খান্দাক্বি ইন্না জাবিরান কাদ স্বানায়া সূরান, ফা হ্বাই য়্যা, হাল্লান বিকুম।

অর্থ:-তারপর নবী স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম উচ্চস্বরে ডেকে বললেন, হে খন্দক বাসীরা জাবির তোমাদের জন্য নিমন্ত্রনের ব্যবস্থা করেছে, তাই তোমরা সকলে এসো, চলো জাবিরের বাড়ি যাই। ইহা বলে হুজুর, মুহাজির ও আনসারদের কে সাথে নিয়ে হাজরাত জাবিরের বাড়ি এলেন। রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম, আগে আগে হাঁটতে ছিলেন,ইহা দেখে আমার বিবি আতঙ্কে আমাকে বললো আপনি তো আমার সাথে সেই ব্যবহারই করলেন যা আমি ভয় করছিলাম, আমি তাকে বললাম, আমার কি দোষ আমিতো হুজুরকে ঠিক ওই ভাবেই বলেছি, যেমন ভাবে তুমি আমাকে বলতে বলেছো,

فَبَصَقَ فِيْهِ وَ بَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ اِلٰى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ فِيْهِ وَ بَارَكَ

উচ্চারণ:- ফা বাস্বাকা ফীহি অ বারাকা সুম্মা আমাদা ইলা বুরমাতিনা ফা বাস্বাক্বা ফীহি অ বারাকা

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ:- হুজুর আটাতে থুথু মুবারক দিলেন আর বরকতের দুয়া করলেন অত:পর গোস্তের হাঁড়িতে থুথু মুবারক দিলেন আর সেটাতেও বরকতের দূয়া করলেন। তার পর হুজুর বললেন আরো কোন এক জন রুটি প্রস্তুত কারিনীকে ডেকে নাও, যেন সে আমার সামনে রুটি তৈরী করে, আর হাঁড়ি থেকে গোস্ত বের করে দেয়। অতঃপর হুজুর স্বাহাবাগণকে বললেন ভেতরে চলো আর চিৎকার কোরো না; হুজুর রুটির টুকরা করে গোস্ত সহ স্বাহাবায়ে কেরামের সামনে রেখে খাবার জন্য ইঙ্গিত করলেন, যখনই হাঁড়ি থেকে গোস্ত বের করা হতো আর তন্দুর থেকে রুটি বের করা হতো, সঙ্গে সঙ্গে ঢেকে দেওয়া হতো, এই ভাবে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম রুটির টুকরো করতে থাকলেন আর স্বাহাবায়ে কেরাম খেতে থাকলেন। সমস্ত লোকের যখন খাওয়া হলো তখন হুজুর বললেন, হে জাবির এখন তুমি ও খেয়ে নাও, তার যদি কারো বাড়ি খাবার পাঠাবার থাকে তবে তা পাঠিয়ে দাও, কারণ বর্তমানে খাদ্যাভাব চলছে, মানুষকে ক্ষুধা কষ্ট দিচ্ছে।

হাজরাত জাবির রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে সেই দিন আমার বাড়িতে খাবার লোক সংখ্যা এক হাজার ছিলো। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি প্রত্যেকেই পেট পূর্ণ করে খাবার খেয়েছে। তবুও খাবার বেঁচে গিয়ে ছিলো, আর গোস্তের হাঁড়িতে অতটাই গোস্ত ছিলো যতটা রান্নার জন্য হাঁড়িতে রাখা হয়েছিলো, আর ময়দার অবস্থা একই ছিলো।

উপকার:- সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা রাসুলে পাকের থুথুতে মুবারকে কতই না বরকত রেখেছেন, যে হুদাইবিয়ার সন্ধির বৎসর থুথু মুবারাকের বরকতে সুকনো কূপ পানিতে ভরতি হলো, খাইবাবের যুদ্ধের সময় হাজরাত আলী রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

চোখের অসুখ ভালো হলো আর এই ঘটনাতে রুটি আর গোস্ত এত বকরত হলো যে মাত্র কয়েক জনের খাবার, এক হাজার জন খেলেন, আর তিনার আদেশনুসারে প্রতি বেশীদের বাড়ি পৌঁছা গেল, তবু যেমন কার খাবার তেমনই থাকলো।

কোন দেতা হাই দেনে কো মুহ চাহিয়ে
দেনে ওয়ালা হাই সাচ্চা হামারা নাবী:

ফাতিহার মাধ্যমে বরকতের দুয়া করার তৃতীয় দলীল

৩। বুখারী শরীফ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৭৭৫-৭৭৬ কিতাবুন্নিকাহ

হাজরাত আনাস বিন মালিক রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عُرُوْسًا

بِزَيْنَبَ فَقَالَتْ لِيْ أُمُّ سُلَيْمٍ: لَوْ اَهْدَيْنَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَدِيَّةً

উচ্চারণ:- কানান্নাবীয়ু স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লামা উরুসান বিজায়নাবা ফা ক্বা-লাত লী উম্মু সুলাইমিন: লাও আহদাইনা লি রাসুলিল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লামা হাদীয়াতান।

অর্থ:- রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হাজরাত জায়নাব রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহা কে বিবাহ করলেন তখন আমাকে আমার আম্মাজান হাজরাত উম্মে সুলাইম রাদ্বীয়াল্লাহু

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তা'আলা আনহা বললেন এই মুহূর্তে আমাদেরকে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কিছু উপহার পাঠানো উচিত।

فَقُلْتُ لَهَا: اِفْعَلِيْ فَعَمِدَتْ اِلٰى تَمْرٍ وَّسَمْنٍ وَّاَقِطٍ

فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً فِيْ بُرْمَةٍ فَاَرْسَلَتْ بِهَا مَعِيَ اِلَيْهِ

فَانْطَلَقْتُ بِهَا اِلَيْهِ۔

উচ্চারণ:- ফা কুলতু লাহা: ইফয়ালী ফা আমিদাত ইলা তামারিন অ সামনিন আক্বিত্বিন ফাত্তাখাজাত হাইসাতা ফী বুরমাতিন ফা আরসালাত বিহা মায়িয়া ইলাইহি ফানত্বা লাক্বতু বিহা ইলাইহি।

অর্থ:- আমি উনাকে বললাম, পাঠিয়েদিন তিনি খেজুর ঘী আর পানীর (দুধ থেকে তৈরী এক প্রকার লবনাক্ত খাদ্য) দিয়ে একটি হাঁড়িতে হালুয়া তৈরী করলেন, আর আমার মারফত সেটা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পাঠিয়ে দিলেন সেই হালুয়া নিয়ে যখন আমি হুজুরের দরবারে উপস্থিত হলাম

فَقَالَ لِيْ ضَعْهَا ثُمَّ اَمَرَنِيْ فَقَالَ اُدْعُ لِيْ رِجَالًا سَمَّاهُمْ

وَادْعُ لِيْ مَنْ لَّقِيْتَ قَالَ فَفَعَلْتُ الَّذِيْ اَمَرَنِيْ فَرَجَعْتُ

فَاِذَا الْبَيْتُ غَاصٌّ بِاَهْلِهٖ

উচ্চারণ:- ফা ক্বা-লালী দা'হা! ষুম্মা আমারানী ফা ক্বা-লা উদয়ুলী রিজালান সাম্ম হুম অদউলী মান লাক্বীতা, ক্বালা ফাফায়ালতুল্লাযী আমারানী ফারাজা'তু ফাইয়াল বাইতু গাস-সুন বিআহ্লিহি

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

অর্থ:- তখন তিনি আমাকে দেখে বললেন, এগুলি রেখে দাও অতঃপর উনি আমাকে আদেশ করলেন যে,তুমি গিয়ে কিছু লোকজন ডেকে নিয়ে এসো তাদের নামও বলে দিলেন, আর ইহাও বললেন যে তুমি যাকে পাবে তাকেই ডেকে আনবে, হাজরাত আনাস বলেন আমি তিনার আদেশানুসারে লোকজনকে নিমন্ত্রণ করতে চলে গেলাম, আর ফিরে এসে দেখলাম, লোকে বাড়ি পরিপূর্ণ

فَرَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى تِلْكَ الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللّٰهُ۔

উচ্চারণ:- ফা রাআইতুন্নাবীয়া স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লামা অদায়া ইয়াদাইহি আলা তিলকাল হাইসাতি অ তাকাল্লামা বিহা মাআল্লাহু।

অর্থ:- অতঃপর রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামকে দেখলাম তিনি নিজেরউভয় হাত সেই হালুয়ার উপর রেখে আছেন আর আল্লাহ তা'আলা যা চাইলেন তাই পাঠ করতে আছেন।

ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُوْا عَشَرَةً عَشَرَةً يَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَقُوْلُ لَهُمْ

اُذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ وَلْيَاْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيْهِ قَالَ:

حَتّٰى تَصَدَّعُوْا كُلُّهُمْ عَنْهَا الخ۔

উচ্চারণ:- ষুম্মা জায়ালা ইয়াদয়ু আশারাতান আশারাতান ইয়াকুলুনা মিনহু অ ইয়াকুলু লাহুম উযকুরুস মাল্লাহি অল ইয়া কুল কুল্লুরাজুলিন মিম্মা ইয়ালিহি ক্বালা হাত্তা তাস্বাদ্দায়ু কুন্নাহুম আনহা। (আলআখ)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ:- পরে দশ জন করে, খাবার জন্য ডাকতে লাগলেন আর রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম তাদের কে বলতে লাগলেন যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে খেতে আরম্ভ করো, আর প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজের কাছ থেকে খায়, খাবার পাত্রের মধ্যে যেন হাত না দেয়, বর্ণনা কারী বলেন যে প্রত্যেকেই তা থেকে পেট পূরণ করে খেলো। (শেষ পর্যন্ত)

উপকার:- এই হাদীষ দ্বারাও ইহাই প্রমান হল যে মিষ্টান্ন বস্তু সামনে রেখে, কুরআনের আয়াত, পড়াও বরকতের দুয়া করা, আর তা আহার করা জায়েজ বরং সুন্নাত

বরকতের দুয়া করার চতুর্থ হাদীষ

৪। বুখারী শরীফ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং-৩৩৮, কিতাবুশ শিরকাতি খাবারে শরীক হওয়ার বর্ণনা হাদীষ নং ২৪৮৪।

হাজরাত সালমাহ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বর্ণনা করেন যে, একদা মানুষের পাথেও শেষ হয়ে গিয়ে ছিলো, মানুষ খাবার জন্য ছট পট করছিলো, শেষ পর্যন্ত তারা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে নিজের উট জবাই করার অনুমতি চাইলো হুজুর স্বাহাবায়ে কেরাম কে উট জবাই করে খাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন।

এমতাবস্থায় হাজারাত উমার রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার সাথে স্বাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাৎ হয়ে গেল, স্বাহাবায়ে কেরাম তিনাকে সব কথা বিস্তারিত ভাবে বললেন সব কিছু শুনে হাজরাত উমর বললেন উট জবাই করে খেয়ে তার পর কি খাবে?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ اِبْلِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَادِفِى النَّاسِ فَيَاتُوْنَ بِفَضْلِ اَزْوَادِهِمْ۔

উচ্চারণ:- ফা দাখালা আলান্নাবীই স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা ফা ক্বালা ইয়া রাসুলাল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা মা বাকাউকুম বা'দা ইবিলিহিম ফা ক্বালা রাসুলুল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা নাদি ফীন্নাসি ফাইয়াতুনা বিফাদলি আজওয়াদিহিম।

অর্থ:- এই কথা বলে তিনি রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের কাছে গেলেন, আর বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম: উট জবাই করার পর মানুষ কি করবে? রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বললেন, স্বাহাবাদের কাছে খবর করে দাও তারা যেন নিজের কাছে বাঁচা খাবার যার কাছে যা আছে হাজির করে দেয়, এক খানা দস্তুর খানা পেতে দেওয়া হলো, সবাই, যার কাছে যা কিছু ছিলো, সব এনে সেই দস্তুর খানে রেখে দিলো।

فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَدَعَا وَ بَرَكَ عَلَيْهِ ۔ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ۔

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উচ্চারণ:-ফা ক্বা-মা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা ফাদায়া অ বারাকা আলাইহি ষুম্মা ক্বালা রাসুলুল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু অ ইন্নী রাসুলুল্লাহি।

অর্থ:- সুতরাং রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন আর দুয়া করলেন, এবং সেই খাবারেও দুয়া করলেন, অতঃপর স্বাহাবায়ে কেরাম কে নিজের বাসন নিয়ে ডাকলেন, মানুষ এলো আর বাসন ভর্ত্তি করে মিষ্টি নিতে আরম্ভ করলো, আর সকলের নেওয়া যখন শেষ হলো, অবশেষে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বললেন, আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ উপাস্য নাই আর নিশ্চয় আমি আল্লাহর রাসুল ।

উপকার:- এই হাদীষ দ্বারাও জানা গেল যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম দস্তর খানার নিকট দাঁড়িয়ে দুয়া করেছেন আর বিভিন্ন রকম খাবারে বরকতের দুয়া করেছেন, আর সে গুলি স্বাহাবাদের মধ্যে বণ্টন করেছেন।

চিন্তার বিষয়

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾

উচ্চারণ:- ইন্না ফী যালিকা লা ইবরাতান লিউলিল আবস্বার । পারা নং-১৮ সূরা নুর আয়াত নং-৪৪

অর্থ:- নিশ্চয় তাতে বুঝার ক্ষেত্র রয়েছে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য।

প্রথম হাদীষ অনুযায়ী হাজরাত আবু ত্বালহা আনসারী

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বাড়িতে রুটিতে, দ্বিতীয় হাদীষ অনুযায়ী হাজরাত জাবির রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বাড়িতে খাবারে , তৃতীয় হাদীষ অনুযায়ী যাত্রা কালে বিভিন্ন প্রকার খাবারে আর চতুর্থ হাদীষ হাদীষ অনুযায়ী হাজরাত আবু ত্বালহা আনসারী রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বাড়িতে হালুয়ায়, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লাম যা কিছু পাঠ করেছেন তা কুরআন শরীফ অথবা বরকতের দুয়ায় তো পড়েছেন, তারপর সেটা স্বাহাবাদের মধ্যে বণ্টন করেছেন, কখনো বসিয়ে খাইয়েছেন, ইহা দ্বারা এটাই বোঝা যাচ্ছে যে, খাবার, মিষ্টি, ফল ইত্যাদি সামনে রেখে কুরআন পাঠ দুয়া এবং দরুদ শরীফ পাঠ করা আবার সেটা নিজে খাওয়া অপরকে খাওয়ানো, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লামের সুন্নাত, আর বরকতের কারণও ইহাই সেই প্রথা যাকে মুসলমান ফাতিহা নামে সর্বদা চালু রেখেছে, তাই এর উপর বিদয়াত শেরেক, নাজায়েজের ফতুয়া লাগনো কখনই ঠিক হতে পারে না, কুরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা ঘোষনা করেছেন

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

উচ্চারণ:- ফা কুলু মিম্মা যুকিরাসমুল্লাহি আলাইহি ইন কুনতুম বি আয়াতি হি মু:মিনীনা অমা লাকুম, আল্লা-তাকুলু মিম্মা যুকিরাস মুল্লাহি আলাইহি অক্বাদ ফাস্বস্বালা লাকুম,মা হাররামা আলাইকুম, পারা নং-৮ সূরা আন আম আয়াত নং- ১১৮-১১৯।

অর্থ:- সুতরাং তোমরা আহার করো তা থেকে, যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে, যদি তোমরা তার আয়াত গুলো মেনে থাকো। তোমাদের কী হয়েছে, যে তা থেকে আহার করছোনা,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে তিনি তো তোমাদের নিকট বিশদভাবে বিবৃত করেছেন, যা কিছু তোমাদের উপর হারাম হয়েছে।

অনুষ্ঠানে কিছু বণ্টন করার উদ্যেশ্য

প্রশ্ন:- ফাতিহার সময় খাবার, মিষ্টি, ফল ইত্যাদির ব্যবস্থা করার উদ্যেশ কী? আর তাতে উপকারইবা কি?

উত্তর:-মুসলমানদের উপকার করার সাথে সাথে একটি উদ্যেশ্য আরো আছে যে, ছোট বড়ো সবাই কিছু পাওয়ার খুশীতে না'ত মানক্বাবাত ওয়াজ ও নসীহত শুনবে, যা ধর্মীয় কাজের দিকে ধাবিত করার ইহাও একটি সুন্দর নিয়ম হাদীষ থেকেই বুঝা যাচ্ছে। বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং-৯২৩, কিতাবুল ইসতিসান পুরুষ, মহিলাদের কে আর মহিলারা পুরুষদেরকে সালাম করবে তার বর্ণনা,

হাদীষ নং-৬২৪৮

বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং- ১২৮ কিতাবুল জুমুয়াহ আল্লাহ তা'আলার বুলি ফাইযা কুদীয়াতিস সালাতুর বর্ণনা, হাদীষ নং- ৯৩৮

عَنْ سَهْلٍ قَالَ: كُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ قُلْتُ: وَ لِمَ؟ قَالَ: كَانَتْ لَنَا عَجُوْزٌ تُرْسِلُ اِلٰى بُضَاعَةَ قَالَ اِبْنُ مُسْلِمَةَ نَخْلٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَتَاخُذُ مِنْ اُصُوْلِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِىْ قِدْرٍ وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِّنْ شَعِيْرٍ۔

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

উচ্চারণ:- আন সাহালিন ক্বা-লা কুন্না নাফরাহু বি ইয়াওমিল জুমুয়াতি কুলতু অ লিমা? ক্বালা কানাত লানা আজুজুন তুরসিলু ইলা বুদাআয়াতা ক্বা-লা ইবনু মুসলিমাতা নাখলুন বিল মাদীনাতি ফাতা খুযুমিন উসুলিস সিলক্বি ফাতাত্বরাহুহু ফী ক্বিদরিন অতু কারকিরু হাব্বাতিন মিন শায়ীরিন।

অর্থ:- হাজরাত সাহাল বিন সায়াদ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে, আমরা জুম্মার দিনের আগমনে খুব খুশী হতাম (হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন মুসলিমাহ) জিজ্ঞেস করলেন, এই খুশীর কারণ কী? হাজরাত সাহাল উত্তর দিলেন, আমাদের গোত্রে একজন বৃদ্ধা ছিলেন , তিনি বুদায়ার দিকে কাউকে পাঠাতেন আর সেখান থেকে বিটের শিকড় আনিয়ে হাঁড়িতে দিতেন ওতে যব পিষেও দিতেন আব্দুল্লাহ বিন মুসলিমাহ বলেন, (মাদীনা শরিফের একটি খেজুর বাগানের নাম বুদায়াহ ছিলো)

فَاِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا وَ نُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ اِلَيْنَا فَنَفْرَحُ مِنْ اَجْلِهٖ وَمَا كُنَّ نَقِيْلُ وَلَا نَتَغَدّٰى اِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ۔

উচ্চারণ:- ফাইযা স্বাল্লাইনাল জুমুয়াতা ইনস্বারাফনা-অনুসাল্লিমু আলাইহা ফা তুক্বাদ্দিমুহু ইলাইনা ফা নাফরাহু মিন আজালিহি অমা কুন্না নাক্বীলূ অলা নাতাগাদ্দা ইল্লা বা'দাল জুমুয়াতি।

অর্থ:- যখন আমরা জুম্মার নামায আদায় করে ফিরতাম, তখন সেই বৃদ্ধার নিকট গিয়ে আমরা সালাম করতাম, সেই রান্নাকরা খাবার ওই বৃদ্ধা আমাদেরকে দিতেন, সেই কারণেই জুম্মার দিনের আগমনে আমরা খুশী হতাম, আর জুম্মার নামাযের পর আমরা খাবার

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

খেতাম এবং আরাম করতাম।

খুশীর সময় জায়েজ কাজে মাল খরচ করা বৈধ (জায়েজ)

প্রশ্ন:- খুশীর সময় টাকা পায়সা ধন সম্পদ খরচ করা কী বৈধ?

উত্তর:- হাঁ খুশীর সময় নিজ টাকা পয়সা ধন সম্পদ খরচ করা অবশ্যই বৈধ, এবং ভালো কাজ, সে বিষয়ে হাদীষে প্রমানও পাওয়া যাচ্ছে!

বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৩৮৬, কিতাবুল অসায়া স্বাদক্বাহ করা, অথবা নিজ টাকা পায়সা বিষয় সম্পত্তি অক্বফ করার বর্ণনা হাদীষ নং- ২৭৫৭।

হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন কা'ব রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বর্ণনা করেন যে, আমি হাজরাত কা'ব রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের সাক্ষাতে বলতে শুনেছি।

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّ مِنْ تَوْبَتِىْ اَنْ اَنْخَلَعَ مِنْ مَالِىْ صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَاِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

উচ্চারণ:- ইয়া রাসুলাল্লাহি! ইন্না মিন তাওবাতি আন আন খালায়া মিন মালী স্বাদাক্বাতান ইলাল্লাহি অ ইলা রাসুলুল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ:- ইয়া রাসুলাল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম আমার পক্ষ থেকে, আমার তাওবা কবুল হওয়ার শুকরিয়া স্বরূপ সমস্ত মাল, ধন আল্লাহ, আর তিনার রাসুল স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের পথে স্বাদক্বা করতে চাইছি।

قَالَ: اَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ۔

قُلْتُ فَاِنِّىْ اُمْسِكُ سَهْمِىَ الَّذِىْ بِخَيْبَرَ

উচ্চারণ:- ক্বা-লা আমসিক আলাইকা বা'দা মালিকা ফাহুঅ খাইরুন লাকা, ক্বুলতু ফাইন্নী আমসিকু সাহমিল্লাযী বি খাইবারা।

অর্থ:- হুজুর বললেন, কিছু ধন সম্পত্তি নিজের জন্য রাখো, যা তোমার মঙ্গল হবে। তিনি বললেন তবে আমি খাইবারের জমি রেখে নিচ্ছি।

দিন ধার্য করা জায়েজ কুরআনের আলোতে

নেকীর কাজের জন্য দিন ও তারিখ ধার্য করা জায়েজ

প্রশ্ন:- মীলাদ, ফাতিহা জালসা কনফারেন্স, ইস্বালে সাওয়াব এবং বিবাহর জন্য দিন ধার্য করা কী জায়েজ?

উত্তর:- যে কাজের জন্য শরীয়াত, কোন তারিখ দিন সময় ধার্য করে দিয়েছে, যেমন কুরবানী, হজ্জের দিন এবং আরকান, নামাযের সময় ইত্যাদি এই সমস্তকে ধার্য দিনে ও সঠিক সময়েই আদায় করতে হবে ইহার ব্যতিক্রম জায়েজ নয়, যেমন ধার্য আছে তেমনই আদায় করতে হবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ۝

উচ্চারণ:- ইন্নাস স্বালাতা কানাত আলাল মুঃমিনীনা কিতাবান মাওকুতান। পারা নং- ৫ সূরা নিসা আয়াত নং-১০৩

অর্থ:- নিশ্চয় নামায মুসলমানদের প্রতি সময় নির্ধারিত ফরজ। এখন যদি কোন ব্যক্তি ফরজ নামাযের সময়ের পূর্বেই নামায পড়ে নেয় তবে তাকে আদায় বলা যাবে না, কেন না শরিয়াত তার জন্য নির্ধারিত সময় রেখেছে তদ্রুপ যদি কোন ব্যক্তি কুরবানীর সময়ের পূর্বেই কুরবানী করে নেয় অথবা কুরবানীর সময় পেরিয়ে গিয়ে কুরবানী করে তবে তার কুরবানী হবে না বরং যে স্বাহিবে নেস্বাব আছে তার উপর ইহাই আদেশ বার্তায় যে সে যেন কুরবানীর জন্তুর মূল্য স্বাদকা করে।

বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং-৮৩২ কিতাবুল আদাহী কুরবানী সুন্নাত হওয়ার বর্ণনা, হাদীষ নং- ৫৫৪৬।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَاِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهٗ وَاَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ۔

উচ্চারণ:- আন আনাসিবনি মালিকিন ক্বা-লা, ক্বা-লা ন্নাবীয়ু স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা, মান যাবাহা ক্বাবলাস স্বালাতি ফাইন্নামা ইয়াযবাহালি নাফসিহি অমান যাবাহা বা'দা ফাক্বাদ তাম্মা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

নুসুকাহু অ আস্বাবা সুন্নাতাল মুসলিমীনা।

অর্থ:- হাজরাত আনাস বিন মালিক রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীষ যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইদুজ্জোহা নামাযের পুর্বে নিজের কুরবানী জবাই করে নিল সে নিজের আত্মার জন্য জবাই করল, আর যে ব্যক্তি নামাযের পরে জবাই করল, তার কুরবানী সঠিক হলো, আর সে ব্যক্তি যেন মুসলমানের প্রথানুযায়ী কাজ করল,

তবে হাঁ ওই সমস্ত কাজ যার জন্য শরীয়াত কোন দিন বা সময় নির্ধারণ করেনি তার জন্য বান্দা স্বাধিন, সে যে সময়ই করবে আল্লাহ ও রাসুলের আদেশ পালন হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন। اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ

উচ্চারণ:- উতলুমা উহিয়া ইলাইকা মিনাল কিতাবি। পারা নং-২১ সূরা আনকাবুত আয়াত নং-৪৫

অর্থ:-হে মাহবুব! পাঠ করুন যে কিতাব আপনার প্রতি ওহী করা হয়েছে।

উপকার:- এই আয়াতে কুরআন শরীফ পাঠ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পাঠ করার দিন সময় তারিখ ধার্য করা হয়নি বান্দাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে যে সময়েই কুরআন পাঠ করবে আল্লাহর নির্দেশ পালন হয়ে যাবে ব্যতিক্রম সেই সময়ের যে সময়ে কুরআন পাঠ নিষিদ্ধ, যেমন অপবিত্র অবস্থায় আরো একটি উদহারণ এই।

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উচ্চারণ:- ইন্নাল্লা-হা অ মালা-ই কাতাহু ইয়ুসাল্লুনা আলান্নাবীয়্যি ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানু স্বাল্লু আলাইহি অ সাল্লিমু তাসলীমা পারা নং-২২ সূরা আল আহজাব আয়াত নং-(৫৬)

অর্থ:- নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ, দরুদ প্রেরণ করেন, ওই অদৃশ্য বক্তা (নবী)র প্রতি, হে ঈমানদারগণ। তোমরাও তাঁর প্রতি দরুদ ও খুব সালাম প্রেরণ করো!

উপকার:- এই আয়াতে মুসলমানদেরকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি দরুদ আর সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পাঠ করার প্রনালী এবং সময় ধার্য্য করা হয়নি, অতএব যে সময়ই পাঠ করুক যে রূপে পাঠ করুক আল্লাহর নির্দেশের প্রতি আমল হয়ে যাবে।

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا

فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

উচ্চারণ:- অ মা কা-নাল মু'মিনূনা লি ইয়ান ফিরু কা-ফফাতান ফা লাওলা নাফারা মিন কুল্লি ফিরক্বাতিন মিনহুম ত্বা-য়িফাতুন লিইয়াতা ফাক্কাহু ফীদ্দীনি অলি ইয়ুনযিরু ক্বাওমাহুম ইযা রাজায়ু ইলাইহিম লায়াল্লাহুম ইয়াহ যারুন। পারা নং-১১ সূরা তোওবা আয়াত নং ১২২

অর্থ:-এবং মুসলমানদের থেকে এটা তো হতেই পারে না যে সবাই এক সাথে বের হবে, সুতরাং কেন এমন হলো না যে, তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটা দল বের হতো যারা ধর্মের বুঝ (জ্ঞান) অর্জন করতো এবং ফিরে এসে নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতো, এ আশয় যে, তারা সতর্ক হবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

উপকার:-এই আয়াতে মুসলমানদেরকে ধর্মীয় বিদ্যা অর্জন করার জন্য আহব্বান করা হয়েছে কিন্তু তার জন্য কোন নির্দিষ্ট প্রণালী সময়, জায়গা, পাঠ্য সূচী এবং পুস্তক ধার্য করা হয়নি, অতএব বিদ্যা দাতা ও বিদ্যা গ্রহিতা, নিজ সুবিধা মতো পঠন পাঠনের জন্য যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে, সেটা হবে শরীয়তের নিকট সঠিক।

উপকার:-এ রকম ভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, ঈস্বালে সাওয়াব, বিয়ে এই সমস্ত্ম কাজে সুবিধার জন দিন, তারিখ, সময় ধার্য করা জায়েজ ও মুসতাহাসান (ভালো) আর কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সঠিক।

উপকার:-আল্লাহ তা'আলা কিছু নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট দিন আর মাসকে বেছে নিয়েছেন; যেমন কুরআন অবতীর্ন রোজা আর শবে ক্বদারের জন্য রোজার মাসকে বেছে নিয়েছেন, জমীন, আসমান, জান্নাত, জাহান্নাম সৃষ্টির জন্য, হাজরাত আদমকে সৃষ্টির জন্য আর তিনার তোওবা কবুল করা, বানী ইস্রাঈলদের ফিরাউনের কবল থেকে মুক্তি আবার ফিরাউনের ধংসের জন্য মুহাররাম মাসের আশুরার দিনকে বেছে নিয়েছেন।

উপকার:- তবে হাঁ যদি শরীয়ত কোন কাজের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় ধার্য করেনি, আর তার জন্য সময় ধার্য করা অজিব ও অবশ্যকিয় ভাবা যে অমুক সময়েই করা সঠিক আর অন্য সময়ে করলে হবে না এই রূপ ধারনা করা মুর্খামী ছাড়া কিছুই নয়।

উপকার:- নেক কাজের জন্য তারিখ দিন ধার্য করা সম্পর্কে কিছু আরো দলীল বুখারী শরীফ থেকে দেওয়া হচ্ছে, সেটা মনযোগ দিয়ে পড়ুন আর ভালোটা বেছে নেওয়ার চেষ্টা করুন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দিন ধার্য করা হাদীষের আলোতে

১। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং- ১৫৯, কিতাবু ফাদলিস স্বালাতি ফী মাসজিদে মাক্কাতা অলমাদীনাতা, সেই ব্যক্তির বর্ণনা যে প্রত্যেক সপ্তাহ মসজিদে কুবা যায়। হাদীষ নং-১১৯৩।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَاتِىْ مَسْجِدَ قُبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا وَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ۔

উচ্চারণ:- আন ইবনি উমারা ক্বা-লা কানান্নাবীয়ু স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা ইয়াতী মাসজিদা কুবায়া কুল্লা সাবতিন মাশিয়ান অ রাকিবান অ কানা আব্দুল্লাহিবনু উমারা ইয়াফয়ালুহু।

অর্থ:-হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম প্রতি সপ্তাহ অর্থাৎ (শনিবার দিন পায়ে হেঁটে অথবা যানবাহনে কুবার মসজিদে যেতেন) আর হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমাও প্রত্যেক সপ্তাহ মসজিদে কুবা যেতেন

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রাসুলের স্বাহাবী নস্বীহতের জন্য দিন ধার্য করেছেন

২। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১৬, কিতাবুল ঈলম, বিদ্যা অর্জন কারীর জন্য দিন ধার্য করার বর্ণনা, হাদীষ নং-৭০।

عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِىْ كُلِّ خَمِيْسٍ۔

উচ্চারণ:- আন আবী ওয়াঈলিন ক্বা-লা কানা আব্দুল্লাহি ইয়ুজাক্কিরুন্নাসা ফীকুল্লি খামীসিন।

অর্থ:- হাজরাত আবু ওয়াঈল বর্ণনা করেন যে, হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রত্যেক বৃহস্পতিবার, মানুষকে অয়াজ নসীহত করতেন।

হুজুর নস্বীহতের জন্য দিন ধার্য করেছেন

৩। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-২০, কিতাবুল ঈলম মহিলাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার (নস্বীহত করার) জন্য, আলাদা দিন ধার্য করতে পারে কী? তার বর্ণনা হাদীষ নং-১০১।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ قَالَ: قَالَتِ النِّسَاءُ لِنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ؟

উচ্চারণ:- আন আবী সাঈদিনিল খুদরী ক্বা-লা ক্বা-লাতি ন্নিসাউ লিন্নাবীই স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা গালাবানা আলাইকার রিজালু ফাজয়াল লানা ইয়াওমান মিন নাফসিকা?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ:-হাজরাত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে মহিলারা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লা কে বললেন, (ইয়া রাসুলাল্লাহ) আপনার নিকট থেকে পুরুষেরা অনেক এগিয়ে গেল, মহিলাদের তুলনাই, তাই আপনি নিজের পক্ষথেকে আমাদের জন্য কোন একদিন ধার্য করে দিন?

فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيْهِ فَوَعَظَهُنَّ وَ اَمَرَهُنَّ۔

উচ্চারণ:- ফা অয়াদাহুন্না ইয়াওমান লাকিয়া হুন্না ফীহি ফা আয়াজাহুন্না অ আমারাহু।

অর্থ:- সুতরাং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম, সেই মহিলাদের সাথে অঙ্গিকার করলেন, তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, আর তা পালনও করেছেন, তাদেরকে নসীহত করেছেন এবং শরীয়তের আদেশ ও নিষেধ শুনিয়েছেন।

فَكَانَ فِيْمَا قَالَ لَهُنَّ: مَامِنْكُنَّ اِمْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلٰثَةً مِّنْ وَلَدِهَا اِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتْ اِمْرَأَةٌ وَاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: وَاثْنَيْنِ!

উচ্চারণ:- ফা কানা ফীমা ক্বা-লা লাহুন্না, মা মিনকুন্না ইমরাআতুন তুকাদ্দিমু সালাসাতান মিন অলাদিহা ইল্লা কানা লাহা হিজাবান মিনান্নারি, ফা ক্বালাত ইমরাঅতুন, অ ইযনাইনি? ফা ক্বা-লা অ ইষ-নাইনি।

অর্থ:- আর রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম অনেক রকমের কথার সাথে সাথে ইহাও বলেছেন যে, তোমাদের মধ্যে যে মহিলা তিনটি সন্তান আগেই পাঠিয়ে দেয়, অর্থাৎ তাঁর চোখের সামনে মারা যায় তবে সেই সন্তান তার জন্য জাহান্নামে যেতে বাধা

www.YaNabi.in
বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান, কুরআন ও বুখারী থেকে প্রমাণ

হবে, এক জন মহিলা জিজ্ঞেস করলো যদি কোন মহিলা দুই সন্তান কে আগে পাঠিয়ে থাকে? হুজুর বললেন হাঁ দুই জনেও, তারও হুকুম একই।

হুজুর বৃহস্পতিবার যাত্রা আরম্ভ করা পছন্দ করতেন

৪। বুখারী শরীফ,১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৪১৪, কিতাবুল জিহাদ সেই লোকের বর্ণনা যে বৃহস্পতিবার যাত্রা করা পছন্দ করে। হাদীষ নং--২৯৫০।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَهُ كَانَ يُحِبُّ اَنْ يَّخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ۔

উচ্চারণ:- আন আবদির রাহমানিবনি মালিকিন আন আবীহি আন্নান্নাবীয়া স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লামা খারাজা ইয়াওমাল খামীসি ফী গাজ ওয়াতা তাবূকা অ কানা ইয়ুহিব্বু আঁই ইউখরিজা ইয়াওমাল খামীসি।

অর্থ:- হাজরাত আব্দুর রাহমান বিন কা'ববিন মালিক নিজ পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাবুকের যুদ্ধের জন্য (মাদীনা শরীফ) থেকে বৃহস্পতিবার দিন বের হয়ে ছিলেন, আর তিনি যাত্রার জন্য বৃহস্পতিবার দিনই বের হওয়া বেশি পছন্দ করতেন।

উপকার:- বর্ণিত (৪) চার টি হাদীষ দ্বারা ইহাই বুঝা গেল যে, যে কোন জায়েজ আর মুস্তাহাব কাজের জন্য দিন, তারিখ সময়,

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ধার্য করা রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত, আর স্বাহাবায়ে কেরামের প্রথা তাই দিন, সময় ধার্য করাকে নাজায়েজ, পাপের কাজ, আর বেদাত মনে করা বা বলা, মুর্খামী ও অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই নয় ।

নেক অর্থাৎ ভালো কাজ ধারাবাহিকতার সাথে করা আল্লাহ ও তিনার রাসুল পছন্দ করেন

প্রশ্ন:- ফতিহা, মিলাদ অনুষ্ঠান, নফল নামায, অয়াজ ও নস্বীহাত, জালসা জলুস, ইত্যাদি, ধারাবাহিকতার সাথে করা কী বৈধ?
১। বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং- ৯৫৭ কিতাবুর রিক্বাক মধ্য পন্থা অবলম্বন করা আর ধারা বাহিকতার সাথে আমল করার বর্ণনা । হাদীষ নং- ৬৮৬৫।

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ؟ قَالَ: اَدْوَمُهُ وَ اِنْ قَلَّ وَ قَالَ اُكْلَفُوْا مِنَ الْاَعْمَالِ مَاتُطِيْقُوْنَ.

উচ্চারণ:-আন আয়িশাতা আন্নাহা ক্বালাত সুয়িলান্নাবীয়ু স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা আইউল আমালি আহ্বাব্বু ইলাল্লাহি? কা-লা আদওয়ামুহু অইন ক্বাল্লা অ কা-লা উকলাফু মিনাল আ'মালি মাতুত্বীকু না।

অর্থ:- উম্মূল মুঃমিনীন হাজরাত সাইয়্যিদাহ আয়েশা স্বিদ্দীকা রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহস্বাল্লাল্লাহু

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহ তা'আলা কোন আমল বেশী পছন্দ করেন? তিনি উত্তরে বললেন, যার প্রতি বেশী পাবান্দী করা হয় যদিও তা অল্প হয়, আরো বললেন, এমন কাজ নিজের জন্য ধার্য করো, যা করার তুমি ক্ষমতা রাখো।
২। বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৯৫৭ কিতাবুর রিক্বাক মধ্য পন্থা অবলম্বন করা আর ধারা বাহিকতার সাথে আমল করার বর্ণনা । হাদীষ নং- ৬৮৬২।

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ اَحَبُّ الْعَمَالِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلَّذِىْ يَدُوْمُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

উচ্চারণ:-আন আয়িশাতা আন্নাহা ক্বা-লাত, কানা আহাব্বুল আমালি ইলা রাসুলুল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা আল্লাযী ইয়াদুমু আলাইহি স্বাহিবুহু।

অর্থ:- উম্মূল মুঃমিনীন হাজরাত সাইয়্যিদাহ আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লাম সেই নেক কাজ বেশী পছন্দ করেন যা, ধারাবাহিক ভাবে করা হয়।
বুখারী শরীফ, প্রথমখন্ড, পৃষ্ঠা নং-১৫৪, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, রাত্রে নামায পড়া অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়তে পড়তে ছেড়ে দেওয়া অ পছন্দনীয় কাজ। তারই বর্ণনা, হাদীষ নং-১১৫২।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উচ্চারণ:-আন আবদিল্লাহিবনি আমরিবনিল আস্ব ক্বা-লা ক্বা-লা লী রাসুলুল্লাহি স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা ইয়া আবদাল্লাহি লা তাকুন মিষলা ফালানিন কানা ইয়াকুমূল্লাইলা ফা তারাকা ক্বিয়ামাল লাইলি।

অর্থ:- হাজরাত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস্ব রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম আমাকে বলেছেন, হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুকের মতো হয়ে যেও না, কারণ সে তাহাজ্জুদ পড়তো অতঃপর সে তাহাজ্জুদ পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

৪। বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ১১, কিতাবুল ঈমান, আল্লাহ তা'আলার নিকট সেই আমল অধিক প্রিয় যা সর্বদা করা হয়। হাদীষ নং-৪৩।

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ عِنْدَ هَا اِمْرَأَةٌ قَالَ: مَنْ هٰذِهِ؟ قَالَتْ فُلَانَةٌ تُذْكَرُ مِنْ صَلَاتِهَا قَالَ: مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُوْنَ فَوَاللّٰهِ لَا يَمَلُّ اللّٰهُ حَتّٰى تَمَلُّوْا وَ كَانَ اَحَبَّ الدِّيْنِ اِلَيْهِ مَا دَوَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ۔

উচ্চারণ:- আন আয়িশাতা আন্নান্নাবীয়া স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামা দাখালা আলাইহা অ ইন্দাহা ইমরায়াতুন ক্বা-লা, মান হাযিহি? ক্বা-লাত ফুলানাতুন তুযকারু মিন স্বালাতিহা ক্বা-লা মাহ্

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আলাইকুম বিমা তুত্বীকুনা ফা অল্লাহি লাইয়ামাল্লুল্লাহু হাত্তা তামাল্লু অ কানা আহাব্বুদ্দীনি ইলাইহি মাদাওয়ামা আলাইহি স্বাহিবুহু।

অর্থ:- উম্মূল মুঃমিনীন হাজরাত সাইয়্যিদাহ আয়েশা স্বিদ্দীকা রাদ্বীয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি অ সাল্লাম তিনার নিকট এমন সময় উপস্থিত হলেন যে সময় তাহার নিকট একজন মহিলা ছিলেন। তাকে দেখে হুজুর জিজ্ঞেস করলেন এটা কে? উত্তরে হাজরাত আয়েশা বললেন অমুক! আর তার নামায পড়ার গুনা বলি বর্ণনা করতে লাগলেন, ইহা শুনা মাত্র রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বললেন, ক্ষান্ত হও। শুধু মাত্র এতটুকু আমল করো যতটা সর্বদা করতে পারো, আল্লাহর কসম, আল্লাহ নেকী দিতে ক্লান্ত হন না! কিন্তু তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে, আর আল্লাহর নিকট সেই আমলই অধিক প্রিয় যা সর্বদা করা হয়।

উপকার:- উপরে বর্ণিত চারটি হাদীষ থেকে ইহাই জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা আর রাসুলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম ইহাই পছন্দ করেন যে, মানুষ যে কোন ভালো কাজ করে তা যেন ধারা বাহিকতার সাথে করে।

Nicher link e click koren:
website: www.yanabi.in
whatsapp group: www.wa.yanabi.in
facebook page: www.fb.yanabi.in
youtube: www.yt.fb.yanabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রাপ্তিস্থান

KALIMEA BOOK DEPO
MADRASA JAMEA RAJJAKEA
KALIMEA (ARABIC UNIVERCITI)

VILL: RANJIT PUR
PO: SANMATI NAGAR
PS: RAGHUNATHGANJ
DIST: MURSHIBAD (W.B)
PIN: No: 742213

Nicher link e click koren:
website: www.yanabi.in
whatsapp group:
www.wa.yanabi.in
facebook page:
www.fb.yanabi.in
youtube: www.yt.fb.yanabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in